রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ২৪:২০খ–২৫:১৩,১৮-২১

যেরুসালেম অবরোধ ও দ্বিতীয় নির্বাসন

সেদেকিয়া বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

তাঁর রাজত্বকালের নবম বর্ষে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্‌নেজার তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে নগরীর সামনে শিবির বসিয়ে তার চারদিকে উঁচু উঁচু অবরোধের প্রাচীর গেঁথে তুললেন। সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষ পর্যন্ত নগরীকে অবরোধ করে রাখা হল। চতুর্থ মাসে, মাসের নবম দিনে, যখন নগরীতে কঠোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ও দেশের লোকদের জন্য একটুকু খাবারও আর ছিল না, তখন নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত করা হল; সেই রাতে সমস্ত যোদ্ধা, রাজ-উদ্যানের কাছে সেই যে দুই প্রাচীর, তার মধ্যস্থিত নগরদ্বার দিয়ে নগরী ছেড়ে পালিয়ে গেল; কাল্‌দীয়েরা তখনও নগরীকে ঘিরে বসে আছে, সেসময়েই তারা আরাবা যাবার পথ ধরে পালিয়ে গেল। কাল্‌দীয়দের সৈন্যেরা রাজার পিছনে ধাওয়া করে যেরিখোর নিম্নভূমিতে তাঁকে ধরে ফেলল, আর তখন তাঁর সকল সৈন্য তাঁকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। রাজাকে ধরে কাল্‌দীয়েরা রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে তাঁকে নিয়ে গেল; সেখানে তাঁর দণ্ডাদেশ দেওয়া হল। সেদেকিয়ার চোখের সামনে তাঁর ছেলেদের হত্যা করা হল; নেবুকাদ্‌নেজারের হুকুমে তাঁর চোখ দু'টো উপড়ে ফেলা হল, এবং শেকলাবদ্ধ করে তিনি তাঁকে বাবিলনে নিয়ে গেলেন।

পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে—বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্‌নেজারের ঊনবিংশ বর্ষে—বাবিলনের রাজার বিশিষ্ট যোদ্ধা, রক্ষীদলের অধিনায়ক সেই নেবুজারাদান যেরুসালেমে প্রবেশ করল। সে প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলল; যেরুসালেমের সমস্ত বাড়ি-ঘর ও প্রধানদের বড় বড় যত বাড়িতে আগুন দিল। ওই রক্ষীদলের অধিনায়কের সঙ্গে যত সৈন্য ছিল, তারা যেরুসালেমের চারদিকের প্রাচীর ভেঙে ফেলল। তখন জনগণের বাকি যত লোকেরা, যাদের নগরীতে রাখা হয়েছিল, যত লোক নিজ দেশের পক্ষ ছেড়ে বাবিলনের রাজার পক্ষে যোগ দিয়েছিল, এবং জনসাধারণের মধ্যে যারা তখনও সেখানে ছিল, তাদের সকলকেই রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান দেশছাড়া করে নিয়ে গেল। রক্ষীদলের অধিনায়ক গরিব লোকদের মধ্য থেকে শুধু এমন কয়েকজনকে রাখল, যারা আঙুরখেত পালন করবে ও জমি চাষ করবে। প্রভুর গৃহের ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ও প্রভুর গৃহে বসানো পীঠগুলো ও ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র—এই সবকিছু কাল্‌দীয়েরা টুকরো টুকরো করে সেই সবকিছুর ব্রঞ্জ বাবিলনে নিয়ে গেল।

রক্ষীদলের অধিনায়ক প্রধান যাজক সেরাইয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজক জেফানিয়াকে ও তিনজন দ্বারপালকে ধরল; আবার: নগরী থেকে, যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত একজন কর্মচারী, যাঁরা রাজার সাক্ষাতে থাকতে পারতেন—নগরীতে যাঁদের পাওয়া গেছিল—তাঁদের মধ্যে পাঁচজন, কর্মসচিব, দেশের লোকদের সৈনিক-কর্মে আহ্বান করতে নিযুক্ত কর্মচারী, নগরীতে খুঁজে পাওয়া আরও ষাটজন গণ্যমান্য লোক—এদের সকলকেও সে ধরল। এদের সকলকে ধরে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে আনল। আর সেই রিব্লায়, হামাৎ প্রদেশে, বাবিলনের রাজা তাঁদের হত্যা করালেন। এইভাবে যুদাকে নিজের দেশভূমি থেকে নির্বাসনের দেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

শ্লোক সাম ৭৯:১,৪-৫

প্র পরমেশ্বর, বিজাতিরা ঢুকেছে তোমার আপন উত্তরাধিকারে, অশুচি করেছে তোমার পবিত্র মন্দির,
ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে যেরুসালেম।

উ প্রতিবেশীদের কাছে আমরা এখন অপবাদের পাত্র, আশেপাশের জাতিগুলির কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু।

℣ আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরদিন? তোমার ঈর্ষা কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?
℟ প্রতিবেশীদের কাছে আমরা এখন অপবাদের পাত্র, আশেপাশের জাতিগুলির কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য মাননীয় পিতর-লিখিত 'পেত্রব্রুসিয়ান ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে' ১৬৫-১৬৭

সেই পথেই কৃপা ও সত্যের সম্মিলন হবে, যে পথ স্বয়ং খ্রীষ্ট

খ্রীষ্টজগতের যজ্ঞ বহুবিধ নয়, কিন্তু একবিধ; বলিও বহু নয়, কিন্তু একটিমাত্র; কারণ যারা সারা জগতে তা উৎসর্গ করে, সেই খ্রীষ্টজনগণ যেমন এক, যাঁর কাছে তা উৎসর্গ করা হয় সেই ঈশ্বর এক, ও যে বিশ্বাস দ্বারা তা উৎসর্গ করা হয় সেই বিশ্বাস এক, তেমনি যে যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয় তাও এক। ইহুদীদের বহুবিধ বলির স্থানে একটিমাত্র খ্রীষ্টবলি উপস্থিত: বস্তুতপক্ষে যেহেতু ইহুদীদের যজ্ঞ বহুবিধ হওয়ায় দাসকে পবিত্র করতে অক্ষম ছিল, সেজন্য ঈশ্বর নিজে এমন বলি ব্যবস্থা করলেন যে বলি একবিধ হওয়ায় উৎসর্গকারীদের ধৌত, পবিত্র ও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত করবে। বলদ, বৃষ, মেষ, মেষশাবক ও ছাগের মাংস ও রক্তে ইহুদীদের যজ্ঞবেদি ভরা ছিল; কেবল *বিশ্বপাপহর সেই ঈশ্বরের মেষশাবকই* খ্রীষ্টভক্তদের যজ্ঞবেদির উপরে উপস্থিত। আমাকে নয়, ঈশ্বরের প্রেরিতদূতকে শোন: *আমাদের পাস্কাবলি সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।* অর্থাৎ: ইহুদীদের পাস্কা হল একটা বলীকৃত মেষশাবক, কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ খ্রীষ্টভক্তদের পাস্কা হলেন সেই বলীকৃত খ্রীষ্ট। এজন্য খ্রীষ্টই খ্রীষ্টভক্তদের একমাত্র যজ্ঞ। তেমন যজ্ঞই খ্রীষ্টকালের জন্য সংরক্ষিত ছিল, অর্থাৎ সেই অনুগ্রহকালের জন্যই সংরক্ষিত ছিল, কারণ তেমন যজ্ঞ ক্রোধকালে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল না। ইহুদীদের ছিল একটা বলদ, খ্রীষ্টভক্ত পেয়েছে সেই খ্রীষ্টকে যাঁর যজ্ঞ ইহুদীদের বলিগুলোর তুলনায় ততখানি উৎকৃষ্ট, একটা বলদের তুলনায় খ্রীষ্ট যতখানি মহান।

যিনি স্বরূপে মঙ্গলময়, সেই ঈশ্বর পতিত মানুষের প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে তাকে ত্রাণ করতে ইচ্ছা করছিলেন বটে, কিন্তু যেহেতু ন্যায় বাদ দিয়ে তাকে ত্রাণ করতে পারতেন না, চাইতেনও না, সেজন্য দুর্দশাগ্রস্তের প্রতি কেমন করে ন্যায় বজায় রেখে দয়া দেখাতে পারবেন একথা নিজ সনাতন সঙ্কল্পে ভাবতে ভাবতে তিনি অধিক উপযোগী এ উপায়ই অবলম্বন করলেন, যার মধ্য দিয়ে ন্যায় বজায় রাখা হবে, মানুষ মুক্তি লাভ করবে, অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাবে ও ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত হবে। অতএব তিনি মানবপুত্রদের কাছে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যাতে মানবস্বরূপ ধারণ করে কিন্তু মানব-রিপু বিহীন হয়ে থেকে, পাপকে নয়, পাপের দণ্ড সেই দৈহিক মৃত্যুকেই আপন করে নেওয়ায়ই তিনি নিজ একবিধ মৃত্যু দ্বারা মানুষের দ্বিবিধ মৃত্যু বাতিল করতে পারেন, অর্থাৎ নিজ সাময়িক মৃত্যু দ্বারা চিরকালীন মৃত্যু বাতিল করতে পারেন।

এ ব্যবস্থা অনুসারেই দয়া সাফল্যমণ্ডিত ও ন্যায় অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, আর একইসময়ে মানুষের চিরন্তন দণ্ডের স্থানে মানবেশ্বরের সাময়িক দণ্ড, ও মানুষের চিরন্তন মৃত্যুর স্থানে মানবেশ্বরের সাময়িক মৃত্যুকে অর্পণ করা হয়। মানবেশ্বরের এ মৃত্যু ঐশন্যায়ের দাঁড়িপাল্লায় এতখানি ভারের অধিকারী যে, বিশ্বপাপ বিষয়ে ন্যায্য বিচার করতে গিয়ে মানবপুত্রদের চিরন্তন মৃত্যুর চেয়ে ঈশ্বরের পুত্রের সাময়িক মৃত্যুই অধিক ভারী।

উপরন্তু একথা স্পষ্ট যে, মানুষের দণ্ডপ্রাপ্তি দ্বারা ন্যায়ের দাবি যতখানি মেটানো যেতে পারত, তার চেয়ে খ্রীষ্টের মৃত্যুই ন্যায়ের সেই দাবি উত্তমরূপে মিটিয়ে দিল; ফলে ঈশ্বরপুত্র মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করায় ন্যায় তার প্রাপ্য পেল, তাতে সেই যে ন্যায় বহুদিন থেকে মানবপরিত্রাণে বাধা দিয়েছিল, অবশেষে দয়াকেই স্থান দিল, ও যারা হাজার হাজার বছর ধরে ভিন্ন পথে চলেছিল, সেই *দয়া ও সত্য* সেই পথেই *সম্মিলিত হল* যে পথ স্বয়ং খ্রীষ্ট; আর মানবদণ্ডের সময়ে যারা কেমন যেন পরস্পর বিরোধী হয়েছিল, সেই *ন্যায় ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন।* এ আমাদের যজ্ঞ! এ সুসমাচারের বিধানের, নবসন্ধির ও নব-জাতির আহুতি যা ঈশ্বরপুত্র-মানবপুত্র সেই খ্রীষ্ট দ্বারা ক্রুশে একবার চিরকালের মত উৎসর্গ করা হল, ও যা তাঁর জনগণ দ্বারা যজ্ঞবেদিতে সবসময় উৎসর্গ করতে হবে, তিনি নিজে যেভাবে আজ্ঞা ও নির্দেশ দিয়েছেন। সেসময়ে অন্য কিছু উৎসর্গ করা হয়নি, এখন অন্য কিছু উৎসর্গ করা হয় না, কিন্তু যেমন লেখা রয়েছে, *খ্রীষ্ট একবার চিরকালের মত নিজেকে উৎসর্গ করে* নিজ মণ্ডলীর হাতে সবসময়ের জন্য উৎসর্গীকৃত হবার উদ্দেশ্যে নিজেকেই রেখে গেলেন।

শ্লোক হিব্রু ১০:১,১৪; ৯:৯

℣ বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির নকশারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় বছরের পর বছর ধরে যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম ;
℟ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, খ্রীষ্ট একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।
℣ বিধান অনুসারে এমন অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করা হয়, যা উপাসককে সিদ্ধতায় চালিত করতে অক্ষম।
℟ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, খ্রীষ্ট একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৮:১-২১

ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা যাচ্‌না করা দরকার

প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত ;
  উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।
তরুণ বয়স থেকে আমি তাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি ;
  তাকেই নিজের কনে রূপে নিতে চেষ্টা করেছি,
  হ্যাঁ, আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি !
সে তার আপন বংশমর্যাদা প্রকাশ করে,
  সে তো ঈশ্বরের জীবনেই সহভাগিতা ভোগ করে,
  কেননা বিশ্বপ্রভু তাকে ভালবেসেছেন।
এমনকি, সে ঐশজ্ঞানে দীক্ষিত,
  তিনি যা যা করবেন, প্রজ্ঞাই তা বেছে নেয়।
যখন ধনসম্পদ এজীবনে একটি আকাঙ্ক্ষণীয় মঙ্গল,
  তখন সবকিছুতে যা ক্রিয়াশীল, সেই প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর ধন কী থাকতে পারে ?
যদি বুদ্ধিই সবকিছুতে ক্রিয়াশীল,
  তবে সৃষ্টির মধ্যে কেইবা তার চেয়ে নিপুণ নির্মাতা ?
আর কেউ যদি ধর্মময়তা ভালবাসে,
  সদ্‌গুণ হল তার পরিশ্রমের ফল ;
  কারণ প্রজ্ঞা সেই আত্মসংযম ও সদ্বিবেচনায়,
  সেই ধর্মময়তা ও সুস্থিরতায় উদ্বুদ্ধ করে,
  মানুষের পক্ষে এজীবনে যার চেয়ে উপযোগী আর কিছু নেই।
কেউ যদি বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা বাসনা করে,
  তবে প্রজ্ঞাই অতীত ঘটনা জানে ও ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস পায়,
  সে-ই জানে যত চিকন তর্কযুক্তি ও যত প্রহেলিকার উত্তর,
  চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণও পূর্বঘোষণা করে,
  আর সেই সঙ্গে কাল ও যুগের ঘটনাগুলিকেও পূর্বপ্রচার করে।
তাই স্থির করেছি, আমার জীবন-সঙ্গিনী রূপে আমি তাকেই নেব,
  একথা জেনে যে, শুভদিনে সে আমার পরামর্শদাতা হবে,
  দুঃখে-উদ্বেগে আমাকে সান্ত্বনা দেবে।
তার মধ্য দিয়ে আমি বিপুল জনসমাবেশে গৌরব লাভ করব,

যুবা হয়েও প্রবীণদের মাঝে সম্মানের পাত্র হয়ে উঠব।
বিচারে সবাই আমাকে বিচক্ষণ দেখবে,
প্রতাপশালীরা আমার বিষয়ে আশ্চর্য হবে।
আমি নীরব থাকলে তারা আমার বাণীর প্রতীক্ষায় থাকবে,
আমি কথা বললে তারা মনোযোগ দেবে;
আমি দীর্ঘ বক্তব্য দিলে তারা মুখে হাত দেবে।
প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমি অমরত্ব লাভ করব,
আমার পরে যারা রাজপদে বসবে, তাদের কাছে চিরন্তন স্মৃতি রাখব।
জাতিগুলিকে শাসন করব, দেশসকল আমার অধীন হবে;
আমার নাম শুনে ভয়ঙ্কর রাজনেতারা ভয়ে অভিভূত হবে,
লোকদের মধ্যে মঙ্গলময়, যুদ্ধে সাহসী নিজেকে দেখাব।
বাড়ি ফিরে এসে আমি তার কাছে বিশ্রাম করব,
কারণ তার সাহচর্যে তিক্ত বলতে কিছুই নেই,
তার সঙ্গও দুঃখজনক নয়,
বরং প্রাণে আনন্দ-সুখ সঞ্চার করে।
মনে মনে এসমস্ত বিষয় ধ্যান ক'রে,
একথাও ভেবে যে, প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলনে রয়েছে অমরত্ব,
তার বন্ধুত্বলাভে পরম সন্তোষ,
তার কর্মফলে অফুরন্ত ঐশ্বর্য,
তার সঙ্গে অবিরত সম্পর্কে সদ্বিবেচনা,
তার সমস্ত কথার সহভাগিতায় খ্যাতি,
আমি চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিলাম, কেমন করে তাকে আমার সঙ্গিনী রূপে নিতে পারব।
আমি ছিলাম সজ্জন প্রকৃতির এক তরুণ,
আমার সৌভাগ্যই যে আমি পেয়েছিলাম সৎ প্রাণ;
বরং বলব, সৎ হওয়ায় আমি কলুষমুক্ত এক দেহে প্রবেশ করেছিলাম।
কিন্তু একথা জেনে যে, ঈশ্বর নিজেই আমাকে প্রজ্ঞা না দিলে
অন্য উপায়ে আমি তার অধিকারী হতে পারব না,
—তেমন শুভদান যে কার্ কাছ থেকে আসে, একথা জানা তো সুবুদ্ধিরই পরিচয়!—
আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, তাঁকে মিনতি জানালাম।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:৭,৮; যাকোব ১:৫

প্র আমি যাচ্‌না করলাম, আর আমাকে সদ্বিবেচনা দেওয়া হল; মিনতি করলাম, আর আমার অন্তরে প্রজ্ঞার আত্মা এল:

উ সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম।

প্র তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচ্‌না করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে দান করেন:

উ সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইনের 'রচনাবলি' **৬ষ্ঠ বিভাগ**

ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর

ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর; তা যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ। যারা সেই খ্রীষ্টের অন্বেষণ করে, যিনি ঈশ্বরের বাণী, শক্তি ও প্রজ্ঞা, তাদের কাছে উপরোক্ত বচনে দেখানো হয় ঈশ্বরের বাণীতে কতই না শক্তি ও প্রজ্ঞা রয়েছে। সনাতন পিতার সঙ্গে সনাতন এই যে বাণী আদিতে পিতার কাছে ছিলেন, যথাসময়

প্রেরিতদূতদের কাছে প্রকাশিত হলেন, তাঁদের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হলেন, ও বিশ্বাসী জনগণ বিনম্রতার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করল। সুতরাং পিতার মধ্যে বাণী বিদ্যমান, বাণীপ্রচারে বাণী বিদ্যমান, ভক্তদের হৃদয়ে বাণী বিদ্যমান।

ঈশ্বরের এ বাণী জীবন্ত, কারণ পিতা তাঁকে এমনটি দিয়েছেন যেন বাণী নিজে থেকেই জীবনের অধিকারী হন, পিতা নিজেও নিজে থেকেই যেমন জীবনের অধিকারী। ফলত বাণী জীবন্ত শুধু নন, বরং তিনি জীবনও, নিজের বিষয়ে তিনি নিজে যেভাবে বললেন: *আমিই পথ, সত্য ও জীবন।* আর যখন তিনি জীবন, তখন এ উদ্দেশ্যেই জীবন্ত যাতে জীবনদাতা হতে পারেন; কেননা *পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন।* তিনি জীবনদাতা, কারণ সমাধি থেকে মৃত মানুষকে ডেকে বলেন, *লাজার, বেরিয়ে এসো।*

যখন এ বাণী প্রচার করা হয়, তখন প্রচারকের যে কণ্ঠস্বর বাইরে থেকে শোনা যায়, সেই কণ্ঠস্বরে খ্রীষ্ট এমন শক্তি সঞ্চার করেন যাতে বাণী অন্তরেই অনুভব করা যায়, তাতে মৃতেরা পুনরুজ্জীবিত হয় ও আব্রাহামের সন্তানেরা নিত্য প্রশংসাগানে পুনরুত্থিত হয়। এজন্য এ বাণী পিতার হৃদয়ে জীবন্ত, প্রচারকের মুখে জীবন্ত, বিশ্বাসী ও ভক্তের হৃদয়ে জীবন্ত। যখন এ বাণী এত জীবন্ত, তখন আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এ বাণী কার্যকরও।

বাণী সৃষ্টিকার্যে কার্যকর, বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে কার্যকর, জগৎমুক্তিতে কার্যকর; বাস্তবিকই এর চেয়ে অধিক কার্যকর ও পরাক্রমী কী আছে? *কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে? কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?* বাণী কর্মসাধনেই কার্যকর, প্রচারে কার্যকর; কেননা অকৃতকার্য হয়ে বাণী ফিরে আসেন না, বরং যাদের কাছে প্রেরিত, তাদের অন্তরে ফলদায়ী। বাণী কার্যকর, ও যখন মানুষ তাঁকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে, তখন বাণী *যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ।* বস্তুতপক্ষে বিশ্বাসীর পক্ষে অসাধ্য কী থাকতে পারে, বা প্রেমিকের পক্ষে কঠিন কী থাকতে পারে? এ বাণী যখন কথা বলেন, তখন তাঁর কথাগুলো মর্মভেদী, ঠিক যেন মহাবীরের তীক্ষ্ণ তীরের মত, বা জোরে মারা পেরেকের মত যা ভিতরে এতই প্রবেশ করে যে, অন্তঃস্থল পর্যন্তও ভেদ করে। হ্যাঁ, এ বাণী *যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ,* কারণ ভেদশক্তি ক্ষেত্রে এ বাণী যে কোন খড়্গের চেয়ে প্রভাবশালী, ও যে কোন মানবজ্ঞানের চেয়ে চিকন: মানবজ্ঞান বা সুচিন্তিত ভাষণের তুলনায় এ বাণী সূক্ষ্ম।

শ্লোক সিরা ১:৫,২০ (লাতিন মূলপাঠ)

প্র ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত ঐশবাণী প্রজ্ঞার উৎস,
উ ঐশবাণীর পথই শাশ্বত বিধান।
প্র প্রভুকে ভয়ই প্রজ্ঞার পূর্ণতা,
উ ঐশবাণীর পথই শাশ্বত বিধান।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৩৭:২১; ৩৮:১৪-২৮

কারারুদ্ধ যেরেমিয়া সেদেকিয়া রাজাকে
শান্তি-চুক্তি করার জন্য আহ্বান করেন

সেদেকিয়া রাজার আজ্ঞায় যেরেমিয়াকে কারাবাসের প্রাঙ্গণে রাখা হল, এবং নগরের সমস্ত রুটি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রুটিওয়ালাদের পাড়া থেকে একটা করে রুটি তাঁকে দেওয়া হল। এইভাবে যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন। সেদেকিয়া রাজা লোক পাঠিয়ে নবী যেরেমিয়াকে প্রভুর গৃহের তৃতীয় প্রবেশস্থানে নিজের কাছে আনালেন; রাজা তাঁকে বললেন: 'আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আমার কাছ থেকে

কিছুই গোপন রাখবেন না।’ যেরেমিয়া উত্তরে সেদেকিয়াকে বললেন, ‘আমি তা বললে আপনি কি আমাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন না? আরও, আমি আপনাকে পরামর্শ দিলে আপনি আমার কথায় কান দেবেন না।’ তখন সেদেকিয়া রাজা গোপনে যেরেমিয়ার কাছে এই বলে শপথ করলেন, ‘আমাদের জীবনদাতা সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি আপনাকে বধ করব না; যারা আপনার প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, সেই লোকদেরও হাতে আপনাকে তুলে দেব না।’

তখন যেরেমিয়া সেদেকিয়াকে বললেন, ‘প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি যদি বাইরে গিয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ কর, তবে তোমার প্রাণ বাঁচবে, এই নগরীও আগুনে দেওয়া হবে না; তুমি বাঁচবে, তোমার পরিবারও বাঁচবে। কিন্তু যদি বের হয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ না কর, তবে এই নগরী কাল্‌দীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর তুমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।’ সেদেকিয়া রাজা যেরেমিয়াকে বললেন, ‘যে ইহুদীরা কাল্‌দীয়দের পক্ষে যোগ দিয়েছে, আমি তাদেরই ভয় পাই; কি জানি, আমাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে।’ যেরেমিয়া বললেন, ‘না, আপনাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না; বিনয় করি, আমি আপনাকে যা কিছু বলছি, সেই বিষয়ে আপনি প্রভুর বাণী মেনে নিন, তবে আপনার মঙ্গল হবে, আপনি প্রাণে বাঁচবেন। কিন্তু আপনি যদি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন, তবে প্রভু যা আমাকে দেখিয়েছেন, তা এ: এই যে, যুদার রাজপ্রাসাদে বাকি সমস্ত স্ত্রীলোককে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের কাছে আনা হবে, এবং বলবে, তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তোমাকে ভুলিয়েছে, চালাকি করেছে; তোমার পা কাদামাটিতে ডুবে গেছে; কিন্তু ওরা সকলে পিছটান দিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, সকল স্ত্রীলোককে ও তোমার সকল সন্তানকে কাল্‌দীয়দের হাতে আনা হবে, তুমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, বরং তোমাকে বাবিলন-রাজের হাতে বন্দি অবস্থায় রাখা হবে, এবং এই নগরী আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।’

সেদেকিয়া যেরেমিয়াকে বললেন, ‘কেউই যেন এই সমস্ত কথা না জানে, নইলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমি আপনার সঙ্গে কথাবার্তা করেছি, তা জানতে পেরে জননেতারা এসে যদি আপনাকে বলে, রাজাকে যা কিছু বলেছ, তা আমাদের বল; আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন রেখো না, নইলে আমরা তোমাকে বধ করব; রাজা তোমাকে কী কী বলেছেন, তা আমাদের জানাও; তবে আপনি তাদের একথা বলবেন: রাজার কাছে আমি এই মিনতি নিবেদন করেছি, যেন তিনি আমাকে যোনাথানের বাড়িতে মরতে ফিরিয়ে না পাঠান।’ প্রকৃতপক্ষে সেই সকল জননেতা এসে যেরেমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; আর তিনি রাজার আজ্ঞামত তাঁদের সেই সকল কথা বললেন, ফলে তাঁরা ক্ষান্ত হয়ে চলে গেলেন; বস্তুত সেই আলাপ জানাজানি হয়নি।

যেরুসালেম হস্তগত হওয়ার দিন পর্যন্ত যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন। যেরুসালেম এইভাবে হস্তগত হওয়ার পর

শ্লোক ২ করি ৬:৪-৫; যুদিথ ৮:২৩ (লাতিন মূলপাঠ)

℟ আমরা সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই
℣ বিপুল ধৈর্য, নানা ধরনের ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে, প্রহার ও কারাবাস।
℟ যারা প্রভুর গ্রহণীয়, তারা সকলে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে
℣ বিপুল ধৈর্য, নানা ধরনের ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে, প্রহার ও কারাবাস।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আন্সেলমো-লিখিত ‘ধ্যান’ **৩:৮৮-৯০**

ভয় করো না, আমি মূল্য দিয়ে তোমার মুক্তি সাধন করেছি,
তোমার জন্য জীবন দিয়েছি

যেহেতু ক্রুশের উপরেই পরিত্রাণকর্ম সাধিত হল, সেজন্য ক্রুশ দ্বারাই খ্রীষ্ট আমাদের মুক্তি সাধন করলেন। দেখ, হে খ্রীষ্টভক্ত, এ তোমার পরিত্রাণের শক্তি, এ তোমার স্বাধীনতার কারণ, এ তোমার মুক্তির মূল্য। তুমি ছিলে বন্দি, কিন্তু এইভাবে মুক্ত হয়েছ; ছিলে দাস, কিন্তু এইভাবে স্বাধীন হয়েছ; প্রবাসী যে তুমি, এভাবে স্বদেশে

ফিরে এসেছ; হারানো যে তুমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছ; মৃত যে তুমি পুনরুত্থিত হয়েছ।

হে মানুষ, তোমার হৃদয় যেন একথাই খায়, একথাই চিবায়, একথাই চোষে, একথাই গিলে ফেলে, যখন তোমার মুখ তোমার মুক্তিসাধকের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে। এজীবনে এ হোক তোমার দৈনন্দিন খাদ্য, পানীয় ও পাথেয়, কারণ এ দ্বারা ও কেবল এ দ্বারাই তুমি খ্রীষ্টে থাকবে ও খ্রীষ্টও তোমার অন্তরে থাকবেন, ও ভাবী জীবনে তোমার আনন্দ পরিপূর্ণ হবে।

কিন্তু, হে প্রভু, তুমি যে মৃত্যু বরণ করেছ আমি যেন বাঁচি, কেমন করে আমি আমার স্বাধীনতা বিষয়ে আনন্দ করব, তা যখন কেবল তোমার শেকল থেকেই আগত? কেমন করে আমার পরিত্রাণ বিষয়ে মেতে উঠব, তা যখন কেবল তোমার দুঃখেরই নামান্তর? কেমন করে আমার জীবন বিষয়ে উল্লাস করব, তা যখন কেবল তোমার মৃত্যু থেকেই নির্গত? যেহেতু তোমার নির্যাতকেরা তোমাকে নির্যাতন না করলে তোমার যন্ত্রণাভোগ হত না, আর তুমি যন্ত্রণাভোগ না করলে আমার এ সমস্ত মঙ্গল হত না, এজন্য আমি কি তোমার যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে ও তোমার নির্যাতকদের হিংস্রতা বিষয়ে পুলকিত হব? আবার, যখন আমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তোমার যন্ত্রণাভোগ হল ও তোমার যন্ত্রণাভোগ না থাকলে আমার মঙ্গল হত না, তখন আমি তোমার যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে দুঃখ করলে কেমন করে আমার মঙ্গল বিষয়ে আনন্দ করব? কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তুমি স্বেচ্ছায় সেই সবকিছু হতে না দিলে তাদের শঠতা কিছুই করতে পারত না; আর তুমি কেবল এ কারণেই যন্ত্রণাভোগ করলে যে, তুমি স্নেহশীল হওয়ায় তাই ইচ্ছা করলে। অতএব তাদের হিংস্রতার নিন্দা করা, তোমার সহবেদনশীল হয়ে তোমার মৃত্যু ও দুঃখকষ্টের অনুকরণ করা, ধন্যবাদ জানিয়ে তোমার স্নেহশীল ইচ্ছা ভালবাসা, আর এভাবে আমাকে মঞ্জুর করা মঙ্গলদানগুলোতে মেতে ওঠা আমার একান্ত কর্তব্য।

এজন্য হে হীনতম মানুষ, তাদের সেই হিংস্রতার কথা ঈশ্বরের বিচারের হাতে ছেড়ে দাও, ও তাতেই ব্যস্ত থাক, যা তোমার ত্রাণকর্তাকে তোমাকেই দিতে হবে। ভেবে দেখ তোমার জন্য কী না করা হয়েছে, ও চিন্তা কর কত ভালবাসারই না যোগ্য সেই তিনি, যিনি তোমার জন্য এসব কিছু করলেন। তোমার অভাব ও তাঁর মঙ্গলময়তার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখ, আর দেখ কত কৃতজ্ঞই না তোমার হওয়া উচিত ও তাঁর ভালবাসার প্রতি তুমি কতই না ঋণী।

হে মঙ্গলময়, হে প্রভু খ্রীষ্টযীশু, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম না, তোমার অন্বেষণও করছিলাম না, অথচ তুমি সূর্যের মত আমাকে উদ্ভাসিত করেছ, আর আমাকে দেখিয়েছ আমি কেমন অবস্থায় ছিলাম। যে সীসা আমাকে নিচের দিকে টেনে নিচ্ছিল, তা থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করেছ; যে বোঝা আমার মাথায় চাপ দিচ্ছিল, তা সরিয়ে দিয়েছ; যারা আমাকে অত্যাচার করছিল, তাদের দূর করে দিয়েছ, ও আমার রক্ষায় তাদের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছ। এমন নতুন নাম ধরেই আমাকে ডেকেছ, যে নাম তোমারই নিজের নাম থেকে উদ্গত; আর আমি যে ন্যুব্জই ছিলাম, আমাকে তোমার দর্শনলাভ পর্যন্ত উত্তোলন করে বলেছ: *ভয় করো না,* আমি মূল্য দিয়ে তোমার মুক্তি সাধন করেছি; তোমার জন্য আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি। তুমি আমার প্রতি আসক্ত থাকলে তবে যে অমঙ্গল তোমাকে ঘিরে রাখছিল, তা এড়াতে পারবে; ও যে গহ্বরের দিকে ধাবিত ছিলে তাতে পতিত হবে না; আমি বরং তোমাকে আমার নিজের রাজ্যে চালিত করব ও তোমাকে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী করব, আমার সহউত্তরাধিকারীই করব।

সেসময় থেকে তুমি আমাকে তোমার রক্ষায় রেখেছ, যাতে তোমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কোন কিছু আমার প্রাণের ক্ষতি না করে। আর দেখ, তুমি যেভাবে চেয়েছিলে, আমি এখনও তোমার প্রতি সেভাবে আসক্ত না হলেও, তবু তুমি এখনও আমাকে পাতালে পতিত হতে দাওনি, বরং এখনও অপেক্ষায় রয়েছ যাতে আমি তোমার প্রতি আসক্ত হলে তুমি যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে তা পূরণ করতে পার।

শ্লোক ইসা ৫৩:১২; লুক ২৩:৩৪

℣ তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন;
℟ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।
℣ যীশু বললেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।

℣ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৯:১-১৮

প্রজ্ঞা পাবার জন্য প্রার্থনা

‘হে পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, হে দয়ার প্রভু,
তুমি যে তোমার বাণী দ্বারা সমস্তই নির্মাণ করলে,
তুমি যে তোমার প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে গড়লে,
তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছ, তার উপর সে যেন প্রভুত্ব করে,
যেন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎকে শাসন করে
ও ন্যায়নিষ্ঠ অন্তরে বিচার উচ্চারণ করে,
আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,
তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।
কারণ আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
আমি দুর্বল ও স্বল্পায়ুর মানুষ,
ধর্মময়তা ও বিধিনির্দেশ বুঝতে ধীর।
সত্যিই, মানবসন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষও
তোমা থেকে আগত প্রজ্ঞার অভাবী হলে
শূন্যময় বলেই গণ্য হবে।
তুমি আমাকে তোমার জনগণের রাজা হবার জন্য বেছে নিলে,
তোমার পুত্রকন্যাদের বিচারকর্তা হবার জন্য বেছে নিলে;
আমাকে নির্দেশ দিয়েছ,
যেন তোমার পবিত্র পর্বতে তোমার জন্য একটা মন্দির গেঁথে তুলি,
যেন তোমার আবাসের নগরীতে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুলি,
সেই পবিত্র তাঁবুরই একটা সাদৃশ্য গড়ে তুলি,
যা তুমি আদি থেকে প্রস্তুত করেছিলে।
তোমারই সঙ্গে রয়েছে সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার সাধিত কাজ জানে,
যা তখনও উপস্থিত ছিল যখন তুমি জগৎ নির্মাণ করলে;
সে তো জানে তোমার দৃষ্টিতে কি কি গ্রহণীয়
ও তোমার বিধিগুলির কী কী অনুরূপ।
পবিত্র স্বর্গধাম থেকে, তোমার গৌরবের আসন থেকে তুমি তাকে পাঠাও,
সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে,
তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।
কারণ সে সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে,
আমার কাজকর্মে সে সুবুদ্ধির সঙ্গে আমাকে চালনা করবে,
তার আপন গৌরবে আমাকে রক্ষা করবে।
তাহলে আমার কাজকর্ম তোমার গ্রহণীয় হবে;
আমি তোমার জনগণকে সততার সঙ্গে বিচার করব,
আমার পিতার রাজাসনেরও যোগ্য হয়ে উঠব।
কোন্ মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানতে পারে?
কেইবা প্রভুর ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে?
মরমানুষের চিন্তাধারা তো দুর্বল,

আমাদের যত ধ্যান-ধারণাও তত সুস্থির নয়;
কারণ ক্ষয়শীল এক দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়,
মাটির এই তাঁবুও মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা।
পার্থিব বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা, আমাদের পক্ষে তা যখন যথেষ্টই কঠিন,
আমাদের নাগালে যা রয়েছে, তাও যখন শুধু কষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারি,
তখন স্বর্গীয় বিষয় কে আবিষ্কার করতে পারে?
কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে, যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক,
ঊর্ধ্ব থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে যদি না তার কাছে প্রেরণ করে থাক?
এইভাবে মর্তবাসীদের পথ সোজা করা হল,
তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল;
হ্যাঁ, প্রজ্ঞা দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পেল।'

শ্লোক প্রজ্ঞা ৯:১০,৪

℟ প্রভু, পবিত্র স্বর্গধাম থেকে, তোমার গৌরবের আসন থেকে তুমি সেই প্রজ্ঞা পাঠাও, সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে:
℣ তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।
℟ আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,
℣ তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রাথমিক তত্ত্বমালা' **২য় পুস্তক ৬:১-১২**

খ্রীষ্টের দেহধারণ মর্মসত্য

আমাদের ত্রাণকর্তা সম্বন্ধীয় যত মহা ও অপরূপ কথার মধ্যে যেটা মানবীয় বুদ্ধিকে অগাধ বিস্ময়ে বিস্মিত করে, যেটা মানুষের দুর্বল বিবেচনাশক্তি, ধারণা ও কল্পনার অতীত, সেটা হল এই বিশ্বাসের কথা যা অনুসারে ঐশমর্যাদার সেই সর্বশক্তিমান প্রতাপ, পিতার সেই প্রকৃত বাণী, পরমেশ্বরের সেই প্রজ্ঞা যাঁর দ্বারা দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছিল, এমন এক মানুষেই সীমাবদ্ধ করা হল যিনি যুদেয়ায় আবির্ভূত হলেন। একথাও বিস্ময়কর যে, পরমেশ্বরের প্রজ্ঞা নারীগর্ভে প্রবেশ করলেন, শিশুরূপে জন্ম নিলেন, শিশুর মত চিৎকারও করলেন। আবার, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন, কেননা তিনি নিজেই তো বললেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন।* অবশেষে এ কথাও আশ্চর্যজনক যে, তাঁকে এমন মৃত্যু বরণ করতে হল যা সেকালে সবচেয়ে লজ্জাকর মৃত্যু বলে পরিগণিত ছিল—যদিও তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করলেন।

তাই আমরা যখন তাঁর মধ্যে মানবীয় দুর্বলতার এমন কোন চিহ্ন দেখি যা তাঁকে অন্যান্য মরমানুষের চেয়ে ভিন্ন করে না, অথবা দিব্যই এমন কোন লক্ষণ পাই যা সর্বোত্তম আর অবর্ণনীয় ঈশ্বরত্বেরই লক্ষণ, তখন আমাদের এ ক্ষীণ মানবজ্ঞান দিশেহারা হয়ে পড়ে; আমরা তখন এতই বিস্মিত যে জানি না আর কীবা ভাবব, কোন্ দিকেই বা তাকাব। আমাদের বিচারবুদ্ধি যদি ঈশ্বরের কথা ভাবে, তাহলে একটি মরমানুষকেই দেখে। সে যদি খ্রীষ্টকে মানুষ বলেই ধরে, তাহলে দেখে যে এই মানুষ মৃত্যুর আধিপত্য ধ্বংস করেন, এবং বিজয়ের সম্পদ হাতে করে মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসেন।

সুতরাং এ মর্মসত্য গভীরতম সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গেই ধ্যান করা উচিত। মানবীয় ও ঐশ স্বরূপ, এ স্বরূপ দু'টো যে অনন্য খ্রীষ্টে সত্যি বিদ্যমান, একথা দেখাতেই হবে। অনুপযুক্ত কিছু থাকলে, তা সেই অগম্য ঐশসত্তার উপর আরোপ করতে নেই; অপরদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও মায়া বলে গণ্য করতে নেই। অন্যান্য লোকদের কাছে এসব কিছু জ্ঞাত করা বা কথায় বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের শ্রেণী, বিচারবুদ্ধি ও ভাষার ক্ষমতার অতীত। বোধ হয়, স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের নিখিল সৃষ্টিও এ রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম।

শ্লোক ফিলি ২:৬,৭; যোহন ১:২

℟ খ্রীষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;

℟ কিন্তু দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন।
℣ আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী,
℟ কিন্তু দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৩২:৬-১০,১৬,২৪-৪০

কারারুদ্ধ যেরেমিয়া আশার চিহ্নস্বরূপ আনাথোতের জমি কিনে নেন

যেরেমিয়া বললেন, 'প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: দেখ, তোমার জেঠা মশায় শাল্লুমের সন্তান হানামেল তোমার কাছে এসে একথা বলবে: আনাথোতে আমার যে জমি আছে, তা তুমি কিনে নাও, কারণ তা কিনবার জন্য মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার তোমারই।' পরে প্রভুর কথামত আমার জেঠার সন্তান হানামেল কারাবাসের প্রাঙ্গণে আমার কাছে এসে বলল, 'দোহাই আপনার, বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোতে আমার যে জমি আছে, তা আপনি কিনে নিন; কারণ উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ও মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আপনার। তাই তা কিনে নিন।' তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ প্রভুর আদেশ; তাই জেঠা মশায়ের সন্তান আনাথোৎ-নিবাসী হানামেলের কাছ থেকে জমিটা কিনলাম, ও তাকে তার মূল্য বুঝিয়ে দিলাম: সতের রুপোর শেকেল। আর ক্রয়পত্র লিখে তাতে সীল মারলাম, এবং সাক্ষীদের ডেকে সেই রুপো নিক্তিতে ওজন করে দিলাম।

নেরিয়ার সন্তান বারুককে সেই ক্রয়পত্র দেওয়ার পর আমি প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করলাম: 'দেখ, নগরী হস্তগত করার জন্য সেই সমস্ত অবরোধ-যন্ত্র ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে; এবং খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়ে এবার নগরী আক্রমণকারী কাল্‌দীয়দের হাতে পড়ে যাচ্ছে; তুমি যা বলেছিলে, তা সত্য হয়ে উঠেছে; এই যে, তুমি নিজেই তা দেখতে পাচ্ছ। অথচ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি নাকি আমাকে বলেছ: অর্থ দিয়ে সেই জমি কিনে নাও ও সাক্ষীদের ডাক; আর ইতিমধ্যে নগরী কাল্‌দীয়দের হাতে দেওয়া হচ্ছে!'

তখন প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি কাল্‌দীয়দের হাতে ও বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্‌নেজারের হাতে এই নগরী তুলে দেব, আর সে তা হস্তগত করবে। নগরীকে আক্রমণকারী এই কাল্‌দীয়েরা প্রবেশ করে তাতে আগুন লাগাবে, এবং আমাকে ক্ষুব্ধ করার জন্য যে সকল বাড়ির ছাদে লোকেরা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়িও তারা আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা ছেলেবেলা থেকে কেবল তা-ই করে আসছে; হ্যাঁ, তাদের কাজকর্ম দ্বারা ইস্রায়েল সন্তানেরা আমাকে কেবল ক্ষুব্ধই করেছে—প্রভুর উক্তি। কারণ নির্মাণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই নগরী আমার এমন ক্রোধ ও রোষের কারণ হয়ে এসেছে যে, আমি এখন আমার সামনে থেকে তা দূর করে দেব; কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা—তারা, তাদের রাজারা, নেতারা, যাজকেরা, নবীরা, যুদার লোকেরা ও যেরুসালেমের অধিবাসীরা, এরা সকলেই আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য শুধু অপকর্মই করেছে। আমার প্রতি তারা তো পিঠ ফিরিয়েছে, মুখ নয়! আর আমি তৎপর ও যত্নশীল হয়ে উপদেশ দিলেও, তারা শুনতে চায়নি, সংশোধন গ্রহণ করে নেয়নি। বরং, যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কলুষিত করার জন্য তার মধ্যে তাদের সেই সব ঘৃণ্য বস্তু দাঁড় করিয়েছে; মোলক-দেবের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাবার জন্য বেন্‌-হিন্নোম উপত্যকায় বায়াল-দেবের উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে—তা এমন কিছু, যা আমি আজ্ঞা করিনি, এমনকি তেমন জঘন্য কর্ম জারি করার কল্পনাও কখনও করিনি—এইসব কিছু তারা করেছে যেন

যুদাকে পাপ করাতে পারে।’

তাই তোমরা যে নগরী সম্বন্ধে বলে থাক, তা খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়ে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এই নগরী সম্বন্ধে এখন প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: ‘দেখ, আমি আমার ক্রোধে, রোষে ও প্রচন্ড আক্রোশে তাদের যে সকল দেশে বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল দেশ থেকে তাদের জড় করব, তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব ও তাদের ভরসাভরেই বাস করতে দেব। তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। আর আমি তাদের মঙ্গলের জন্য ও তাদের পরে তাদের সন্তানদেরও মঙ্গলের জন্য তাদের একনিষ্ঠ হৃদয় দেব, সদাচরণেও তাদের নিষ্ঠাবান করব, যেন তারা সবসময় আমাকে ভয় করতে পারে। আমি তাদের সঙ্গে এই চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করব যে, তাদের মঙ্গল করার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হব না; এবং তারা যেন আমাকে আর কখনও ত্যাগ না করে সরে যায়, আমি তাদের হৃদয়ে আমার ভয় সঞ্চার করব।’

শ্লোক যেরে ৩২:২৫,২৭,৩৬,৩৭

℟ হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি নাকি আমাকে বলেছ: অর্থ দিয়ে সেই জমি কিনে নাও ও সাক্ষীদের ডাক; আর ইতিমধ্যে নগরী কাল্‌দীয়দের হাতে দেওয়া হচ্ছে!
℣ দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে?
℟ এই নগরী সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন, দেখ, আমি সকল দেশ থেকে তাদের জড় করব, তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব ও তাদের ভরসাভরেই বাস করতে দেব।
℣ দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে?

দ্বিতীয় পাঠ - নোলার সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি **পত্র ৩৮:৩-৪,৬**

আমাদের পক্ষে খ্রীষ্ট গৌরব, সম্পদ ও রাজ্য

আদি থেকে খ্রীষ্ট তাঁর আপনজনদের মধ্যে যন্ত্রণাভোগ করে থাকেন, কেননা তিনি আদি ও অন্ত, তিনি বিধানে আবৃত ও সুসমাচারে প্রকাশিত, তিনি সেই প্রভু যিনি সবসময় অপরূপ, ধৈর্যশীল ও আপন পুণ্যজনদের মধ্যে গৌরবময়: আবেলে তিনি ভাই দ্বারা নিহত, নোয়াতে সন্তান দ্বারা অবজ্ঞাত, আব্রাহামে প্রবাসী, ইসায়াকে উৎসর্গীকৃত, যোসেফে বিক্রীত, মোশীতে নদীর জলে সমর্পিত ও বিচ্যুত, নবীদের মধ্যে পাথর ও করাত-দণ্ডে দণ্ডিত, প্রেরিতদূতদের মধ্যে পৃথিবী ও সমুদ্র জুড়ে বিক্ষিপ্ত, ও ধন্য সাক্ষ্যমরদের বহু ও বিবিধ নিপীড়নের মধ্যে বারবার নিহত।

সুতরাং তিনিই এখনও আমাদের দুর্বলতা ও অসুস্থতা বহন করে থাকেন, কারণ তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের জন্য অবিরতই যন্ত্রণায় উপনীত, ও সেই অসুস্থতা সহ্য করতে সক্ষম, যে অসুস্থতা আমরা তাঁর সহায়তায় ছাড়া সহ্য করতে অক্ষম। তিনিই এখনও আমাদের জন্য ও আমাদের মধ্যে বিশ্ব বহন করে থাকেন, যাতে অমঙ্গল সহ্য করায় অমঙ্গল ধ্বংস করতে পারেন ও দুর্বলতায় শক্তির সিদ্ধি ঘটাতে পারেন। তিনি নিজেই তোমার মধ্যে দুর্নাম ভোগ করেন, ও তোমার মধ্যে তাঁকেই এজগৎ ঘৃণা করে।

আমরা কিন্তু এসো, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ প্রভু তখনই গৌরবান্বিত যখন বিচারিত, ও যেমন লেখা আছে, নিজেকে দাস করায়ই তিনি আমাদের মধ্যে বিজয়ী, ও নিজ দাসদের জন্য স্বাধীনতার অনুগ্রহ অর্জন করেন। তিনি তেমনটি করেছেন তাঁর সেই রহস্যময় ভালবাসার খাতিরে, যে জন্য তিনি নিজেকে দাস করলেন ও ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জন্য নমিত করতে কুণ্ঠিত হননি, যাতে দৃশ্য অবমাননার মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়ে সেই স্বর্গীয় উন্নয়ন সাধন করতে পারেন যা আমাদের পক্ষে অদৃশ্য। ভেবে দেখ আদি থেকে আমরা কোথায়ই বা পতিত হয়েছিলাম, তবেই উপলব্ধি করবে যে, দিব্য প্রজ্ঞার ইচ্ছা গুণে ও তাঁর ভালবাসা গুণেই আমরা জীবনের কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি। আদমে আমরা গর্বের কারণে পতিত হয়েছিলাম, ফলে খ্রীষ্টে অবনমিত হয়েছি যাতে বাধ্যতার মধ্য দিয়ে প্রাচীন দণ্ড মুছিয়ে দিতে পারি; আরও, আমরা যখন গর্ব দ্বারা ঈশ্বরকে অপমান করেছিলাম, তখন যেন সেবা করায় তাঁকে প্রসন্ন করতে পারি।

সুতরাং এসো, তাঁকে নিয়ে উল্লাস করি ও গর্ব করি, কেননা *সাহস ধর: আমি জগৎকে জয় করেছি* এ বাণী বলে তিনি আমাদের তাঁর নিজের সংগ্রাম ও বিজয়ের অংশীদার করে তুলেছেন। নিত্য বিজয়ী হওয়ায় এবার তিনি আমাদের জন্য সংগ্রাম করবেন ও আমাদের মধ্যে জয়লাভ করবেন। আর তখন অন্ধকারের অধিপতি বহিষ্কৃত হবে—এজগৎ থেকে নয়, মানুষের অন্তর থেকেই বহিষ্কৃত হবে। আমাদের অন্তরে বিশ্বাস প্রবেশ করলেই সে সেই খ্রীষ্টের জন্য স্থান দিতে বাধ্য হবে, যাঁর উপস্থিতি পাপ দূর করে দেয় ও পরাজিত সাপকে প্রবাসী করে।

তাই সুবক্তাদের থাকুক যত শিক্ষা, দার্শনিকদের থাকুক যত প্রজ্ঞা, ধনীদের থাকুক যত ধন, রাজাদের থাকুক যত রাজ্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টই আমাদের গৌরব, আমাদের সম্পদ, আমাদের রাজ্য! আমাদের পক্ষে প্রজ্ঞা বাণীপ্রচারের মূর্খতায় স্থিত, শক্তি আমাদের দৈহিক দুর্বলতায় নিহিত, আমাদের গৌরব সেই ক্রুশের স্খলনেই স্থাপিত, যে *ক্রুশ দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ যেন* ঈশ্বরেই জীবিত হতে পারি; উপরন্তু *এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।*

শ্লোক ইসা ৪৯:২২,২৬; যোহন ৮:২৮

প্ দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব, জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব।
উ তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।
প্ তোমরা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমিই আছি।
উ তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ১০:১–১১:৪

প্রজ্ঞাই হয়েছিল কুলপতিদের পরিত্রাণ

জগতের পিতাকে যখন প্রথম গড়া হয়,
তখন তাকে প্রজ্ঞাই রক্ষা করল,
ও তার পতন থেকে প্রজ্ঞাই তাকে উদ্ধার করল,
আর সেইসঙ্গে তাকে সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করার শক্তি দিল।
কিন্তু অধর্মময় একজন যখন নিজ ক্রোধে প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করল,
তখন নিজ ভ্রাতৃঘাতী রোষে বিনষ্ট হল।
তার কারণে যখন পৃথিবী জলে ডুবে গেল, তখন আবার প্রজ্ঞাই তা পরিত্রাণ করল,
সে সেই ধার্মিককে সামান্য একটা কাষ্ঠের মধ্য দিয়ে চালিত করল।
অপকর্মে পরস্পর-সহযোগিতার ফলে সমস্ত জাতি যখন এলোমেলো অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল,
প্রজ্ঞাই তখন সেই ধার্মিককে চিনল, ঈশ্বরের সামনে তাকে কলঙ্কমুক্ত করে রাখল,
ও সন্তানের প্রতি তার মমতা সত্ত্বেও তাকে দৃঢ়মনা করে তুলল।
সেই ভক্তিহীনদের বিনাশ ঘটতে ঘটতে সে তখন সেই ধার্মিককে নিস্তার করল,
যখন সে সেই পাঁচ শহরের উপরে পড়া আগুন থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।
সেই অপকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যরূপে
এখনও এমন দেশ রয়েছে, যা উৎসন্ন, ধূমায়মান দেশ,
সেই দেশের গাছ এমন ফল উৎপন্ন করে, যা কখনও পাকে না;
অবিশ্বাসী একটা প্রাণের স্মৃতিচিহ্ন রূপে সেখানে লবণের একটা স্তম্ভও দাঁড়ায়।
কেননা প্রজ্ঞার পথ ত্যাগ করার ফলে

তারা যে শুধু মঙ্গল না জানবার ক্ষতি ভোগ করল এমন নয়,
জীবিতদের কাছে নির্বুদ্ধিতার একটা স্মৃতিচিহ্নও রেখে গেল,
যেন তাদের অপরাধ গুপ্ত না থাকে।
কিন্তু প্রজ্ঞা তার আপন ভক্তদের যত সঙ্কট থেকে নিস্তার করল।
সেই ধার্মিক মানুষ আপন ভাইয়ের ক্রোধ থেকে পলাতক হওয়ার সময়ে
প্রজ্ঞা তাকে ন্যায় পথে চালনা করল,
তাকে দেখাল ঈশ্বরের রাজ্য,
তাকে দিল পবিত্র যত বিষয়ের জ্ঞান,
তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিল,
বাড়িয়ে দিল তার শ্রমের ফল;
তার বিরোধীদের কৃপণতার বিরুদ্ধে সে তার পাশে দাঁড়াল,
তাকে ধনবান করে তুলল;
শত্রুদের হাত থেকে তাকে রেহাই দিল,
সেই শত্রুদের পাতা ফাঁদ থেকে তাকে রক্ষা করল,
কঠোর লড়াইতে তাকে জয়ভূষিত করল,
যেন সে একথা জানতে পারে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।
সে সেই বিক্রীত ধার্মিককে একা ফেলে রাখল না,
বরং পাপ থেকে তাকে নিস্তার করল;
তার সঙ্গে সেও সেই গহ্বরে নেমে গেল,
তার শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাকে একা ফেলে রাখল না,
যতদিন না তার জন্য একটা রাজদণ্ড
ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল;
তাতে তার অভিযোক্তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত করল
আর তাকে দিল চিরন্তন গৌরব।
প্রজ্ঞাই পুণ্য একটি জনগণকে, কলঙ্কমুক্তই এক বংশকে
অত্যাচারী এক দেশ থেকে নিস্তার করল;
প্রভুর এক সেবকের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
সে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারা ভয়ঙ্কর রাজাদের প্রতিরোধ করল;
পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো;
বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।
তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু;
একসুরে করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল,
শিশুর জিহ্বা বাক্পটু করল।
পবিত্র এক নবীর মধ্য দিয়ে সে তাদের কর্ম সাফল্যমণ্ডিত করল:

তারা জনশূন্য প্রান্তর পার হয়ে
অগম্য মরুভূমিতে তাঁবু বসাল।
বিরোধীদের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াল, শত্রুদের দূরে রাখল।
পিপাসিত হলে তারা তোমাকেই ডাকল,
তখন খাড়া শৈল থেকে তাদের জল দেওয়া হল,
হ্যাঁ, কঠিন এক পাথর থেকে নির্গত হল তাদের পিপাসার প্রতিকার।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১০:১৭,১৮,১৯

℟ প্রভু পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল, অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
℣ দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়, রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো।
℟ বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা, কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত করলেন।
℣ দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়, রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **বিবিধ ২১:১-৩**

এ তো সাধুতার পথ:
ইহলোকে ক্ষণিকের মত কষ্টভোগ করা
যাতে চিরকাল ধরে আনন্দ করা যেতে পারে

প্রভু *ধার্মিককে ন্যায় পথে চালনা করলেন, তাকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য, তাকে দিলেন পবিত্রজনদের জ্ঞান, তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিলেন, বাড়িয়ে দিলেন তার শ্রমের ফল।* এখানে এমন ধার্মিকের কথা বলা হয়, যে ধার্মিক অধ্যায়ের শুরু থেকে নিজেকে অভিযুক্ত করে; তবু সেও ধার্মিক, যে বিশ্বাসে জীবনযাপন করে, আর সেও ধার্মিক, যে ইতিমধ্যে ভয় দূর করে দিয়েছে। প্রথমজন অবশ্যই ভাল, কেননা প্রকৃত পথে চলতে শুরু করেছে; দ্বিতীয়জন আরও ভাল, কেননা সেই পথে ছুটেই চলে; তৃতীয়জন উত্তম, কেননা পথের শেষপ্রান্তে এগিয়ে গেছে।

প্রভু *ধার্মিককে ন্যায় পথে চালনা করলেন:* প্রভুর পথ সরল, সুন্দর, সমতল পথ, ও সেই পথে বহু পথিক আছে। সেই পথ আঁকাবাঁকা নয়, কেননা জীবনই সেই পথের গন্তব্য স্থান; সেই পথ সুন্দর, সেই পথে ময়লা নেই, কেননা সেই পথ শুচিতা শেখায়; সেই পথে বহু পথিক আছে, কেননা ইতিমধ্যে সারা জগৎ খ্রীষ্টের জালে প্রবেশ করেছে; সেই পথ সমতল ও সেই পথে স্খলন ঘটাবার মত কিছুই নেই, কেননা সেই পথ কোমলতা এনে দেয়। বস্তুত খ্রীষ্টের জোয়াল সুবহ ও তাঁর বোঝা লঘুভার।

প্রভু *তাকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য:* ঈশ্বরের রাজ্য ইতিমধ্যে প্রদত্ত, প্রতিশ্রুত, প্রদর্শিত ও গৃহীত। সেই রাজ্য পূর্বনিরূপণে প্রদত্ত, আহ্বানে প্রতিশ্রুত, ধর্মময়তা দানে প্রদর্শিত, গৌরবলাভে গৃহীত। এজন্য লেখা আছে, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, রাজ্য উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* আর প্রেরিতদূত একথা বলেন, *ঈশ্বর আগে থেকে যাদের নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও প্রতিপন্ন করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।* পূর্বনিরূপণে অনুগ্রহই প্রকাশিত, আহ্বানে পরাক্রম, ধর্মময়তা দানে আনন্দ, গৌরবলাভে মহিমা।

প্রভু *তাকে দিলেন পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান:* পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান বলতে এ ধারণা বোঝায় যে, ইহলোকে আমাদের ক্ষণিকের মত কষ্টভোগ করতে হবে যেন চিরকাল ধরে আনন্দ করতে পারি। অপর দিকে দুর্জনদের জ্ঞান হল সংসারের সেই প্রজ্ঞা যা অসার শিক্ষা দেয়, মাংসের সেই প্রজ্ঞা যা দৈহিক কামনা-বাসনা শেখায়।

প্রভু *তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিলেন:* আমাদের পরিশ্রমে কি আমাদেরও সফলতা দেওয়া হয় না, যখন যা কিছু করি, তা ঐক্যেই সাধিত ও আমাদের মধ্যে প্রভুর ঘৃণার পাত্র সেই দুই বাটখারা ও সেই দুই মাপকাঠি নেই? আমাদের ধিক্, যদি এমন কিছুতে আনন্দ পেতাম যা খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টের উদ্দেশে সাধিত নয়!

প্রভু *বাড়িয়ে দিলেন তার শ্রমের ফল:* ইহলোকে সেই ফল অধ্যবসায়ে বৃদ্ধি পায়, যাতে আমরা শেষ পর্যন্ত ধর্মময়তায় স্থিতমূল থাকি; ঊর্ধ্বলোকে সেই ফল গৌরবে বৃদ্ধি পায়, যাতে আমরা চিরকাল ধরে আনন্দ করতে পারি। ইহলোক ঊর্ধ্বলোক উভয়ই উত্তম স্থান, কেননা ধার্মিক ইহলোকে দীর্ঘায়ু হয়ে মৃত্যু বরণ ক'রে ঊর্ধ্বলোকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে জন্মলাভ করে, সুতরাং এখানে ওখানে সে নিত্যই পরিপূর্ণ: এখানে অনুগ্রহে, ওখানে গৌরবেই পরিপূর্ণ, কেননা প্রভু *অনুগ্রহ দান করেন, দান করেন গৌরব।* আমেন।

শ্লোক সিরা ১৭:৭,৮; লুক ৯:২ দ্রঃ

℣ প্রভু সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দানে তাদের অন্তর পূর্ণ করলেন;
℟ তাদের দেখালেন কি ভাল আর কি মন্দ, ও তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন, যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন।
℣ যীশু ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করলেন;
℟ তাদের দেখালেন কি ভাল আর কি মন্দ, ও তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন, যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৩০:১৮–৩১:৯

ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব;
তার আবাসের প্রতি করুণা দেখাব।
নগরী নিজের ধ্বংসস্তূপের উপরে পুনর্নির্মিত হবে,
রাজপুরীও পুনর্নির্মিত হবে তার প্রকৃত স্থানে।
সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর;
আমি তাদের বংশবৃদ্ধি করব, তারা হ্রাস পাবে না;
আমি তাদের সম্মানের পাত্র করব, তারা আর অবনমিত হবে না;
তাদের সন্তানেরা আগের মতই হবে,
তাদের জনমণ্ডলী আমার সামনে হবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত;
কিন্তু তাদের বিরোধীদের আমি শাস্তি দেব।
তাদের নেতা তাদেরই মধ্যে একজন হবেন;
তাদেরই মধ্য থেকে উৎপন্ন এক ব্যক্তি হবেন তাদের শাসনকর্তা।
আমি তাঁকে কাছে আনব, আর তিনি আমার কাছে আসবেন;
কেননা সে কে যে আমার কাছে আসবার জন্য নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেবে?
—প্রভুর উক্তি—
তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।
দেখ, প্রভুর ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড ক্রোধে বইবে!
—প্রচণ্ডই এক ঝঞ্ঝা, যা দুর্জনদের মাথায় নেমে পড়বে!
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত হবে না,
যতদিন না তিনি নিজের মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ ও সফল করেন!
অন্তিম দিনগুলিতেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।'

প্রভু একথা বলছেন :
‘সেসময়ে আমি হব ইস্রায়েলের সকল গোত্রের আপন পরমেশ্বর,
আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।’
প্রভু একথা বলছেন :
‘যে জনগণ খড়্গা থেকে রেহাই পেয়েছে,
তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে;
ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।’
দূর থেকে প্রভু আমাকে দেখা দিয়েছেন :
‘চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই
আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।
আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।
তুমি আবার হবে তোমার খঞ্জনিতে বিভূষিতা,
উৎসবমুখর জনতার মাঝে নেচে নেচে এগিয়ে চলবে।
সামারিয়ার পর্বতমালায় তুমি আবার আঙুরগাছ পুঁতবে,
যারা পুঁতবে, তারা পুঁতবার পর ফল ভোগ করবে।
এমন দিন আসবে,
যে দিন এফ্রাইমের পর্বতে পর্বতে প্রহরীরা চিৎকার করে বলবে :
ওঠ, চল, আমরা সিয়োনে যাই,
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে যাই!’
কেননা প্রভু একথা বলছেন :
‘যাকোবের জন্য তোমরা সানন্দে চিৎকার কর,
সর্বদেশের মধ্যে প্রধান যে দেশ তার উদ্দেশে উচ্চধ্বনি তোল,
ঘোষণা কর, প্রশংসাবাদ কর, চিৎকার করে বল :
প্রভু তাঁর আপন জনগণকে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশকে ত্রাণ করেছেন।’
দেখ, আমি উত্তর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনছি,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তাদের জড় করছি;
তাদের মধ্যে রয়েছে অন্ধ ও খোঁড়া, গর্ভবতী ও প্রসবিনী,
—বিপুল জনতা হয়ে তারা একসঙ্গে এখানে ফিরে আসবে।
তারা ফিরে আসবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে,
তারা প্রার্থনা করতে করতেই আমি তাদের ফিরিয়ে আনব;
আমি তাদের জলস্রোতের ধারে চালনা করব,
এমন সরল পথ দিয়ে তাদের চালনা করব,
যে পথে তারা হোঁচট খাবে না;
কেননা ইস্রায়েলের পক্ষে আমি পিতা,
এফ্রাইম আমার প্রথমজাত পুত্র।

শ্লোক যেরে ৩০:১৮,১৯; ৩১:১

℟ প্রভু একথা বলছেন : দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব; নগরী নিজের ধ্বংসস্তূপের উপরে পুনর্নির্মিত হবে, রাজপুরীও পুনর্নির্মিত হবে তার প্রকৃত স্থানে।
℣ সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর।
℟ প্রভু একথা বলছেন : সেসময়ে আমি হব ইস্রায়েলের সকল গোত্রের আপন পরমেশ্বর, আর তারা হবে

আমার আপন জনগণ।
℟ সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ১

আমাদের নবায়ন খ্রীষ্টেই সাধিত হয়েছে

সমস্ত কিছু খ্রীষ্টে নবায়িত হল। একথা সপ্রমাণ করে পরমধন্য পল লেখেন: *কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে।* যারা নতুন জীবনে তথা আত্মায় জীবনে আহূত হয়েছে, তাদের কাছে তিনি এ কথাও লেখেন: *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।*

আমরা আসলে পবিত্রীকরণ দ্বারা খ্রীষ্টে নবায়িত হয়েছি; তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যে সেই স্বরূপেরই প্রাচীন সৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি যা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে যিনি আমাদের গড়লেন; তাছাড়া জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে আমাদের কেমন যেন প্রাথমিক যত বিষয় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে: পাপ ও দুষ্কর্মের যত কুঅভ্যাস ত্যাগ করে আমরা ভুলভ্রান্তির কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত সেই পুরনো মানুষ ফেলে সেই নতুন মানুষ পরিধান করেছি, যে মানুষ তাঁরই প্রতিমূর্তিতে নবায়িত যিনি স্বয়ং তাকে গড়লেন। খ্রীষ্টেই তো সাধিত হল সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাকে নবসৃষ্টিও বলে। তেমন নবসৃষ্টি আমরা ক্ষয়শীল বীজ থেকে নয়, জীবনময় ও সনাতন ঈশ্বরের বাণী থেকেই পেয়েছি।

সুতরাং এই যে জনগণ জগতের চারদিক থেকে একত্রিত ও আমার নিজের নাম অনুসারে অভিহিত, অন্য কেউ নয়, আমি নিজে আমার নিজের গৌরবার্থেই তাদের সৃষ্টি, গঠন ও নির্মাণ করেছি। তবে পিতা ঈশ্বরের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে তা কেবল পুত্রেরই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিধেয়, যেহেতু তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যেই পিতা মহিমান্বিত, যেমন তিনি নিজে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, *আমি তোমাকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেছি।* এতে তাঁর বিশ্বাসী আমরা অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে অবগত যে, মানুষ তাঁর দ্বারাই গড়া হয়েছে যেন তাঁর সমরূপ হয়ে উঠে অন্তরাত্মায় ঐশস্বরূপের জ্যোতিপ্রদ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। এধরনের কথা সামসঙ্গীতের রচয়িতাও বললেন, *ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে, তবে নবসৃষ্ট এক জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে।* তাছাড়া যখন তিনি বলেন, *আমি অন্ধ এক জাতিকে বের করে আনলাম,* তখন স্পষ্টভাবে তাঁর পরাক্রমের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, যা কোন কথা বোঝাতে পারে না, বরং যা সত্যিই চমৎকার। কেননা যাদের মন ও হৃদয় একসময় শয়তানের শঠতায় ও ভুলভ্রান্তির তমসায় চারদিকে আবিষ্ট ছিল, তাদের তিনি দীপ্তিময় করে তুললেন ও প্রভাতী তারা রূপেই যেন তাদের উপর আলো বিকিরণ করলেন; হ্যাঁ, তাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য বলে উদিত হয়ে তিনি তাদের রাত্রির ও অন্ধকারের সন্তান নয়, বরং—প্রজ্ঞাপূর্ণ পলের বর্ণনা অনুসারে—আলো ও দিনেরই সন্তান করলেন। তাতে তিনি যে অন্ধ এক জাতিকে বের করে আনলেন, একথা কোন মর্তবাসীর কাছে অজানা নয়।

ভুলভ্রান্তির সময়ে তারা যেমন ঘন ও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তেমনি তাদের স্বরূপ পুনরায় উদ্ভাসিত হল ও অলৌকিকভাবে শুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, ধন্য পল যা লিখলেন, তা সত্য: *যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল।*

শ্লোক রো ৭:৬; ৫:৫

℣ এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি
℟ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।
℣ ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে,
℟ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ১১:২০খ–১২:২,১১খ-১৯

ঈশ্বরের দয়া ও ধৈর্য

প্রভু, তুমি পরিমাপ, সূক্ষ্ম হিসাব ও ওজন অনুসারে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করলে।
বল প্রয়োগে জয়ী হওয়া তোমার পক্ষে সততই সাধ্য ;
তোমার বাহুর প্রতাপ কেইবা প্রতিরোধ করতে পারবে?
তোমার সামনে সমগ্র জগৎ তো তুলাদণ্ডে ধুলারই মত,
মাটিতে পড়া প্রাতঃকালীন শিশির-বিন্দুর মত।
অথচ তুমি সকলের প্রতি দয়াময়, কারণ তোমার পক্ষে সবই সাধ্য ;
তুমি মানুষের পাপ দেখেও দেখ না, সে যেন অনুতাপ করে।
কেননা যা কিছু আছে, তুমি সেইসব ভালবাস ;
যা কিছু গড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কর না ;
যেহেতু কোন কিছুর প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকত, তা তুমি গড়তে না!
তুমি ইচ্ছা না করলে কেমন করেই বা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে?
অস্তিত্বের উদ্দেশে তোমার আহ্বান না থাকলে তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে?
তুমি বরং সব কিছু বাঁচাও, কারণ, হে জীবনপ্রেমী প্রভু, সবই তোমার ;
কারণ তোমার অক্ষয়শীল আত্মা সবকিছুতে বিদ্যমান।
এজন্য তুমি ধাপে ধাপেই অপরাধীদের শাস্তি দাও,
তাদের পাপ তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েই তাদের ভর্ৎসনা কর,
যেন অপকর্ম ত্যাগ করে তারা তোমাতেই, প্রভু, আস্থা রাখে।
তুমি কারও ভয়েই যে তাদের পাপ অদণ্ডিত রাখছিলে, এমন নয়!
বস্তুত কেইবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে, ‘আপনি কী করলেন?’
আর কেইবা তোমার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?
তোমারই গড়া জাতিগুলোর বিনাশের জন্য কেইবা তোমাকে অভিযুক্ত করতে সাহস করবে?
অধার্মিক মানুষদের পক্ষসমর্থক রূপে কেইবা তোমার বিরুদ্ধে বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে পারবে?
কেননা তুমি ছাড়া এমন আর কোন দেবতা নেই যে সবকিছুর প্রতি যত্ন দেখাবে,
যার কাছে তোমাকে দেখাতে হবে যে, তোমার বিচার অন্যায়-বিচার নয়।
যাদের তুমি শাস্তি দিয়েছ, তাদের পক্ষ সমর্থনে
এমন রাজাও নেই, জননেতাও নেই, যে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।
ন্যায্য হওয়ায় তুমি তো ন্যায়-নীতিতেই সবকিছু শাসন কর,
এবং শাস্তির যোগ্য নয় এমন মানুষকে দণ্ডিত করা,
এমন ব্যবহার তুমি তো তোমার পরাক্রমের সম্পূর্ণ অসঙ্গত ব্যবহার বলে গণ্য কর।
কারণ তোমার শক্তি ধর্মময়তার উৎস,
তোমার সার্বজনীন কর্তৃত্ব তোমাকে সকলের প্রতি মমতাপূর্ণ করে।
তুমি তো তোমার প্রতাপ তখনই দেখাও, যখন তোমার সার্বিক পরাক্রমে বিশ্বাস রাখা হয় না ;
যারা স্পর্ধা জানে, তাদেরই বেলায় তুমি সেই স্পর্ধা নমিত কর।
শক্তি সংযত রেখে তুমি তো বরং কোমলতার সঙ্গেই বিচার কর,
মহা মমতার সঙ্গেই আমাদের শাসন কর,
কারণ তুমি এমনি ইচ্ছা করলে, আর তখনই তোমার প্রতাপ উপস্থিত!
তেমন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার জনগণকে একথায় উদ্বুদ্ধ করলে যে,
ধার্মিকজনকে মানবপ্রেমিক হতে হবে ;

তোমার সন্তানদের তুমি এই মধুর আশায়ও পূর্ণ করলে যে,
পাপের পরে তুমি অনুতাপ মঞ্জুর কর।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১১:২৩,২৪,২৬; সিরা ৩৬:১ দ্রঃ

প্র হে প্রভু, তুমি সকলের প্রতি দয়াময়, ও যা কিছু গড়েছ, সেগুলোর কিছুই ঘৃণা কর না। তুমি মানুষের পাপ দেখেও দেখ না, সে যেন অনুতাপ করে,
উ কারণ তুমি আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।
প্র প্রভু, আমাদের দয়া কর, চেয়ে দেখ; তোমার দয়ার আলো সঞ্চার কর,
উ কারণ তুমি আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

দ্বিতীয় পাঠ - সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা-লিখিত 'ঐশ তত্ত্বাবধানের সংলাপ' ১৩৫

মানুষের প্রতি ঐশ তত্ত্বাবধানের ভাবনা

সনাতন পিতা অনির্বচনীয় মঙ্গলময়তায় আপন প্রসন্নতার চোখ আমার প্রাণের দিকে তুলে বললেন: হে আমার প্রিয়তমা কন্যা, আমি সবকিছুতেই জগতের কাছে দয়া দেখাতে সঙ্কল্প নিয়েছি, ও সমস্ত প্রয়োজনে মানুষের তত্ত্বাবধান করতে চাই। কিন্তু আমি জীবনের উদ্দেশে যা যা দান করি, অজ্ঞ মানুষ তা মৃত্যুতে পরিণত করে, আর এভাবে সে নিজের প্রতি নির্মমতা দেখায়; অথচ আমি সবসময় তত্ত্বাবধান করে থাকি। এজন্য আমার ইচ্ছাই যেন তুমি জানতে পার যে, আমি মানুষকে যা কিছু দান করি, তা সর্বোত্তম তত্ত্বাবধান থেকে উদ্গত।

যখন আমি তত্ত্বাবধানের সঙ্গে তাকে সৃষ্টি করেছি, তখন আমার নিজের মধ্যে তাকিয়ে আমি আমার সৃষ্টজীবের সৌন্দর্যে আসক্ত হলাম, কেননা আমি ইচ্ছা করেছিলাম, মহা তত্ত্বাবধানের সঙ্গে তাকে আমার প্রতিমূর্তিতে, আমার সাদৃশ্যেই সৃষ্টি করব; এজন্য তাকে স্মরণশক্তি দিলাম যাতে সে আমার সমস্ত উপকার স্মরণে রাখতে পারে; আমার ইচ্ছা ছিল, সনাতন পিতা যে আমি, সে আমার প্রভাবের অংশীদার হবে।

উপরন্তু তাকে বুদ্ধি দিলাম, যাতে আমার পুত্রের প্রজ্ঞা দ্বারা সে আমার ইচ্ছা জানতে ও বুঝতে পারে, কারণ আমি উদ্দীপ্ত পিতৃস্নেহে সকল অনুগ্রহ বিতরণ করে থাকি। এবং তাকে পবিত্র আত্মার প্রসন্নতার অংশী করে আমি তাকে ভালবাসার প্রেরণাও দান করলাম, বুদ্ধি যা কিছু জানে ও দেখে, সে যেন তা ভালবাসতে পারে।

এ সমস্ত কিছু করায় আমার মধুর তত্ত্বাবধানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন আমার চিরন্তন দর্শনলাভে সর্বোচ্চ আনন্দে আমাকে উপলব্ধি ও আস্বাদন করতে পারে। আমি আগেও তোমাকে একথা বলেছিলাম যে, তোমাদের আদিপিতা আদমের অবাধ্যতার ফলে স্বর্গ তোমাদের জন্য বন্ধ ছিল, আর সেই অবাধ্যতা থেকে সমস্ত অমঙ্গল সারা বিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত হল।

তাই তার অবাধ্যতা-জনিত মৃত্যু মানুষ থেকে দূর করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি মহাপ্রসন্নতার সঙ্গে ব্যবস্থা করে তোমাদের কাছে আমার একমাত্র পুত্রকে মহা তত্ত্বাবধানের সঙ্গে অর্পণ করলাম, যাতে তিনি তোমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। তাঁর উপর মহা বাধ্যতার ভার চেপে দিলাম, যেন মানবজাতি সেই বিষ থেকে মুক্তি পায়, যে বিষ তোমাদের আদিপিতার অবাধ্যতা থেকে সারা বিশ্বের উপর বর্ষিত হয়েছিল। তাই তিনি ভালবাসায় আকর্ষিত হয়ে ও প্রকৃতই বাধ্য হয়ে খুবই দ্রুত পদক্ষেপে জঘন্য ক্রুশমৃত্যুর দিকে ছুটলেন, এবং তাঁর পবিত্রতম মৃত্যু দ্বারা—তাঁর মানবতা গুণে নয়, তাঁর ঈশ্বরত্বেরই প্রভাবে তোমাদের কাছে জীবন ফিরিয়ে দিলেন।

শ্লোক সাম ১৭:৮,৭

প্র চোখের মণির মতই আমাকে রক্ষা কর, প্রভু,
উ তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখ।
প্র দেখাও তোমার কৃপা কত অপরূপ, তুমি যে তোমার ডান হাতের আশ্রয়ীর পরিত্রাতা;
উ তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখ।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৩১:১৫-২২,২৭-৩৪

পরিত্রাণ ও নতুন সন্ধি-সংবাদ

প্রভু একথা বলছেন:
‘রামায় শোনা গেল এক সুর—বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর।
রাখেল নিজ সন্তানদের জন্য কাঁদছে;
কোন সান্ত্বনা মানছে না, কারণ তারা আর নেই!’
প্রভু একথা বলছেন:
‘তোমার বিলাপ, তোমার চোখের জল সংযত রাখ,
কারণ তোমার শ্রমের জন্য একটা মজুরি আছেই—প্রভুর উক্তি—
তারা শত্রুদেশ থেকে ফিরে আসবে।
তোমার ভবিষ্যতের একটা আশা আছেই—প্রভুর উক্তি—
তোমার সন্তানেরা তাদের আপন অঞ্চলে ফিরে আসবে।
আমি তো শুনেইছি এফ্রাইমের খেদের এই কথা:
তুমি আমাকে শাস্তি দিয়েছ, আর আমি সেই শাস্তি ভোগ করেছি,
—দমিত নয় এমন একটা বাছুরের মত!
আমাকে ফিরিয়ে আন, তবে আমি ফিরে আসব,
তুমিই যে আমার পরমেশ্বর প্রভু।
পথভ্রষ্ট হওয়ার পর আমি তো করেছি অনুতাপ,
আমার চেতনা হওয়ার পর আমি তো চাপড়িয়েছি বুক।
লজ্জা বোধ করেছি, আমি এখন নিতান্ত বিষণ্ন,
আমি যে আমার যৌবনকালের সেই দুর্নাম বহন করছি!
এফ্রাইম কি আমার প্রিয় সন্তান নয়?
সে কি আমার প্রীতিভাজন বালক নয়?
হ্যাঁ, তাকে যত ভর্ৎসনা করেছি,
আমার কাছে তত উজ্জ্বল হল তার স্মরণ!
এজন্য আমার অন্তর তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে,
তার প্রতি আমার স্নেহ গভীর।’ প্রভুর উক্তি।
তুমি জায়গায় জায়গায় পথের চিহ্ন রাখ,
নির্দেশ-স্তম্ভ স্থাপন কর,
যে পথে চলেছ, সেই রাস্তায় মন নিবদ্ধ রাখ।
হে ইস্রায়েল-কুমারী, ফিরে এসো,
তোমার এই সকল শহরে ফিরে এসো।
হে বিদ্রোহিণী কন্যা,
আর কতকাল অস্থির হয়ে চলবে?
কেননা প্রভু পৃথিবীতে নবীন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন:
নারীই নরকে ঘিরে রাখবে।

প্রভু একথা বলছেন, ‘দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি মানুষ ও গবাদি পশুর বীজ দ্বারা ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলকে উর্বর করব। আর যেমন আমি উৎপাটন ও ভাঙন, নিপাত ও বিনাশের জন্য তাদের উপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখলাম, তেমনি গাঁথা ও রোপণের জন্যও তাদের উপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখব।’ প্রভুর উক্তি। ‘সেই

দিনগুলিতে কেউই আর বলবে না :

পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে
ছেলেদেরই দাঁত টকেছে।

বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ শঠতার কারণে মৃত্যু ভোগ করবে ; যে কেউ অম্ল আঙুররস খাবে, তারই দাঁত টকবে।

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম, তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম, এই সন্ধি সেই অনুসারে নয় ; আমি তাদের প্রভু হলেও তারা আমার সেই সন্ধি লঙ্ঘন করল—প্রভুর উক্তি। এটি হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব—প্রভুর উক্তি : আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার নির্দেশগুলি রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। "তোমরা প্রভুকে জানতে শেখ!" একথা ব'লে আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হবে না, কারণ তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে—প্রভুর উক্তি—কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব, তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না।'

শ্লোক সাম ৫১:১২,১১

℟ আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর,
℣ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
℟ আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ, আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল,
℣ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৪র্থ পুস্তক ১**

পুত্র ও প্রভু হওয়ায়
খ্রীষ্ট হলেন নবসন্ধির সাধনকর্তা

শাস্ত্রে লেখা রয়েছে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আত্মপ্রকাশ করেছেন, ও তাঁর দ্বারা পথভ্রষ্টদের মেষপাল বিশ্বাসের হাতে ধরা পড়ে অনুগ্রহের দিকে চালিত হল। কেননা তিনি ছিলেন সর্বজাতির সেই অপেক্ষিত, যাঁর দ্বারা পিতা ঈশ্বর তাদেরই সত্য-জ্যোতিতে আকর্ষণ করলেন যাদের হৃদয় ও মন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ রহস্য তিনি স্বল্প কথায় আমাদের কাছে ব্যক্ত করে বললেন, *আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি, আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরেছি ; তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের, ও যারা অন্ধকারে বাস করে, কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য।*

বস্তুতপক্ষে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বর দ্বারা সেই ইস্রায়েলীয়দের সন্ধিস্বরূপ হতে নিযুক্ত হয়েছেন যারা দেহ অনুসারে তাঁর নিজের বংশধর ; আবার, ঈশ্বর নবীর মধ্য দিয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি সপ্রমাণ করে বলেছিলেন, *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন*

আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম, তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম, এই সন্ধি সেই অনুসারে নয়।

মোশী আবেদনকারী হওয়ায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলোর সেবক ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্র ও প্রভু হওয়ায় নতুন সন্ধির সাধনকর্তা হলেন ; সন্ধি এ অর্থেই নতুন, কেননা পুণ্যজীবনের নবীনতায় ফিরিয়ে আনে, মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, ও সুসমাচার অনুযায়ী জীবনধারণের মধ্য দিয়ে তাকে উত্তম ও প্রকৃত উপাসক করে তোলে। কেননা *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই*

তাদের উপাসনা করতে হয়। এজন্য খ্রীষ্টকে জনগণের সন্ধিস্বরূপ ও জাতিগুলোর আলোস্বরূপ করে নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে তিনি অন্ধদের চোখ খুলে দেন ও বন্দিদের শেকল থেকে মুক্ত করে বের করে আনেন; কেননা দুর্জনদের অধিপতি ও মাথা সেই শয়তান জাতিগুলোর হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল: *তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে।*

কিন্তু যিনি প্রকৃত আলো, সেই খ্রীষ্ট বোধগম্য প্রভাতী তারার মত ও ধর্মময়তার সূর্যের মত উদিত হলেন: শয়তানের ভুলভ্রান্তির যে অন্ধকার পৃথিবীর বাসিন্দাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন করছিল, সত্যকার ঈশ্বরজ্ঞানের আলো বিকিরণ করে তিনি সেই অন্ধকার ঘুচিয়ে দিলেন, ও যারা নিজেদের অপরাধের অপরিহার্য বেড়িতে আবদ্ধ ছিল, তিনি সেই শেকল থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

শ্লোক ১ যোহন ২:১-২; শিষ্য ৪:১২

প্ পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
উ তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।
প্ আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই।
উ তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ১৩:১-১০; ১৪:১৫-২১; ১৫:১-৬

প্রজ্ঞাবান মূর্তিপূজা অভিযুক্ত করে

ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ;
তারাও নির্বোধ, যারা দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন,
সৃষ্টিকর্ম অধ্যয়ন করেও সেগুলোর নির্মাতাকে জানতে পারল না।
বরং আগুন বা বাতাস বা সূক্ষ্ম হাওয়া,
বা তারামন্ডল বা প্রবল জলরাশি বা আকাশের বাতিগুলো—
তা-ই তারা দেবতা ও বিশ্বনিয়ন্তা বলে বিবেচনা করল।
সেগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা যখন সেগুলিকে দেবতা বলে মেনে নিল,
তখন চিন্তা করুক, এই সবকিছুর চেয়ে কতই না মহত্তরই না হবেন প্রভু,
কারণ সৌন্দর্যের স্বয়ং সাধকই তো সেগুলি সৃষ্টি করলেন!
সেগুলির প্রতাপ ও কর্মক্ষমতা দেখে তারা যখন অবাক,
তখন এ থেকে অনুমান করুক তিনি কতই না প্রতাপশালী, যিনি সেগুলির নির্মাতা।
বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে
সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।
যাই হোক, এদের বিরুদ্ধে অনুযোগ লঘুতর,
কেননা ঈশ্বর-অন্বেষার ও তাঁর সন্ধান পাওয়ার চেষ্টায়
সম্ভবত এদের ভুল ধারণা হয়।
তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে,
আর তত সৌন্দর্য দেখে সেগুলির চেহারার মায়ায় পতিত হয়;
কিন্তু তবুও এদের কোন ছুতা নেই,
কারণ যখন বিশ্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মত তাদের তত জ্ঞান ছিল,
তখন কেনই বা আরও শীঘ্রই সেগুলির কর্তার সন্ধান পেতে পারেনি?
দুর্ভাগাই তারা, মৃত বস্তুর উপরে যাদের প্রত্যাশা,

যারা দেবতা বলে ডাকে সেই সব কাজ, যা মানুষের হাতে তৈরী,
যা সোনা ও রুপোর কারুকাজমাত্র,
পশুদের প্রতিমূর্তিমাত্র,
প্রাচীনকালে কার্ যেন হাত দ্বারা খোদাই করা মূল্যহীন পাথরমাত্র!
একটি পিতা, অকাল মৃত্যুশোকে অতিদুঃখিত হয়ে পড়ে ব্যবস্থা করল,
যেন তার সেই অতিশীঘ্রই-কেড়ে নেওয়া সন্তানের একটা মূর্তি তৈরি করা হয়;
এর ফলে সে তাই দেবতা বলে সম্মান জানাল, কিছুক্ষণ আগে যা ছিল লাশমাত্র,
লোকদের মধ্যে রহস্যময় উপাসনা-রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানেরও প্রচলন করল।
আর তেমন ভক্তি-বিরুদ্ধ প্রথা দিনের পর দিন সবল হয়ে উঠে
শেষে বিধিরূপেই পালন করা হল!
নৃপতিদের হুকুমেও একসময় মূর্তি-পূজা করা হত:
দূরে থাকায় তাদের প্রতি ব্যক্তিময় সম্মান দেখাতে পারত না বিধায়
প্রজারা, দূরবর্তী সেই আকৃতির সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি অনুসারে,
তাদের সম্মানের বস্তু সেই রাজার দৃশ্য প্রতিমূর্তি তৈরি করল,
যাতে যে অনুপস্থিত, তাকে ঠিক যেন উপস্থিত বলেই উদ্যোগের সঙ্গে তোষামোদ করতে পারে।
এমন জাতি যারা সেই উপাসনা-রীতি সম্বন্ধে কিছুই জানত না,
শিল্পীর উৎসাহই সেই পথে তাদের চালিত করল।
কেননা প্রভাবশালীর প্রীতির পাত্র হওয়ার বাসনায়
সেই শিল্পী শিল্পকর্ম দ্বারা তার প্রতিমূর্তি আরও সুন্দর করতে চেষ্টা করল;
ফলে লোকেরা কিছুক্ষণ আগে যাকে মানুষ বলে সম্মান করত,
শিল্পকর্মের কান্তিতে আকর্ষিত হয়ে তাকে পূজার বস্তু বলে গণ্য করল।
তেমন প্রথা জীবিতদের পক্ষে ফাঁদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল,
কারণ লোকেরা দুর্দশা বা স্বৈরশাসনের বন্দি হয়ে প'ড়ে
পাথরকে ও কাঠকে সেই অনির্বচনীয় নামটি আরোপ করল!
কিন্তু তুমি, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি তো মঙ্গলময় ও বিশ্বস্ত,
তুমি ধৈর্যশীল, তুমি দয়া অনুসারে সবকিছু শাসন কর।
যদিও পাপ করি, তবু আমরা তোমারই, যেহেতু তোমার প্রতাপ স্বীকার করি;
কিন্তু পাপ করব না একথা জেনে যে, আমরা তোমারই বলে গণ্য।
বস্তুত, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,
তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।
জঘন্য শিল্পের কোন মানব-আবিষ্কার আমাদের পথভ্রান্ত করেনি,
চিত্রকরের নিষ্ফল পরিশ্রমও নয়—তা তো নানা রঙে বিকৃত প্রতিকৃতিমাত্র,
যার দৃশ্য নির্বোধের অন্তরে বাসনা জাগায়,
মৃত প্রতিমূর্তির প্রাণহীন রূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই সৃষ্টি করে।
তারাই অনিষ্টপ্রেমী ও তেমন অসার প্রত্যাশার যোগ্য,
যারা দেবমূর্তি তৈরি করে, আকাঙ্ক্ষা করে ও পূজা করে।

শ্লোক রো ১:২০; প্রজ্ঞা ১৩:৫,১

℟ ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।
℣ বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।
℟ ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ,

℣ বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের পত্রাবলি **পত্র ৮:১১**

প্রভুর আত্মা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত

পবিত্র শাস্ত্রে তিন প্রকার সৃষ্টির কথা উল্লিখিত: প্রথমটা হল, অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব বের করা; দ্বিতীয়টা হল, হীনাবস্থা থেকে শ্রেয়তর অবস্থায় রূপান্তর; তৃতীয়টা হল, মৃতদের পুনরুত্থান। আর তুমি লক্ষ করবে কেমন করে এ তিনটে সৃষ্টিকর্মে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মা ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত।

আকাশমণ্ডলের সৃষ্টির কথা ধরি: এবিষয়ে দাউদ কী বলেন? *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মাতেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।*

নবমানুষ দীক্ষাস্নান দ্বারা সৃষ্ট, *কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি।*

আর নিজ শিষ্যদের কাছে ত্রাণকর্তা কী বলেন? *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর।* তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, এখানেও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মা উপস্থিত।

আর আমরা অদৃশ্য হলে ও ধুলায় ফিরে গেলে পর যে পুনরুত্থান ঘটবার কথা, মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থান সম্বন্ধে তুমি কী বলতে পারবে? কেননা আমরা তো মাটি, ও মাটির কাছে ফিরে যাব বটে, কিন্তু তিনি সেই পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করবেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করবেন ও *ধরণীর মুখের নবীকরণ ঘটাবেন।* পল যা পুনরুত্থান বলে ডাকেন, দাউদ তা নবীকরণ বলে চিহ্নিত করেন।

এসো, যিনি তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হয়েছিলেন, এখন তাঁর কথা শুনি। তিনি কী বলেন? *তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন?* কিন্তু যে কোন মন্দির তো ঈশ্বরের মন্দির, তাহলে আমরা যখন পবিত্র আত্মার মন্দির, তখন পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর। 'সলোমনের মন্দির', একথাও রয়েছে, কিন্তু কেবল এই অর্থ অনুসারে যে, সলোমন ছিলেন সেই মন্দিরের নির্মাতা। সুতরাং, আমরা যদি এই অর্থ অনুসারেই পবিত্র আত্মার মন্দির, তবে পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর, কারণ *যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।* কিন্তু আমরা যদি পবিত্র আত্মার মন্দির এই অর্থ অনুসারেই যে, মন্দির তাঁরই যিনি আমাদের অন্তরে পূজিত ও আমাদের অন্তরে বাস করেন, তবে এসো, স্বীকার করি পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর, কারণ *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।*

এমন কেউ থাকলে, 'ঈশ্বর' নামটা যার ভাল লাগে না, সে নামটির অর্থ শিখুক, কারণ আমরা তাঁকেই ঈশ্বর বলে অভিহিত করি, যিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা। ফলে আমাদের অন্তরাত্মা যেমন আমাদের সমস্ত বিষয় জানে, তেমনি পবিত্র আত্মা যখন ঈশ্বরের সমস্ত রহস্যময় বিষয় জানেন, তখন পবিত্র আত্মা সত্যি ঈশ্বর।

আরও, যখন *আত্মার খড়্গ হল ঈশ্বরের বাণী,* তখন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, কেননা খড়্গ তাঁরই বাণীও যাঁর বাণী বলে স্বীকৃত। আর যখন তিনি পিতার ডান হাত বলে অভিহিত—*প্রভুর ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান*—, তখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে, পবিত্র আত্মা পিতার ও পুত্রের একই স্বরূপের অধিকারী।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১:৭; ৭:২১,২৩

℟ বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ:
℣ সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।
℟ তিনি নিখিলের নির্মাতা, তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বদর্শী।
℣ সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৪২:১-১৬; ৪৩:৪-৭

নগরী হস্তগত হওয়ার পর যেরেমিয়া ও জনগণের দশা

সকল অধিনায়ক, বিশেষভাবে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও হোসাইয়ার সন্তান আজারিয়া, এবং জনগণের ছোট বড় সকলে এগিয়ে এসে নবী যেরেমিয়াকে বলল, 'আমাদের এই মিনতি আপনার গ্রাহ্য হোক! আপনি এই সমস্ত অবশিষ্ট লোকের হয়ে ও আমাদের হয়ে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি নিজেরই চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা অনেকে ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি। তাই আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের কোন্ পথ ধরতে হবে, আমাদের কী করতে হবে।' নবী যেরেমিয়া উত্তরে তাদের বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। দেখ, তোমাদের কথামত আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব, এবং প্রভু তোমাদের জন্য যে উত্তর দেন, তা আমি তোমাদের জানাব, কিছুই গোপন রাখব না।' তারা যেরেমিয়াকে বলল, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জন্য আপনাকে যা কিছু জানাবেন, আমরা যদি তা পালন না করি, তবে প্রভু নিজেই যেন আমাদের বিরুদ্ধে সত্যময় ও বিশ্বাস্য সাক্ষীরূপে দাঁড়ান; আমাদের গ্রহণীয় হোক বা নাই হোক, আমরা যাঁর কাছে আপনাকে প্রেরণ করছি, আমাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হব, যেন আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হলে আমাদের মঙ্গল হয়।'

দশ দিন পরে এমনটি হল যে, প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল; তখন তিনি কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে ও তার সঙ্গে যত অধিনায়ক ছিল, তাদের ও জনগণের ছোট বড় সকলকে ডেকে আনলেন; তাদের বললেন, 'নিজেদের মিনতি পেশ করতে তোমরা যাঁর কাছে আমাকে প্রেরণ করেছিলে, সেই প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা যদি এই দেশে থাক, আমি তোমাদের গেঁথে তুলব, বিনাশ করব না; তোমাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না; কেননা তোমাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিয়েছি, তার জন্য আমার দুঃখ হয়েছে। সেই বাবিলন-রাজ যে তোমাদের অন্তরে তত ভয় জন্মায়, তাকে তোমরা ভয় করো না; না, তাকে ভয় করো না—প্রভুর উক্তি—কারণ তোমাদের ত্রাণ করতে ও তার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি! আমি তার অন্তরে তোমাদের প্রতি করুণা জাগাব, তাই সে তোমাদের প্রতি করুণা দেখাবে ও তোমাদের দেশভূমিতে তোমাদের যেতে দেবে। কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে তোমরা যদি বল, "না, আমরা এই দেশে থাকবই না," এবং বল, "না, আমরা মিশর দেশেই যাব, কারণ সেখানে যুদ্ধ-সংগ্রাম দেখব না, তুরিধ্বনি শুনব না, খাদ্যের অভাবে ক্ষুধায় ভুগব না, সুতরাং সেইখানে বসতি করতে চাই," তবে, হে যুদার অবশিষ্ট লোক, তোমরা প্রভুর বাণী শোন: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যদি সত্যিই মনে কর, তোমরা মিশরে যাবে ও সেখানে বসতি করতেই যাবে, তাহলে তোমাদের ভয়ের বস্তু সেই খড়্গ মিশর দেশেই তোমাদের নাগাল পাবে, এবং তোমাদের আশঙ্কার বস্তু সেই দুর্ভিক্ষ তোমাদের উপরে এসে পড়বে, আর তোমরা সেখানে মরবে।

তাই কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সৈন্যদলের সকল অধিপতি ও সমস্ত লোক যুদা দেশে থাকবার ব্যাপারে প্রভুর প্রতি বাধ্য হল না। ফলে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সেই অধিপতিরা যুদার সমস্ত অবশিষ্ট লোককে—অর্থাৎ সকল দেশের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেখানকার থেকে যুদা দেশে বসবাস করার জন্য যারা ফিরে এসেছিল, সেই পুরুষ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সকলকে, এবং রাজকুমারীদের, ও যে সকল লোককে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার সঙ্গে রেখে গেছিল, তাদের, এবং নবী যেরেমিয়াকে ও নেরিয়ার সন্তান বারুককে নিয়ে রওনা হল; প্রভুর প্রতি অবাধ্য হয়ে তারা মিশর দেশে প্রবেশ করে তাফানেসে গিয়ে পৌঁছল।

শ্লোক যেরে ৪২:২; বিলাপ ৫:৩ দ্রঃ

℟ আপনি এই সমস্ত অবশিষ্ট লোকের হয়ে ও আমাদের হয়ে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন,

উ আমরা অনেকে ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি।
প্র আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন, বিধবারই মত আমাদের মা ;
উ আমরা অনেকে ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য মার্টিন দ্য লেওনের উপদেশাবলি **আগমনকাল, উপদেশ ২**

যিনি জাতিগুলোর আকাঙ্ক্ষিত, তিনি আসবেন!

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছাই, তোমরা জানবে যে, ঈশ্বর যেমন স্বরূপে সর্বশক্তিমান, তেমনি স্বরূপে মঙ্গলময় ও করুণাশীল; তিনি আপন কর্মকীর্তিতে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান, ও করুণায় মহান। তিনি একাই সমস্ত কিছু শাসন করেন, সুস্থির করেন ও প্রতিপালন করেন, ও *তাঁর স্নেহ তাঁর সকল কাজে বিরাজিত।*

যে দাসত্ব দ্বারা প্রাচীন শত্রু মানবজাতিকে নির্মমভাবে অত্যাচার করছিল, মানবজাতির সেই দৈনন্দিন দাসত্ব দে'খে মঙ্গলময় ও করুণাশীল ঈশ্বর আপন দয়ায় তাকে মুক্ত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে নবীর মধ্য দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: *সবল কর দুর্বল যত হাত, সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু, ভীরুহৃদয়দের বল: সাহস ধর, ভয় করো না; এই যে তোমাদের পরমেশ্বর! ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে। তিনি তোমাদের ত্রাণ করতে আসছেন।*

আদিপুরুষের কারণে সেই প্রাচীন শত্রু দুর্দশা ও দুঃখকষ্টের যে জোয়াল মানবজাতির ঘাড়ে চেপে দিয়েছিল, তিনি সেই কঠোর দাসত্বের জোয়াল তুলে নেবেন। কেননা সমস্ত অমঙ্গলের সেই সাধক মানবজাতিকে এতই জর্জরিত করেছিল যে, কয়েকজন কুলপতি ও নবীর ধূপ কিবা যজ্ঞ কিবা আহুতি তাকে পাতাল থেকে মুক্ত করতে পারেনি। এজন্য ইসাইয়া বিলাপ করে বলেন, *আমাদের ধর্মময়তার যত কর্ম মলিন বস্ত্রের মত।*

কিন্তু তবু এ দুর্লভ জোয়াল থেকে মুক্তির কাল আগে থেকে দেখতে পেয়ে নবী এ কথাও আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন: *তোমার কাঁধ থেকে তার সেই জোয়াল সরিয়ে দেওয়া হবে।* একদিন মানবজাতি প্রাচীন শত্রুর কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাবে ও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন পূর্বদর্শন পেয়ে যেরেমিয়াও প্রভুর নির্দেশে বলেছিলেন, *সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি তার ঘাড় থেকে জোয়ালটা খুলে ভেঙে দেব, তার যত বেড়ি ছিন্ন করব; তারা বিদেশীদের দাস আর হবে না। তারা বরং তাদের পরমেশ্বর প্রভুরই ও তাদের রাজা দাউদেরই দাস হবে:* অর্থাৎ তারা খ্রীষ্টেরই সেবা করবে, কেননা সেসময়ে দাউদ মারা গেছিলেন, কিন্তু তাঁর বংশ থেকে খ্রীষ্টেরই উদ্ভবের কথা ছিল। দাউদ নিজে আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিলেন, নিজ বংশধরদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হয়েছিলেন, আর তাঁরই পূর্বপ্রতীক হয়েছিলেন যাঁর কথা নবী এ বাণীতে ব্যক্ত করলেন: *সর্বজাতির সেই আকাঙ্ক্ষিত আসবেন,* অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই পুত্র আসবেন, যিনি প্রাক্তন সন্ধির পিতৃপুরুষদের কাছে আত্মাতে পূর্বপ্রদর্শিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ইসা ৪০:২; জাখা ১:১৬,১৭

প্র যেরুসালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল, তার কাছে একথা প্রচার কর:
উ তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল।
প্র আমি আবার স্নেহভরে যেরুসালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম; প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন, এবং যেরুসালেমকে আবার বেছে নেবেন:
উ তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ১৬:২খ-১৩,২০-২৬

আপন জনগণের প্রতি ঈশ্বরের অসংখ্য উপকার

তুমি তোমার জনগণের উপকারই করলে;
তাদের ক্ষুধার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে
তুমি তাদের জন্য অতিরুচিকর খাদ্য—সেই ভারুই পাখি—ব্যবস্থা করলে।

কেননা খাদ্য বাসনা করলেও, সেই মিশরীয়েরা
তাদের বিরুদ্ধে পাঠানো সেই পশুদের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ ক'রে
তাদের ক্ষুধার সাধারণ আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে ফেলল;
কিন্তু তোমার জনগণ ক্ষণিকের অনাটনের পর অতিরুচিকর খাদ্য স্বাদ করল।
এ প্রয়োজন ছিল যে, সেই বিরোধীদের উপর অপরিহার্য দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে,
কিন্তু তোমার জনগণের কাছে এ-ই দেখানো যথেষ্ট ছিল যে,
তাদের শত্রুরা কেমন পীড়ায় ভুগছে।
কেননা পশুদের ভীষণ আক্রোশ যখন তাদের আক্রমণ করল,
তারা যখন সেই পেঁচাল সাপগুলির কামড়ে বিনষ্ট হচ্ছিল,
তখন তোমার ক্রোধ শেষ মাত্রায় ব্যাপ্ত হয়নি।
সংশোধনের উদ্দেশ্যে তারা ক্ষণিকের মত আঘাতগ্রস্ত হল,
তারা একটা ত্রাণ-পণও পেল, যেন তোমার বিধানের আজ্ঞা স্মরণে রাখে;
কেননা সেই চিহ্নের দিকে যে কেউ চোখ ফেরাত,
সে যা দেখত তা দ্বারা নয়, বিশ্বত্রাতা সেই তোমারই দ্বারা বরং ত্রাণ পেত।
এর দ্বারাও তুমি আমাদের শত্রুদের কাছে প্রমাণিত করলে যে,
তুমিই সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর।
বস্তুত মিশরীয়েরা পঙ্গপাল ও মাছির কামড়ে মারা পড়ল,
তাদের প্রাণের কোন প্রতিকারও পাওয়া গেল না,
যেহেতু তেমন প্রাণীদের মধ্য দিয়েই তিরস্কার পাবার যোগ্য হল।
কিন্তু তোমার সন্তানদের উপরে বিষাক্ত সাপের কামড়ও জয়ী হতে পারল না,
কারণ তাদের নিরাময় করতে তোমার দয়াই এসে দাঁড়াল।
তারা যেন তোমার বাণী মনে রাখে,
সেজন্য দংশিত হলে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিরাময় করা হত,
পাছে গভীর বিস্মরণ-গর্ভে পতিত হয়ে তোমার মঙ্গলদানগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।
কোন ঘাস যে তাদের সুস্থ করল এমন নয়; কোন মলম, তাও নয়,
বরং তোমার বাণীই, প্রভু, তাদের সুস্থ করল—সেই যে বাণী সবই নিরাময় করে!
কেননা তোমারই তো জীবন ও মৃত্যুর উপর অধিকার আছে,
তুমিই পাতালদ্বারে নামিয়ে দাও, আবার সেখান থেকে তুলে আন।
কিন্তু তোমার জনগণের প্রতি তোমার কেমন ব্যবহার!
স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই মিটিয়েছ তাদের ক্ষুধা,
স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।
তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য;
যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী,
যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত।
তুষার ও বরফ আগুনের সামনেও গলে যেত না,
তোমার জনগণ যেন স্বীকার করতে পারে যে,
আগুন শিলাবৃষ্টির মধ্যে জ্বলন্ত থেকে শত্রুদের যত ফল গ্রাস করছিল,
জলবর্ষণের মধ্যেও সেইসব বিনষ্ট করছিল।
কিন্তু ধার্মিকেরা যেন পুষ্ট হতে পারে,
আগুন তার নিজের গুণও ভুলে যাচ্ছিল!
তার নির্মাণকর্তা সেই তোমারই প্রতি বাধ্য হয়ে

সৃষ্টি অধার্মিকদের শাস্তি দিতে শক্ত হয়,
কিন্তু তোমার আশ্রিতজনদের উপকার করতে কোমল হয়।
এজন্য সৃষ্টি সেসময়েও সবকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে
তোমার সর্বপুষ্টিকর বদান্যতার সেবা করছিল—অভাবীর বাসনা অনুসারে;
যাদের তুমি ভালবাস, প্রভু, তোমার সেই সন্তানেরা একথা যেন বুঝতে পারে যে,
বিবিধ ফসলই যে মানুষকে পরিপুষ্ট করে এমন নয়,
বরং তোমার বাণীই বাঁচিয়ে রাখে তাদের, যারা তোমাতে বিশ্বাস রাখে।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৬:২০; যোহন ৬:৫৮

℟ স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
℣ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে।
℟ যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে; এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে,
℣ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **৭:৭-৮**

অবমাননার সময়ে আশাই সান্ত্বনা দেয়

অবমাননার সময়ে আমাদের সান্ত্বনা দেয় সেই আশা যা প্রবঞ্চনা করে না। আমার মতে পরীক্ষার সময় হল আমাদের আত্মার অবমাননার সময়, কেননা আত্মা তখনই অবনমিত যখন প্রলুব্ধকারী শয়তানের হাতে সমর্পিত ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে আত্মা লড়াই ও অশুভ শক্তির আক্রমণের অভিজ্ঞতা করে। কিন্তু এ সমস্ত পরীক্ষায় ঈশ্বরের বচন আত্মাকে সঞ্জীবিত করে।

ঈশ্বরের বচনই হল আমাদের আত্মার জীবন-শক্তি, এ বচনই আত্মার পুষ্টিসাধন করে, তার বৃদ্ধি ঘটায়, তাকে চালিত করে। ঈশ্বরের বাণী ছাড়া আত্মাকে সঞ্জীবিত করতে পারে আর তেমন কিছুই নেই; কেননা আমরা যখন ঈশ্বরের বাণীকে গ্রহণ করি, আপন করি ও হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আত্মায় ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ যতখানি বৃদ্ধি পায়, আত্মার জীবনও ততখানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে আত্মায় যখন ঈশ্বরের বাণী হ্রাস পায়, তখন তার জীবনও হ্রাস পায়। ফলে, যেমন আমাদের দেহ ও আত্মার মিলন প্রাণবায়ু থেকে প্রেরণা, পুষ্টি ও শক্তি পায়, তেমনি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের বাণী ও তাঁর আত্মিক অনুগ্রহ দ্বারাই সঞ্জীবিত হয়।

সুতরাং এমন প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন, আমরা যেন জাগতিক সবকিছু সরিয়ে দিই, ঈশ্বরের সমস্ত বাণীকে অন্তরে গেঁথে রাখি, সেই বাণীকে আমাদের প্রাণে, অনুভূতিতে, সঙ্কল্পে, চিন্তায় ও কাজে সঞ্চার করি যেন আমাদের আচরণেই শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারি ও দিব্য আদেশগুলির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করি; যাতে করে আমরাও বলতে পারি: *তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।*

গর্বিত মানুষ আমাকে কতই না অবজ্ঞা করে, আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার বিধান থেকে। মানুষের সেই সবচেয়ে বড় পাপ যা থেকে আমাদের দণ্ড উদ্গত, তা হল গর্ব: গর্বই সেই প্রথম তীর, যা দিয়ে শয়তান আমাদের আহত করে আমাদের পতন ঘটিয়েছে; কেননা সাপের মিষ্টি কথায় প্রবঞ্চিত হয়ে মানুষ যদি ঈশ্বরের মত হতে ইচ্ছা না করত, ও মানব-দুর্বলতার কারণে যে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে অক্ষম, সে তাও যদি জানতে ইচ্ছা না করত, এবং এর ফলে যদি অবোধের মত ব্যবহার না করায় পরমদেশের সুখ থেকে দুঃসাহসপূর্ণ দম্ভে পতিত না হত—এক কথায়, নিজের সীমা বিষয়ে অসন্তুষ্ট না হয়ে মানুষ যদি ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন না করত, তবে তেমন মারাত্মক দণ্ডের উত্তরাধিকার আমাদের উপর কখনও এসে পড়ত না।

শ্লোক সিরা ৩:১৮-২৯; প্রবচন ২৯:২৩

℟ তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর, তবে প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবে,
℣ কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান, বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।

℟ মানুষের অহঙ্কার তার অবমাননা ঘটায়, নম্রহৃদয় মানুষ সম্মান অর্জন করে,
℣ কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান, বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১:৩-১৪,২২-২৮

নির্বাসন-দেশে ঈশ্বরের গৌরব-দর্শন

প্রভুর বাণী বুজির সন্তান যাজক এজেকিয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল; আর তখন, সেই জায়গায়, প্রভুর হাত হঠাৎ তাঁর উপর নেমে এল।

আমি চেয়ে দেখছিলাম, আর দেখ, উত্তরদিক থেকে ঝড়ো বাতাস বয়ে আসছে—এমন বিশাল মেঘ এগিয়ে আসছে, যার চারদিকে ঝলসে উঠছে আগুন ও উজ্জ্বলতম আলো; আর তার মাঝখানে, একেবারে আগুনেরই অন্তঃস্থলে, পিতলের মত কোন কিছুর প্রভা জ্বলজ্বল করছে; তার মাঝখানে কেমন যেন চার প্রাণী বিরাজমান, যাদের আকৃতি মানুষেরই মত—প্রত্যেকেরই ছিল চারটে করে মুখ ও চারটে করে ডানা; তাদের পা সোজা, তাদের পদতল বাছুরের পদতলের মত; তা স্বচ্ছ ব্রঞ্জের মতই জ্যোতির্ময়। তাদের চারপাশে, ডানার নিচে, ছিল মানুষের হাতের মত হাত; চারটে প্রাণী প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মুখমণ্ডল ও ডানা ছিল; তাদের ডানা পরস্পর-স্পর্শী। এগিয়ে যেতে যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না, প্রত্যেকে সোজা সামনের দিকেই যেত। দেখতে তাদের মুখ এরূপ: তাদের মানুষের মত একটা মুখ ছিল; তাছাড়া ডান দিকে সিংহের মুখ ও বাঁ দিকে বৃষের মুখ, এবং প্রত্যেকের ঈগলের মুখও ছিল। তাদের ডানা বিস্তৃত ছিল ঊর্ধ্বের দিকে; প্রত্যেকের দু'টো করে ডানা ছিল যা পার্শ্ববর্তী প্রাণীর ডানা স্পর্শ করত, আর দু'টো করে ডানা ছিল যা তাদের পা ঢেকে রাখত। তারা প্রত্যেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেত, সেই দিকেই যেত যে দিকে আত্মা তাদের চালিত করত; যেতে যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না। সেই প্রাণীদের মধ্যে ছিল কেমন যেন মশালের মত দেখতে জ্বলন্ত অঙ্গার, যা তাদের মধ্যে চলমান ছিল; আগুন উজ্জ্বলতম ছিল, ও সেই আগুন থেকে নানা ঝলক নির্গত হচ্ছিল। সেই প্রাণীরা বিদ্যুতের মত চলাচল করছিল।

সেই প্রাণীদের মাথার উপরে এক প্রকার বিতান ছিল; তা উজ্জ্বলতম স্ফটিকের মত তাদের মাথার উপরে বিস্তৃত ছিল, আর সেই বিতানের নিচে ছিল তাদের বিস্তৃত ডানা, এক একটা পরস্পরমুখী; প্রত্যেক প্রাণীর দু'টো করে ডানা ছিল, যা তাদের দেহ ঢেকে রাখত। তারা যখন চলছিল, আমি তখন তাদের ডানার ধ্বনিও শুনতে পেলাম; এমন ধ্বনি যা মহাজলরাশির তর্জনের মত, সর্বশক্তিমানের বজ্রনাদের মত, ঝঞ্ঝার গর্জনের মত, সৈন্য-শিবিরের তুমুল ধ্বনির মত। আর যখন তারা দাঁড়াত, তখন ডানা নামিয়ে দিত। তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে একটা শব্দও হল।

তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে কোন একটা কিছু দেখা দিল, যা নীলকান্তমণির মত—সিংহাসনের আকারেই এক নীলকান্তমণির মত; আর সেই প্রকার সিংহাসনের উপরে, একেবারে ঊর্ধ্বেই, এমন এক আকৃতি ছিল, যার চেহারা মানুষের মত। আমি লক্ষ করলাম যে, দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে দেহের উপর পর্যন্ত তা দীপ্তিময় পিতলের মত ছিল, কেমন যেন আগুনেই পরিপূর্ণ; এবং দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে নিচ পর্যন্ত আমি আগুনের মত কিছু দেখলাম, যা চারদিকে উজ্জ্বলতম আলো বিকিরণ করত। বৃষ্টির দিনে মেঘপুঞ্জের মধ্যে রঙধনুর যেমন বিভা, চারদিকের সেই জ্যোতির বিভা ঠিক সেইরূপ ছিল। এ ছিল প্রভুর গৌরবের সাদৃশ্যের রূপ। তা দেখামাত্র আমি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম ও কার্ যেন কণ্ঠস্বর কথা বলতে শুনতে পেলাম।

শ্লোক এজে ১:২৬,২৪; ৩:১২; প্রত্যা ৫:১৩

℣ আমি দেখতে পেলাম, এক প্রকার সিংহাসনের উপরে, একেবারে ঊর্ধ্বেই, এমন এক আকৃতি ছিল, যার চেহারা মানুষের মত; এক ধ্বনিও শুনতে পেলাম যা সৈন্য-শিবিরের তুমুল ধ্বনির মত:
℟ তাঁর বাসস্থান থেকে, ধন্য প্রভুর গৌরব!
℣ সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল।
℟ তাঁর বাসস্থান থেকে, ধন্য প্রভুর গৌরব!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ১০-১১**

যেরুসালেম, কেঁদো না, কারণ তোমার পরিত্রাণ আসন্ন

হীনতম দুর্দশায় প্রবাসী সেই পবিত্র নগরী যেরুসালেমকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নবী বলেন, *যেরুসালেম, কেঁদো না, কারণ তোমার পরিত্রাণ আসন্ন।* বাস্তবিকই *বাবিলনের নদনদীকূলে বসে আমরা কাঁদছিলাম,* আর বাবিলন হল বিভ্রান্তির নামান্তর। বাবিলনে বসে যেরুসালেম-অধিবাসীরা কাঁদে, কর্মে বিভ্রান্ত না হয়েও তবু তারা চিন্তায় বিভ্রান্ত, এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের দিকে মনশ্চক্ষু তুলতে অক্ষম, কারণ ইচ্ছা না করলেও অসার বস্তু দ্বারা অন্যমনস্ক। সুতরাং বাবিলনের নদনদী হল সেই সমস্ত কু-অভ্যাস যা আমাদের স্মৃতিতে মধুরূপে বারবার উপস্থিত; তথাপি সেগুলো বয়ে যায়, আর সঙ্গে করে সংসার-সাগরে তাদের সকলকেই বয়ে নিয়ে যায় যাদের প্রবঞ্চিত করতে পারে।

কিন্তু *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন;* কেননা কু-অভ্যাস আমাদের অন্তরে প্রবেশ করলেও তবু আমরা সেগুলোতে বসে থাকি না, কিন্তু বাবিলনের নদনদীকূলেই বসি, কারণ আমাদের প্রাণ সংসার-জীবনের মিষ্টি কথা ও আকর্ষণের সামনে নীরব থাকল, ঘন ঘন আমন্ত্রণের প্রতি বধির থাকল, ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথার সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

সুতরাং, আমরা যখন তত অসার বস্তু দ্বারা বিঘ্নিত, তখন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আমরা সিয়োনের কথা স্মরণে কাঁদি, অর্থাৎ যারা স্বচক্ষে ঈশ্বরের গৌরব দর্শন করতে যোগ্য, তারা যে মাধুর্য ও আনন্দ ভোগ করে, তা স্মরণে আমরা কাঁদব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তথাপি *মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না,* তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, এমনকি *তুমি যে আমার সঙ্গে আছ।* কিন্তু আমি কেমন করে তেমন আশা রাখতে সাহস করতে পারি? তার কারণ, *তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।* কেননা যদিও তুমি আমাকে শাসন কর ও মরণধুলায় আমাকে চূর্ণ করে আমার গর্ব দমন কর, তথাপি তুমি তো আমার প্রাণ এমনভাবে ধরে রাখ তা যেন মৃত্যু-গহ্বরে পতিত না হয়।

আমি প্রভুর বিধিগুলো অমান্য করব না, তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলে তখনও আমি ক্রোধে উত্তপ্ত হব না। কেননা আমি জানি, *যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে।* তবে কি অধৈর্য হব না? না, বরং সবকিছু ধৈর্যের সঙ্গেই বহন করব। কেন? কারণ সৃষ্টি নিজেই অমঙ্গলের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে যাতে ঈশ্বরের সন্তানদের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। অতএব, যেরুসালেম, কেঁদো না, কারণ *তোমার পরিত্রাণ আসন্ন। তিনি দেরি করলেও তত দেরি করবেন না,* কেননা *তাঁর চোখে হাজার বছর সেই গতদিনেরই মত যা বয়ে গেল।*

শ্লোক ইসা ৪০:১০

℣ যেরুসালেম, কেঁদো না, কারণ প্রভু তোমার প্রতি করুণা দেখান;
℟ তিনি সমস্ত দুর্দশা থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।
℣ দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন, আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন;
℟ তিনি সমস্ত দুর্দশা থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ১৮:১-১৬; ১৯:৩-৯

পাস্কার রাত্রি

তোমার পুণ্যজনদের জন্য উজ্জ্বলতম এক আলো জ্বলছিল;
সেই মিশরীয়েরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে কিন্তু তাদের না দেখতে পেয়ে
ওদের ভাগ্যবান বলছিল,—ওরা যে তাদের মত পীড়া ভোগ করেনি;
এমনকি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল,—ওরা প্রথম অত্যাচারিত হয়েও
তাদের কোন ক্ষতি করছিল না;
তারা যে ওদের শত্রু হয়েছিল, এজন্য ওদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছিল।
অন্ধকারের চেয়ে তুমি তোমার সন্তানদের দিলে একটি অগ্নিস্তম্ভ,
তা যেন অজানা যাত্রাপথে তাদের দিশারী হয়,
তাদের গৌরবময় প্রস্থানে যেন অনপকারী সূর্য স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।
যাদের দ্বারা বিধানের অক্ষয়শীল আলো জগতের কাছে মঞ্জুর করার কথা,
তোমার সেই সন্তানদের যারা কারাগারে রুদ্ধ করে রেখেছিল,
তারা আলো-বঞ্চিত হতে ও অন্ধকারে বন্দি হতে সত্যিই যোগ্য ছিল!
তারা তো পুণ্যজনদের নবজাত শিশুদের হত্যা করতে স্থির করেছিল,
—ফেলে রাখা হয়েছিল যাদের, তাদের মধ্য থেকে কেবল একজন শিশুই ত্রাণ পেয়েছিল!—
তাই শাস্তি স্বরূপ তুমি তাদের সন্তানদের বিপুল সংখ্যা মুছে দিলে,
প্রবল জলরাশির মধ্যে তাদের সকলের বিনাশ ঘটালে।
সেই রাতটি আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে পূর্বঘোষিত হয়েছিল,
কেমন প্রতিশ্রুতিতে তারা বিশ্বাস রাখছিল,
তা জেনে তারা যেন নিরাপদে আনন্দ করতে পারে।
তাই তোমার জনগণের প্রত্যাশা এ ছিল,
ধার্মিকদের পরিত্রাণ ও শত্রুদের সংহার।
আর আসলে তুমি বিরোধীদের উপর যেমন প্রতিশোধ নিলে,
তোমার কাছে আমাদের আহ্বান করায় আমাদের তেমনি গৌরবান্বিত করলে।
সৎলোকদের পুণ্যময় সন্তানেরা আড়ালে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল,
এবং একমত হয়ে এ দিব্য নিয়ম প্রচলন করল যে,
পুণ্যজনেরা মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুরই একইভাবে সহভাগী হবে;
আর সঙ্গে সঙ্গে তারা পিতৃপুরুষদের স্তুতিবন্দনা গেয়ে উঠল।
শত্রুদের এলোমেলো চিৎকারের স্বরধ্বনি আসছিল,
যারা আপন সন্তানদের উপর কাঁদছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল তাদের বিলাপের সুর।
একই দণ্ড দাস মনিব দু'জনকেই আঘাত করেছিল,
রাজা প্রজা উভয়েই একই দুর্দশায় ভুগছিল।
একই মৃত্যুতে আঘাতগ্রস্ত অগণিত মৃতলোক ছিল সবারই ঘরে,
তাদের সমাধি দিতে জীবিতেরা আর যথেষ্ট ছিল না,
কারণ এক আঘাতেই বিনষ্ট হয়েছিল তাদের বংশের সবচেয়ে উত্তম ফল।
তাদের মন্ত্রতন্ত্রের কারণে যারা অবিশ্বাসী হয়ে থেকেছিল,
তাদের প্রথমজাতদের মৃত্যুর সামনে তারা তখন একথা স্বীকার করল যে,
এই জাতি সত্যি ঈশ্বরের সন্তান।
সবকিছুর উপরে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে,

রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে,
এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী স্বর্গ থেকে রাজাসন ছেড়ে
সেই বিনাশ-ভূমির মধ্যে নির্মম বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল,
শাণিত খড়্গারূপে সঙ্গে করে আনছিল তোমার আপন চূড়ান্ত আদেশ।
তখন উঠে দাঁড়িয়ে সবকিছুই মৃত্যুতে পরিপূর্ণ করল;
সেই বাণী গগনস্পর্শী ছিল, আবার পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।
বস্তুত তারা তখনও মৃত্যুশোকে ব্যস্ত আছে,
তখনও নিজেদের মৃতজনদের কবরের উপর চোখের জল ফেলছে,
এমন সময় আর একটা নির্বোধ সিদ্ধান্ত নিল,
হ্যাঁ, তারা যাদের চলে যেতে অনুরোধ করেছিল,
পলাতক রূপে তাদের পিছনে ধাওয়া করল।
তেমন চরম অবস্থায় তাদের যোগ্য ভাগ্যই তাদের চালিত করছিল,
ফলে তারা যা ঘটেছিল সবই ভুলে গেল,
যাতে তাদের পীড়ার যা কিছু তখনও বাকি ছিল,
তা যেন তারা পূর্ণ মাত্রায় ভরে তোলে,
আর তোমার জনগণ অসাধারণ সেই যাত্রায় পা দিতে দিতে,
তারা যেন এক বিশেষ ধরনের মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।
কেননা সমগ্র সৃষ্টি তোমার আজ্ঞাগুলিতে বাধ্য হয়ে
তার নিজের স্বরূপটির নতুন এক রূপ আবার ধারণ করছিল,
যেন তোমার সন্তানেরা নিরাপদে রেহাই পায়।
শিবিরের উপরে ছায়া ছড়াতে মেঘটি ছিল,
আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে এখন শুষ্ক মাটি ভেসে উঠছিল,
লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল,
প্রচণ্ড তরঙ্গের স্থানে দেখ দিল সবুজ সমতল ভূমি;
তেমন আশ্চর্যময় অলৌকিক লক্ষণ বিস্ময়ের চোখে দেখতে দেখতে
তোমার হাত দ্বারা আশ্রিত হয়ে গোটা জনগণ পার হল।
চরে বেড়ায় এমন ঘোড়ার দলের মত,
আনন্দে লাফায় এমন মেষশিশুদের মত
তারা তোমার প্রশংসাগান করছিল, প্রভু,—তুমি যে তাদের নিস্তারকর্তা।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৯:৫,৭; সাম ৭৮:২০ দ্রঃ

প্ প্রভু, তোমার পুণ্যজনেরা তোমার আদেশমত অপরূপ যাত্রা শুরু করলেন; প্রবল তরঙ্গমালা থেকে নিরাপদ হয়ে রক্ষা পেলেন।
উ শুষ্ক মাটি ভেসে উঠল, লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল।
প্ দেখ, তিনি শৈলশিলা বিদীর্ণ করলেন, আর শৈল থেকে জল নির্গত হল, জলস্রোত উপচে পড়ল।
উ শুষ্ক মাটি ভেসে উঠল, লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'ঈশ্বর-ধ্যান' **১০**

সর্বশক্তিমান বাণী রাজাসন ছেড়ে নেমে এলেন

প্রভু, তোমারই তো পরিত্রাণ ও তোমার জনগণের উপরেই বিরাজিত তোমার আশীর্বাদ। আমরা তোমাকে ভালবাসতে পারি ও তোমার ভালবাসার পাত্র হতে পারি, এছাড়া তোমার পরিত্রাণ বা কী? এজন্য, প্রভু, তুমি তোমার ডান পাশের পুত্রকে, যে মানুষকে তুমি নিজের জন্য শক্তিশালী করেছিলে, তাঁকে যীশু অর্থাৎ পরিত্রাতা বলেই অভিহিত করতে ইচ্ছা করেছিলে, *কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন; আর*

অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই। ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রথমে ভালবেসেই তো তিনি তাঁকে ভালবাসতে আমাদের শেখালেন; আমাদের ভালবেসে ও আমাদের প্রেম করেই তিনি আমাদের উদ্দীপিত করলেন আমরা যেন তাঁকেই ভালবাসি যিনি চরম পর্যায়ে প্রথমে আমাদের ভালবাসলেন। মানবসন্তানদের মধ্যে ন্যায্যতা এরূপ: আমি তোমাকে ভালবাসি বিধায় তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু কাকে পাওয়া যায় যে বলবে: আমি তোমাকে ভালবাসি তুমি যেন আমাকে ভালবাস?

আর আসলে ঠিক তাই: তুমি প্রথমে আমাদের ভালবেসেছ আমরা যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি; আমাদের ভালবাসা যে তোমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল, তা তো নয়; বরং যে উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের গড়েছ, তোমাকে না ভালবেসে আমরা তা হতে পারতাম না—এজন্যই তুমি আমাদের ভালবেসেছ।

প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্য দিয়ে কথা ব'লে শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তুমি কথা বলেছ পুত্রেরই মধ্য দিয়ে, তোমার সেই বাণীর মধ্য দিয়ে *যাঁর দ্বারা গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, যাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনী আবির্ভূত হল।* তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে তুমি কথা বলেছ: একথার একমাত্র অর্থ হল, তুমি সূর্যের আলোতে অর্থাৎ প্রকাশ্যেই দেখিয়েছ তুমি আমাদের কতখানি আর কীভাবেই ভালবেসেছ—তুমি তোমার আপন পুত্রকে রেহাই দাওনি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিয়েছ; তিনিও আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

প্রভু, এ হল আমাদের প্রতি তোমার কথা, এ হল তোমার সর্বশক্তিমান বাণী যিনি *যখন সবকিছুর উপরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল,* অর্থাৎ যখন সবকিছু গভীর ভুলভ্রান্তির মধ্যে ছিল, তখন ভুলভ্রান্তির কঠোর ধ্বংসক রূপে, ভালবাসার কোমল প্রণেতার মত *রাজাসন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।*

আর তিনি যা কিছু করলেন, এমনকি অপমান পর্যন্ত, থুথু ও চপেটাঘাত পর্যন্ত, মৃত্যু ও সমাধি পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যা কিছু বললেন, এসব কিছুর একমাত্র অর্থ হল এ, সেই পুত্রে তুমি আমাদের কাছে কথা বলছিলে: তুমি আমাদের অনুনয় করছিলে, তোমার নিজের প্রতি আমাদের ভালবাসা জাগিয়ে তুলছিলে।

হে মানবাত্মার স্রষ্টা, হে পরমেশ্বর, তুমি তো জানতে, তেমন ভালবাসাকে জোর প্রয়োগ ক'রে নয়, কেবল অনুনয় করেই মানবসন্তানদের আত্মায় জাগরিত করা যেতে পারত; এও জানতে যে, যেখানে জোর প্রয়োগ রয়েছে সেখানে স্বাধীনতা নেই, যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে ন্যায্যতাও নেই। কিন্তু তুমি, হে ন্যায়বান প্রভু, ন্যায্যতা অনুসারেই আমাদের পরিত্রাণ করতে অভিপ্রেত ছিলে, কেননা তুমি কেবল ন্যায্যতা অনুসারেই মানুষকে ত্রাণ কর বা বিচার কর; হ্যাঁ, তুমি ন্যায় ও সুবিচার প্রতিপালন কর ও *ন্যায়বিচারক বলে বিচারাসনে আসীন হয়ে* তোমার সৃষ্ট ন্যায্যতা অনুসারেই বিচার সম্পন্ন কর, যাতে সমস্ত মুখ নিশ্চুপ হয়ে থাকে ও সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে, কারণ যাদের তুমি দয়া করতে ইচ্ছা কর তাদেরই দয়া কর, ও যাদের প্রতি করুণা দেখাতে ইচ্ছা কর, তাদেরই প্রতি করুণা দেখাও।

তুমি চেয়েছিলে, আমরা তোমাকে ভালবাসব—এই আমরা যারা তোমাকে ভাল না বাসলে ন্যায্যতা অনুসারে পরিত্রাণ পেতেও পারতাম না, তোমা থেকেই প্রেরণা না পেলে তোমাকে ভালওবাসতে পারতাম না। অতএব প্রভু, তোমার ভালবাসার প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—আর আমরাও যেমনটি বলে এলাম—প্রথমে তুমিই আমাদের ভালবেসেছ; আর যারা তোমাকে ভালবাসে, প্রথমে তুমিই তাদের সকলকে ভালবেসেছ।

শ্লোক ইসা ৫২:৯-১০; যোহন ৩:১৭

℟ প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন, যেরুসালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন। প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন।
℣ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।
℟ ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে।
℣ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

৩২শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ২:৮–৩:১১,১৫-২১

এজেকিয়েলকে আহ্বান

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তোমাকে আমি যা বলি, তা শোন, এবং এই বিদ্রোহী বংশের মানুষদের মত বিদ্রোহী হয়ো না; তাই এখন মুখ খোল, আমি তোমাকে যা দিতে যাচ্ছি, তা খাও।' আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, আমার প্রতি বাড়ানো একটা হাত; আর দেখ, সেই হাতে রয়েছে একটা পাকানো পুঁথি। তিনি আমার সামনে তা খুলে ধরলেন; পুঁথিটা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা—হাহাকার, বিলাপ, শোকের উক্তিই সেই লেখা!

তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তোমার সামনে যা রয়েছে, তা খাও, পাকানো পুঁথিটা খাও, পরে গিয়ে ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল।' আমি মুখ খুললাম, আর তিনি আমাকে সেই পুঁথি খেতে দিলেন; আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে এই যে পুঁথি দিচ্ছি, তা খেয়ে তোমার উদর পুষ্ট কর ও তোমার অন্ত্ররাজি ভরিয়ে তোল।' আমি তা খেলাম, আমার মুখে তা মধুর মত মিষ্টি লাগল।

পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এখন তুমি যাও, ইস্রায়েলকুলের কাছে গিয়ে আমার এই সব কথা জানাও, কারণ তুমি অদ্ভুত বা ভিন্ন ভাষার কোন জাতির কাছে নয়, ইস্রায়েলকুলের কাছেই প্রেরিত হচ্ছ; এমন অদ্ভুত ও ভিন্ন ভাষার বহুজাতির কাছেও তুমি প্রেরিত নও, যাদের কথা তোমার পক্ষে বোঝার অতীত; তাদেরই কাছে আমি যদি তোমাকে পাঠাতাম, তবে তারা তোমার কথায় অবশ্য কান দিত; কিন্তু ইস্রায়েলকুল তোমার কথা শুনতে চাইবে না, কারণ তারা আমার কথা শুনতে চায় না; হ্যাঁ, গোটা ইস্রায়েলকুল শক্তমনা ও কঠিন হৃদয়ের এক কুল। দেখ, আমি তোমার মুখ তাদের মুখের মত কঠোর করলাম, তোমাকে তাদের মত শক্তমনা করে তুললাম; যে হীরক চক্‌মকি পাথরের চেয়েও শক্ত, তারই মত আমি তোমাকে শক্তমনা করলাম। তাই তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের সামনে অভিভূত হয়ো না; তারা তো বিদ্রোহী বংশের মানুষ!'

পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা কিছু বলি, সেই সমস্ত বাণী তুমি হৃদয়ে গ্রহণ কর, সেই সমস্ত বাণী কান পেতে শোন, পরে যাও, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে, তোমার আপন জাতির মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে কথা বল। তারা শুনুক বা না শুনুক, তুমি তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন।'

আমি টেল-আবিবে এসে গেলাম, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে, যারা কেবার নদীর ধারে বসতি করেছিল; আর তারা যেখানে বাস করছিল, সেখানে আমি স্তব্ধ অবস্থায় তাদের মাঝে সাত দিন থাকলাম।

এই সাত দিন শেষে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করবে। যখন আমি দুর্জনকে বলি, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি যদি এই বিষয়ে তাকে সতর্ক না কর; এবং সেই দুর্জন যেন তার কুপথ ছেড়ে নিজের প্রাণ বাঁচায় তুমি যদি সাবধান বাণীর মত তাকে কিছু না বল, তবে সেই দুর্জন তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! তবু তুমি দুর্জনকে সতর্ক করলে সে যদি নিজের দুষ্কর্ম ও কুপথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে।

আবার, কোন ধার্মিক মানুষ যদি তার নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, আমি তার জন্য বিঘ্ন ঘটাব আর সে মরবে; তুমি তাকে সতর্ক না করার ফলে সে তার নিজের পাপের কারণে মরবে, ও তার সাধিত শুভকর্মের কিছুই স্মরণে থাকবে না; কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! তবু তুমি ধার্মিক

মানুষকে পাপ না করতে সতর্ক করলে সে যদি পাপ না করে, তবে তাকে সতর্ক করা হয়েছে বলে সে অবশ্য বাঁচবে আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে।'

শ্লোক এজে ৩:১৭; ২:৬; ৩:৮

প্র আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করবে।
উ তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের কথায়ও ভীত হয়ো না।
প্র দেখ, আমি তোমার মুখ তাদের মুখের মত কঠোর করলাম, তোমাকে তাদের মত শক্তমনা করে তুললাম।
উ তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের কথায়ও ভীত হয়ো না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকদের বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৪৬:১-২

আমরা পালক বটে, কিন্তু আগে খ্রীষ্টান

আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা খ্রীষ্টেই স্থাপিত, ও তিনি নিজেই আমাদের প্রকৃত ও পরিত্রাণদায়ী গৌরব, একথা তোমাদের জানা, কারণ তোমরা তাঁরই মেষপালে রয়েছ যিনি ইস্রায়েলের কথা শোনেন ও তাকে চারণ করেন। কিন্তু তবু, যেহেতু এমন পালকেরা রয়েছেন, যাঁরা পালক নামটা শুনতে চান কিন্তু পালকের কর্তব্য পালন করতে চান না, সেজন্য নবী এজেকিয়েল দ্বারা তাঁদের কাছে কী বলা হয়, তার পর্যালোচনা করি। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন, আমরা সকম্পেই শুনব।

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; ভবিষ্যদ্বাণী দাও, সেই পালকদের বল ...; এ পাঠ এইমাত্র পাঠ করে শোনানো হয়েছে, ও আমরা সকলে তা শুনেছি, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাদের সঙ্গে এবিষয়ে সহভাগিতা করব। আমরা নিজেদের কথা না বললে, তবে ঈশ্বর নিজেই সহায়তা করবেন যাতে সত্য বাণী বলি, কেননা যদি নিজেদের কথা বলতাম, তাহলে এমন পালক হতাম যাঁরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই পালন করেন; কিন্তু আমরা যা বলি তা যদি তাঁরই, তাহলে তিনি নিজেই যে কোন একজনের মধ্য দিয়ে তোমাদের পালন করবেন। *প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্‌, যারা নিজেদেরই পালন করছে! এ কি বরং উচিত নয় যে, পালকেরা মেষগুলিকেই পালন করবে?* অর্থাৎ কিনা, নিজেদের নয়, মেষগুলোকেই পালন করা পালকদের কর্তব্য। এ হল সেই পালকদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, তারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই পালন করছে। যারা নিজেদের পালন করে, তারা কারা? তারাই, যাদের বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *ওরা সকলে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, যীশুখ্রীষ্টের স্বার্থ নিয়ে নয়।*

এখন, এই আমরা, প্রভু যাদের নিজেদের পুণ্যকর্মের ফলে নয়, তাঁর আপন প্রসন্নতায় এই এমন স্থানেই নিযুক্ত করেছেন যা বিষয়ে কড়া জবাবদিহি দিতে হবে, এই আমাদের পক্ষে দু'টো বিষয় সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা উচিত: প্রথমত, আমরা খ্রীষ্টান; দ্বিতীয়ত, আমরা অধ্যক্ষ। আমরা যে খ্রীষ্টান, তা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়; আমরা যে অধ্যক্ষ, তা তোমাদের লক্ষ করে। খ্রীষ্টান হওয়ায় আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণই লক্ষ্য; অধ্যক্ষ হওয়ায় তোমাদের কল্যাণই লক্ষ্য।

আর বহু খ্রীষ্টভক্ত রয়েছে বটে, যারা অধ্যক্ষ না হয়েও সম্ভবত সহজতর পথে চলে, ও তাদের দায়িত্ব যত লঘুভার তত দ্রুত পদক্ষেপে ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছে। কিন্তু আমাদের বেলায় আগে খ্রীষ্টান হিসাবেই ঈশ্বরের কাছে ব্যক্তিগত জীবনের জবাবদিহি দিতে হবে, তারপরে অধ্যক্ষও হওয়ায় আমাদের সেবাকর্ম বিষয়ে জবাবদিহি দিতে হবে।

শ্লোক সাম ২৩:১-২,৩

প্র প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার;
উ আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে।
প্র তাঁর নামের খাতিরে তিনি আমায় চালনা করেন ধর্মপথে;

℟ আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ মা ১:১-২৪

মাসিডনীয় আলেক্‌জান্দার ও তাঁর বংশধরেরা

ফিলিপের সন্তান মাসিডনীয় আলেক্‌জান্দার কিত্তিম অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার পর ও পারসিকদের ও মেদীয়দের রাজা দারিউসকে পরাজিত করার পর গ্রীস থেকে শুরু করে তাঁর পদে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। তিনি বহু যুদ্ধ-সংগ্রাম করলেন, বহু দুর্গ দখল করে নিলেন, এবং পৃথিবীর রাজাদের হত্যা করলেন; এইভাবে বহু জাতির সম্পদ লুট করতে করতে তিনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্তই এলেন। তাঁর সামনে পৃথিবী নিস্তব্ধতায় পড়ল, আর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হৃদয় গর্বে স্ফীত হল। তিনি বিপুল সৈন্যদল জড় করে বহু অঞ্চল, জাতি ও নৃপতিকে জয় করলেন, আর তারা তাঁর করদাতা প্রজা হয়ে পড়ল। এই সমস্ত কিছুর পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তিনি বুঝতে পারলেন, মৃত্যু অবধারিত। তখন তিনি, তাঁর যৌবনকাল থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রধান অধিনায়কদের কাছে আহ্বান করলেন, আর তিনি জীবিত থাকতেই তাঁদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করলেন। বারো বছর রাজত্ব করার পর আলেক্‌জান্দার মারা গেলেন। তাঁর সেই সহকারীরা—এক একজন নিজ নিজ অঞ্চলে—কর্তৃত্ব নিলেন; তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা সকলে মাথায় রাজমুকুট নিলেন, আর তাঁদের পরে তাঁদের সন্তানেরাও—বহু বছর ধরে। তাতে পৃথিবীর উপরে অমঙ্গল বৃদ্ধি পেল।

তাঁদের মধ্য থেকে ধূর্ত একটা মূলের উদয় হল, অর্থাৎ রাজা আন্তিওখসের সন্তান আন্তিওখস এপিফানেস; তাঁকে একসময়ে রোমে জামিন হয়ে থাকতে হয়েছিল, পরে, গ্রীক সাম্রাজ্যের একশ' সপ্তত্রিংশ বছরে, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। সেসময়েই ইস্রায়েল থেকে ধর্মত্যাগী সন্তানদের উদয় হল, তারা বহু লোকের মন জয় করে বলছিল, 'চল, আমাদের আশেপাশের বিজাতীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি, কারণ ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আমাদের যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটেছে।' তাদের বিবেচনায় প্রস্তাবটি উত্তম মনে হল; আর জনগণের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক উৎসাহের সঙ্গে রাজার কাছে গেল, আর তিনি বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে চলার অনুমতি দিলেন। তাই বিজাতীয়দের প্রথামত তারা যেরুসালেমে ব্যায়াম-আগার তৈরি করল, পরিচ্ছেদনের দাগ ঠিক করে নিল, পবিত্র সন্ধি পরিত্যাগ করল, বিজাতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করল, অনিষ্ট সাধনের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা করল।

আন্তিওখসের হাতে রাজ্য একবার সুদৃঢ় হলে তিনি দু'টো রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করার জন্য মিশরকেও জয় করার অভিপ্রায় করলেন; তাই তিনি বিপুল সৈন্যদল, বহু বহু রথ, হাতি, অশ্বারোহীদল ও বিরাট নৌবাহিনীর সঙ্গে মিশরে প্রবেশ করে মিশর-রাজ তলেমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তলেমি তাঁর সামনে দাঁড়াতে না পারায় পালিয়ে গেলেন, আর অনেকে মারা পড়ল। তারা মিশরের সুরক্ষিত নগরগুলোকে দখল করে নিল, এবং আন্তিওখস মিশর দেশ লুট করলেন। মিশরকে জয় করার পর—একশ' তেতাল্লিশ সালে—আন্তিওখস ফেরার পথে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে ইস্রায়েল ও যেরুসালেমের দিকেই এগিয়ে গেলেন।

স্পর্ধাভরে পবিত্রধামে প্রবেশ করে তিনি তার সোনার যজ্ঞবেদি, সমস্ত পাত্র সমেত আলোর জন্য দীপাধার তুলে নিয়ে গেলেন; সেইসঙ্গে ভোগ-রুটির নিত্য নৈবেদ্যের মেজ, পানীয় নৈবেদ্যের যত পাত্র, বাটিগুলি, সমস্ত সোনার ধূপদানি, পরদা, মুকুটগুলো ও মন্দিরের অগ্রভাগের সোনার ভূষণও তুলে নিয়ে গেলেন—মন্দিরের সবকিছুই কেড়ে নিলেন; যত সোনা, রুপো ও বহুমূল্য জিনিস-পত্র জোর করে নিলেন, যত গুপ্ত ধন খুঁজে বের করতে পারলেন তাও তুলে নিলেন; শেষে এই সমস্ত কিছু জড় করে নিজ অঞ্চলে ফিরে গেলেন। তিনি অনেক হত্যাকাণ্ডও ঘটালেন, ও মহাস্পর্ধাভরেই কথা বললেন।

শ্লোক ২ মা ৭:৩৩; হিব্রু ১২:১১

℣ আমাদের শাস্তি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে জীবনময় প্রভু ক্ষণিকের মত আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ;

℟ তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন।

প্র শাসনের সময়ে শাসন দুঃখেরই বিষয় মনে হয়, কিন্তু পরে এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল ;
উ তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৭৮

শান্তি অগ্রসর করা

শান্তি কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, কেবল বিরোধী শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখায়ও গণ্ডিবদ্ধ নয়, স্বৈরশাসন থেকেও উদিত নয়, বরং *ন্যায়ের কর্মফল* বলেই ন্যায়সঙ্গত ও সূক্ষ্ম ভাবে অভিহিত। শান্তি হল সেই সুবিন্যস্ত ব্যবস্থার ফল, যা স্বয়ং ঐশপ্রতিষ্ঠাতা মানবসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, ও যা সেই সকল মানুষ কাজে বাস্তবায়িত করবে যারা নিত্য বৃদ্ধিশীল ন্যায়ের জন্য পিপাসিত। মানবজাতির সাধারণ মঙ্গল তার নিজের মূলতত্ত্বে সনাতন বিধান দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বটে, কিন্তু তার বাস্তব নানা প্রয়োজন ক্ষেত্রে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেও নিরন্তর পরিবর্তনের অধীন, যার ফলে শান্তি এমন বস্তু কখনও হতে পারে না যা একবার চিরকালের মত অর্জিত হয়েছে, শান্তিকে বরং অবিরতই গড়ে তুলতে হবে। আর যেহেতু মানব-ইচ্ছা দুর্বল, এমনকি পাপ দ্বারা বিক্ষত, সেজন্য শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন রয়েছে, প্রত্যেকে নিষ্ঠাবান হয়ে নিজ কামনা-বাসনা সংযম করবে ও বৈধ কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকবে।

তথাপি এ যথেষ্ট নয়। তেমন শান্তি এ পৃথিবীতে লাভ করা যাবে না, যদি ব্যক্তির মঙ্গল নিয়ত সুরক্ষিত না হয় ও সকল মানুষ আস্থার সঙ্গে নিজ নিজ প্রাণের ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য একে অপরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সহভাগিতা না করে। অপর ব্যক্তিকে ও অপর জাতিকে ও তাদের মর্যাদা শ্রদ্ধা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত, ও ভ্রাতৃত্বের অনুশীলনে অবিরাম প্রচেষ্টা শান্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্যাবশ্যক। এভাবে শান্তি সেই ভালবাসারও ফলস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, যে ভালবাসা ন্যায়ের অবদান অতিক্রম করে।

পার্থিব শান্তি ভ্রাতৃপ্রেম থেকে উদ্গত, আর তেমন শান্তি হল পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্গত সেই খ্রীষ্টেরই শান্তির প্রতীক ও তার ফল। কেননা শান্তিরাজ সেই দেহধারী পুত্র নিজেই নিজ ক্রুশ দ্বারা সকল মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, ও এক-জাতিতে ও একদেহে সকলের ঐক্য ফিরিয়ে দেওয়ায় নিজ মাংসে হিংসা সংহার করলেন, ও পুনরুত্থানের গৌরবে মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার আত্মাকে সঞ্চার করলেন।

এজন্য সকল খ্রীষ্টভক্ত গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান পেয়েছে, তারা যেন *ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে* শান্তি যাচ্না ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য সত্যকার শান্তিকামী মানুষদের সঙ্গে মিলিত হয়। একই আত্মায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা তাদের প্রশংসা না করে পারি না, যারা নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য সহিংস পন্থা অস্বীকার ক'রে সেই আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করে যা অধিক দুর্বলদের পক্ষেও সম্ভব—অবশ্য তেমনটি যদি অপর ব্যক্তির বা সমাজের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে কোন ক্ষতি না ঘটিয়েই করা যেতে পারে।

শ্লোক ১ বংশ ২৯:১১; ২ মা ১:২৪ দ্রঃ

প্র তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার ; সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত ;
উ আমাদের দিনে শান্তি দান কর।
প্র প্রভু পরমেশ্বর, তুমি বিশ্বস্রষ্টা, ভয়ঙ্কর ও পরাক্রমী, ন্যায়বান ও দয়াময় ;
উ আমাদের দিনে শান্তি দান কর।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৫:১-১৭

যেরুসালেমের বিনাশ প্রতীক-চিহ্নের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তুমি একটা ধারালো খড়্গা নিয়ে তা নাপিতের ক্ষুরের মত ব্যবহার করে তোমার মাথা ও দাড়ি খেউরি কর; পরে নিক্তি নিয়ে সেই কাটা চুল ভাগ ভাগ কর। তার তিন ভাগের এক ভাগ তুমি নগরীর অবরোধের শেষ কালে নগরীর মাঝখানে আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর এক ভাগ নিয়ে নগরীর চারদিকে খড়্গা দ্বারা কুটিকুটি করবে, আর বাকি ভাগটা বাতাসে উড়িয়ে দেবে, তখন আমি তাদের পিছু পিছু খড়্গা নিষ্কোষিত করব। আবার তুমি তার স্বল্পসংখ্যক চুল নিয়ে তোমার চাদরের অঞ্চলে তা বেঁধে রাখবে, এবং তার আর একটুকু নিয়ে আগুনে ফেলে পুড়িয়ে দেবে। তা থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা সমগ্র ইস্রায়েলকুলের উপরে নেমে পড়বে।

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এ-ই সেই যেরুসালেম, যাকে আমি বিজাতীয়দের মাঝে স্থাপন করেছি, ও যার চারদিকে নানা দেশ রেখেছি; কিন্তু সেই বিজাতীয়দের চেয়ে সে আরও ধূর্ততার সঙ্গে আমার বিধিনিয়মের প্রতি, ও তার চারদিকের দেশগুলোর চেয়ে আমার নিয়মনীতির প্রতি আরও বিদ্রোহী হয়েছে; হ্যাঁ, তারা আমার নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেছে ও আমার বিধিপথে চলেনি।

এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমরা চারদিকের জাতিগুলির চেয়ে বেশি গোলযোগ করেছ, আমার বিধিপথে চলনি, আমার নিয়মনীতি পালন করনি, এমনকি তোমাদের চারদিকের জাতিগুলির নিয়মনীতি অনুসারেও চলনি, সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমিও এখন তোমার বিপক্ষে! আমি জাতিসকলের চোখের সামনে তোমার উপর বিচার সাধন করব। তোমার জঘন্য কাজের জন্য আমি তোমার মধ্যে এমন কিছু ঘটাব, যা কখনও ঘটাইনি আর কখনও ঘটাব না। ফলে তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানদের খেয়ে ফেলবে, ও সন্তানেরা নিজ নিজ পিতাদের খেয়ে ফেলবে। আমি তোমার উপর বিচার সাধন করব, ও তোমার যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবই বাতাসে ছড়িয়ে দেব।

আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যখন তুমি তোমার ঘৃণ্য কর্ম ও সমস্ত জঘন্য বস্তু দ্বারা আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছ, তখন আমিও সবকিছু খেউরি করব, আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না। তোমার লোকদের তিন ভাগের এক ভাগ মহামারীতে মরবে কিংবা তোমার মধ্যে ক্ষুধায় নিঃশেষিত হবে; আর এক ভাগ তোমার চারদিকে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; এবং শেষ ভাগকে আমি চারদিকে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের পিছু পিছু খড়্গা নিষ্কোষিত করব।

প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি আমার ক্রোধ ঝেড়ে যাব, ও তাদের উপর আমার রোষ বহাল রাখব; আর যখন আমার রোষ পরিতৃপ্ত হবে, তখন তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভু উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায়ই কথা বলেছি।

আমি চারদিকের জাতিগুলির মধ্যে, সকল পথিকের চোখের সামনে তোমাকে মরুপ্রান্তর ও বিতৃষ্ণার বস্তু করব। হ্যাঁ, তুমি তোমার চারদিকের জাতিগুলির কাছে বিতৃষ্ণা ও টিটকারি, দৃষ্টান্ত ও বিভীষিকার বিষয় হবে, কারণ আমি ক্রোধ, রোষ ও ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে তোমার উপর বিচার সাধন করব—আমি, প্রভু, একথা বললাম! তাদের উপরে আমি দুর্ভিক্ষের মারাত্মক তীর ছুড়ব, সেগুলো তোমাদের বিনাশ করবে, কেননা আমি তোমাদের বিনাশের জন্যই সেগুলোকে প্রেরণ করব; তখন আমি তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের চাপ আরও ভারী করব, ও তোমাদের অন্নভাণ্ডার উচ্ছেদ করব। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও বন্যজন্তু পাঠাব; সেগুলো তোমাকে নিঃসন্তান করবে; মহামারী ও হত্যাকাণ্ড তোমার মধ্য দিয়ে যাবে, আর সেইসঙ্গে আমি তোমার উপরে খড়্গা ডেকে আনব। আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

শ্লোক লুক ১৩:৩৪; এজে ৫:১৪

প্র হায় যেরুসালেম, যেরুসালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল,

উ আমি কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!

প্র আমি চারদিকের জাতিগুলোর মধ্যে তোমাকে মরুপ্রান্তর ও বিতৃষ্ণার বস্তু করব।

উ আমি কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকদের বিষয়ক উপদেশ'   উপদেশ ৪৬:৩-৪

নিজেদের পালন করে এমন পালকদের বিষয়

সুতরাং এসো, দেখি সেই ঐশবাণী, যিনি কারও তোষামোদ করেন না, সেই পালকদের তিনি কী বলেন যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই পালন করে: *তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে হত্যা কর, কিন্তু পালকে প্রতিপালন কর না। যে মেষগুলি দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের যত্ন করনি, যেগুলি ক্ষত-বিক্ষত, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি, বরং নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার চালিয়েই তাদের শাসন করেছ। পালকের দোষে মেষগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে; তারা বন্যজন্তুদের শিকার হয়েছে: হ্যাঁ, তারা এখন বিক্ষিপ্ত।*

যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই পালন করে, তাদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের দাবি ও তাদের অবহেলার বিষয় উত্থাপিত। তারা কী দাবি করে? *তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর।* এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *কেইবা আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু তার ফল খায় না? আবার, কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ খায় না?* এতে আমরা উপলব্ধি করি যে, দুধ বলতে সেই সমস্ত কিছু বোঝায় যা ঈশ্বরের জনগণ পার্থিব খাদ্য যোগাবার লক্ষ্যে আপন অধ্যক্ষদের দান করে থাকে। উপরোক্ত বাণী দ্বারা প্রেরিতদূত ঠিক একথা ইঙ্গিত করছিলেন।

যদিও প্রেরিতদূত নিজের হাতের শ্রম দ্বারাই নিজেকে ভরণপোষণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও নিজের জন্য মেষদের কাছ থেকে দুধ কখনও দাবি করেননি, তথাপি দুধ পাবার অধিকার আদায় করলেন, কারণ প্রভু এমন ব্যবস্থা জারি করেছিলেন যাতে যারা সুসমাচার প্রচার করে তাদের জীবিকা সুসমাচার থেকে হয়। আর এবিষয়ে প্রেরিতদূত ঘোষণা করলেন যে, অন্য প্রেরিতদূতেরা নিজেদের ক্ষেত্রে এ অধিকার বলবৎ করেছিলেন, কেননা তেমন অধিকার অন্যায়-গৃহীত নয়, কিন্তু বৈধ। তবু নিজের ক্ষেত্রে তিনি এতদূরে গিয়েছিলেন যে, নিজের প্রাপ্য পর্যন্তও গ্রহণ করেননি। সুতরাং তিনি নিজের প্রাপ্যও দান করলেন, কিন্তু অপর প্রচাকরকেরা অপ্রাপ্য কিছু দাবি করেননি; তিনি এমনি বেশি দূরে গিয়েছিলেন। এমনটি কি হতে পারে যে, যে ব্যক্তি অসুস্থকে সারাইখানায় নিয়ে গিয়ে বলেছিল, *ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব,* সে কি প্রেরিতদূতের এ প্রকার ব্যবহার ইঙ্গিত করছিল?

যারা মেষগুলোর কাছ থেকে দুধ দাবি করে না, তাদের বিষয়ে আর কী বলব? তারা অন্যদের চেয়ে দয়াবান, এমনকি তারা পালকীয় ভূমিকা অন্যদের চেয়ে উদারভাবে পালন করে। তারা পারে, আর যা পারে তা করে। এদের প্রশংসা হোক, কিন্তু অপর ব্যক্তিরা যেন দন্ডিত না হয়। বস্তুতপক্ষে প্রেরিতদূতও নিজ প্রাপ্যের খোঁজে বেড়াতেন না; তবু ইচ্ছা করছিলেন, মেষগুলো দানশীল হবে, তাদের প্রাচুর্য থাকলে যেন কৃপণ না হয়।

শ্লোক এজে ৩৪:১৫-১৬

প্র আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

উ যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব।

প্র যেটা ক্ষত-বিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব।

উ যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ মা ১:৪১-৬৪

আন্তিওখসের নির্যাতন

সেসময়, রাজা আন্তিওখস তাঁর সমস্ত রাজ্যে এই আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠালেন যে, সকলকেই এক জাতি হয়ে উঠতে হবে, প্রত্যেককে নিজস্ব বিধিনিয়ম ত্যাগ করতে হবে। বিজাতীয়রা সকলে রাজার এই আজ্ঞা মেনে নিতে রাজি হল; বহু ইস্রায়েলীয়ও তাঁর উপাসনা-রীতি পালন করতে সম্মত হল, এবং দেব-দেবীর কাছে বলি উৎসর্গ করল ও সাব্বাৎ লঙ্ঘন করে তা কলুষিত করল। তাছাড়া রাজা রাজদূতদের মধ্য দিয়ে যেরুসালেমে ও যুদার শহরগুলিতে আরও আজ্ঞাপত্র পাঠিয়ে তাদের এই হুকুম দিলেন যে, তাদের দেশ-বিরোধী ভিনদেশীয় প্রথা মেনে নিতে হবে, পবিত্রধামে আহুতি, যজ্ঞবলি-উৎসর্গ ও পানীয় নৈবেদ্য সবই বন্ধ করতে হবে, সাব্বাৎ ও পর্বোৎসবগুলো লঙ্ঘন করতে হবে, পবিত্রধাম ও পবিত্র সবকিছু কলুষিত করতে হবে, দেব-দেবীর উদ্দেশে বেদি, মন্দির ও দেবালয় গড়ে তুলে সেখানে শূকরের ও অশুচি পশুর মাংস বলিরূপে উৎসর্গ করতে হবে, তাদের ছেলেদের অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় রেখে যত রকম অশুচিতা ও জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে দিতে হবে, যেন বিধানের কথা আর স্মরণে না থাকে ও যত প্রথার পরিবর্তন ঘটে; যে কেউ রাজার আজ্ঞা মেনে নেবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। তাঁর রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এপ্রকার আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠিয়ে তিনি সমগ্র জনগণের উপরে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন, ও যুদার শহরগুলোকে আদেশ দিলেন, যেন লোকে শহরে শহরে বলি উৎসর্গ করে। লোকদের মধ্যে অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল—অর্থাৎ তারাই, যারা বিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক—আর তারা দেশে অধর্ম সাধন করল, এবং তাই করে ইস্রায়েলকে যত সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলে লুকোতে বাধ্য করল।

একশ' পঁয়তাল্লিশ সালের কিস্‌লেভ মাসের পঞ্চদশ দিনে রাজা আহুতি-বেদির উপরে সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু গড়ে তুললেন; যুদার নিকটবর্তী সমস্ত শহরেও বেদি স্থাপন করা হল, এবং বাড়ি-ঘরের দরজায় দরজায় ও রাস্তা-ঘাটে ধূপ জ্বালানো হল। যত বিধান-পুস্তক পাওয়া যেত, তা ছিঁড়ে ফেলে আগুনে দেওয়া হত। কারও হাতে যদি কোন সন্ধি-পুস্তক পাওয়া যেত, কিংবা কেউ যদি বিধান-পথে চলত, তাহলে রাজার আদেশে তার প্রাণদণ্ড হত। মাসের পর মাস ধরে তারা ইস্রায়েলের শহরগুলোতে যত অপরাধীকে খুঁজে বের করে তাদের কঠোর শাস্তি দিত; আহুতি-বেদির উপরে যে বেদি গড়ে তোলা হয়েছিল, প্রত্যেক মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তার উপরে বলি উৎসর্গ করা হত। যারা নিজেদের ছেলে পরিচ্ছেদিত করিয়েছিল, রাজাজ্ঞা অনুসারে সেই সকল স্ত্রীলোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত; তাদের কোলে ঝোলা বাচ্চারা, তাদের পরিজনেরা, এবং যারা পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা পালন করেছিল, এদের সকলকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। কিন্তু তবুও ইস্রায়েলে অনেকেই অশুচি পশুর মাংস না খাবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহ ও সাহস দিল; তেমন খাবার খেয়ে নিজেদের কলুষিত করার চেয়ে ও তাই করে পবিত্র সন্ধি অমর্যাদা করার চেয়ে তারা মৃত্যুভোগ করতে প্রীত হল, আর ঠিক এজন্যই তারা মরল। সত্যি! ইস্রায়েলের উপরে প্রচণ্ড ক্রোধের আঘাত নেমে পড়ল।

শ্লোক দা ৯:১৮; শিষ্য ৪:২৯ দ্রঃ

℟ চোখ উন্মীলিত করে আমাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ: দেশগুলো আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলেছে।
℣ হাত বাড়িয়ে দাও, আমাদের ত্রাণ করতে এসো।
℟ ওদের হুমকির দিকে তাকাও, এবং এমনটি দাও, যেন তোমার এই সকল দাস সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে তোমার বাণী প্রচার করতে পারে।
℣ হাত বাড়িয়ে দাও, আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৮২-৮৩

শান্তি-নবচেতনায় মন গঠন করা দরকার

জাতিগুলোর শাসনে ভারপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁরা নিজ জাতির সাধারণ কল্যাণের সঙ্গে জড়িত ও

একইসঙ্গে বিশ্বজগতের কল্যাণের অগ্রগতির জন্যও সচেষ্ট, তাঁরা জনসাধারণের মতামত ও তাদের মনোভাবের উপরে অধিক নির্ভরশীল। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের প্রবৃত্ত থাকা অর্থহীন হবে যে পর্যন্ত বিরোধিতা, অবজ্ঞা ও সন্দেহের ভাব, এবং বর্ণবাদী ঘৃণা ও একগুঁয়ে মতবাদ মানুষকে বিভক্ত ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী করে। এজন্য মানুষের মনের নবায়িত শিক্ষা ও জনমতে নতুন প্রেরণার প্রয়োজনীয়তা একান্ত জরুরী।

যাঁরা শিক্ষাদানে ব্রতী, বিশেষভাবে যৌবনেরই শিক্ষাদানে ব্রতী, কিংবা যাঁরা জনমত গঠনে নিয়োজিত, তাঁরা সকলের মনের মধ্যে শান্তি-নবচেতনা সঞ্চার করা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে জ্ঞান করবেন। আমাদের সকলকেও কিন্তু নিজ নিজ হৃদয় এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যাতে সমগ্র জগতের দিকে লক্ষ রাখি ও সেই সমস্ত ভূমিকার দিকেও দৃষ্টি রাখি, যা আমরা সকলে একসাথেই গ্রহণ করতে পারি, যেন এ মানবজাতি শ্রেয়তর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারে। আর আমরা যেন কোন মিথ্যা প্রত্যাশায় প্রবঞ্চিত না হই! কেননা শত্রুতা ও হিংসা পরিত্যক্ত হলে যদি ভবিষ্যতে সার্বজনীন শান্তি সংক্রান্ত দৃঢ় ও সৎ সন্ধি স্থাপন করা না হয়, তবে যে মানবজাতি বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য সাফল্য সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ভুগছে, সেই মানবজাতি হয় তো সেই ভয়াবহ ক্ষণের দিকে চালিত হবে যখন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শান্তি ছাড়া অন্য শান্তি ভোগ করবে না। তথাপি, এ সমস্ত কথা স্মরণ করতে করতেও এ যুগের দুশ্চিন্তার মাঝে অধিষ্ঠিত খ্রীষ্টমণ্ডলী সুদৃঢ় আশা পোষণ করে চলে, কখনও ক্ষান্ত হয় না। আমাদের যুগের মানুষের কাছে সে উত্তরোত্তর সময়ে অসময়ে প্রেরিতদূতের বাণী উপস্থাপন করতে অভিপ্রেত: হৃদয় পরিবর্তনের জন্য *দেখ, এখন তো গ্রহণযোগ্য সময়; দেখ, এখন তো পরিত্রাণের দিন।*

শান্তি গড়ে তোলার কাজে সর্বপ্রথমে এ প্রয়োজন রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে অশান্তির সমস্ত কারণ, বিশেষভাবে অন্যায্য সমস্ত কারণ উৎপাটন করতে হবে, কেননা এ কারণগুলোই যুদ্ধ পোষণ করে। এ কারণগুলোর বেশ কয়েকটা অতিরিক্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে, আবার প্রয়োজনীয় প্রতিকারের বিলম্ব থেকেও উদ্গত। অন্য কারণগুলো প্রভুত্ব-মনোভাব ও মানুষের প্রতি ঘৃণা থেকে উদিত; আর যদি গভীরতর কারণের অনুসন্ধান করি, তবে তা হিংসা, মানুষের প্রতি অবিশ্বাস, গর্ব ও অহঙ্কার সংক্রান্ত যত ভাবাবেগ থেকেই নির্গত।

কিন্তু মানুষ তত বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে পারে না, ফলে কোন যুদ্ধ না দেখা দিলেও জগৎ নানা তর্কাতর্কি ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অবিরতই জর্জরিত। আর যেহেতু উপরোক্ত অমঙ্গলগুলো বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও বিদ্যমান, সেজন্য তেমন অমঙ্গল জয় করতে ও তা যাতে না ঘটে পূর্বব্যবস্থা অবলম্বন করতে, এবং উচ্ছৃঙ্খল হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড দমন করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পক্ষে শ্রেয়তর ও দৃঢ়তর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবলম্বন করা একান্ত দরকার; একই উদ্দেশ্যে অক্লান্তভাবে চেষ্টা চালাতে হবে, যাতে এমন সংস্থাগুলো সৃষ্টি করা হয়, যা শান্তির অগ্রগতির জন্য উপযোগী।

শ্লোক সিরা ২৩:২; ইসা ৪৯:৮; ৩৭:৩৫; সাম ৩৪:১৫ দ্রঃ

প্ প্রভুর উক্তি: আমি তোমার হৃদয়ে প্রজ্ঞা-মনোভাব রেখে দিয়েছি; আমি তোমাকে শুনেছি:
উ আমি তোমাকে রক্ষা করব, ও তোমার সমস্ত দিনে তোমাকে শান্তি দান করব।
প্ পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।
উ আমি তোমাকে রক্ষা করব, ও তোমার সমস্ত দিনে তোমাকে শান্তি দান করব।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৮:১-৬,১৬–৯:১১

পাপিষ্ঠা যেরুসালেমের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা

ষষ্ঠ বছরের ষষ্ঠ মাসে, সেই মাসের পঞ্চম দিনে, আমি ঘরে বসে ছিলাম ও যুদার প্রবীণেরা আমার সামনে বসে ছিলেন, এমন সময় সেখানে প্রভু পরমেশ্বরের হাত হঠাৎ আমার উপর নেমে এল। তখন আমি চেয়ে

দেখলাম, আর দেখ, সেখানে মানুষের মত দেখতে কোন একটা কিছু ছিল; দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে দেহের নিচ পর্যন্ত আগুন ছিল; এবং কোমর থেকে উপর পর্যন্ত দীপ্তিময় পিতলের মত জ্যোতির্ময় ছিল। হাতের মত কোন একটা কিছু বাড়ানো হল, আর তা আমার মাথার চুল ধরল; এবং আত্মা আমাকে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখান পথে তুলে ঐশ্বরিক দর্শনযোগে যেরুসালেমে, উত্তরমুখী ভিতর-প্রাঙ্গণের প্রবেশস্থানে নিয়ে গেল, যেখানে সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, যা উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা উত্তেজিত করে। আর দেখ, সেখানে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব উপস্থিত; উপত্যকায় যা দেখেছিলাম, এ দেখতে তার মত ছিল। তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, চোখ তুলে উত্তরদিকে তাকাও।' আমি উত্তরদিকে চোখ তুললাম, আর দেখ, যজ্ঞবেদি-দ্বারের উত্তরে, ঠিক প্রবেশস্থানেই, সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি উপস্থিত। তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এরা কী করছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? আমার পবিত্রধাম থেকে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য ইস্রায়েলকুল এখানে কেমন অধিক জঘন্য কর্ম করছে! অথচ তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

পরে তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের ভিতর-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের প্রবেশস্থানে, বারান্দা ও যজ্ঞবেদির মাঝখান জায়গায়, প্রায় পঁচিশজন পুরুষ রয়েছে; তারা প্রভুর মন্দিরের দিকে পিঠ ও পুবদিকে মুখ ফিরিয়ে পুবদিকে সূর্যের উদ্দেশে প্রণিপাত করছে। তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি এ কি দেখতে পেলে? এখানে যুদাকুল যে জঘন্য কর্ম সাধন করছে, তাদের পক্ষে কি তা এতই সামান্য ব্যাপার যে, আমার ক্রোধ জাগাবার জন্য দেশকেও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ করছে? দেখ, তারা নিজ নিজ নাকে সেই পবিত্র পল্লব দিচ্ছে! তাই আমিও রোষভরে ব্যবহার করব। আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তারা আমার কানে তীব্র চিৎকার শোনাতে থাকুক, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনব না।'

তখন এক উদাত্ত কণ্ঠ আমার কানে চিৎকার করে বলল: 'তোমরা যারা নগরীকে শাস্তি দিতে নিযুক্ত, এগিয়ে এসো, প্রত্যেকে নিজ নিজ সর্বনাশা অস্ত্র হাতে করে এসো।' আর দেখ, উত্তরমুখী উপরের তোরণদ্বার থেকে ছ'জন পুরুষ এগিয়ে এল, তাদের প্রত্যেকের হাতে সর্বনাশা অস্ত্র ছিল; তাদের মাঝখানে ক্ষোমবস্ত্র পরা আর একজন পুরুষ ছিল, তার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল। তারা ভিতরে এসে ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদির পাশে দাঁড়াল।

তখন ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব যে খেরুবদের উপরে ছিল, তা থেকে উঠে গৃহের প্রবেশদ্বারের দিকে গেল। তিনি সেই ক্ষোমবস্ত্র পরা পুরুষকে ডাকলেন, যার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল। প্রভু তাকে বললেন: 'নগরীর মধ্য দিয়ে, এই যেরুসালেমের মধ্য দিয়ে যাও, এবং তার মধ্যে যত জঘন্য কর্ম সাধিত হয়, তার জন্য যে সকল মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও কাঁদে, তাদের প্রত্যেকের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত কর।' পরে আমি শুনলাম, তিনি অন্যান্যদের বলছিলেন, 'তোমরা নগরীর মধ্য দিয়ে এর পিছু পিছু যাও, আঘাত কর! তোমাদের চোখ যেন দয়া না দেখায়, করুণা দেখিয়ো না। বৃদ্ধ, যুবক, কুমারী, শিশু, স্ত্রীলোক—সকলকেই নিঃশেষে বধ কর; কিন্তু যাদের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত, তাদের কাউকেই স্পর্শ করো না। আমার এই পবিত্রধাম থেকেই শুরু কর!' গৃহের সামনে যত প্রবীণেরা ছিল, তাদের নিয়েই তারা শুরু করল। তিনি তাদের আরও বললেন, 'গৃহ কলুষিত কর, সমস্ত প্রাঙ্গণ মৃতদেহগুলিতে ভরিয়ে তোল; এবার বের হও!' তাই তারা বের হয়ে নগরীর মধ্যে আঘাত হানতে লাগল।

তারা আঘাত হানবার সময়ে আমি একা হয়ে রইলাম; তখন মাটিতে উপুড় হয়ে আমি কেঁদে কেঁদে বলে উঠলাম: 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর! যেরুসালেমের উপরে তোমার রোষ বর্ষণ করে তুমি কি ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশটুকুও বিনাশ করবে?' তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'ইস্রায়েল ও যুদাকুলের শঠতা অপরিসীম; দেশ রক্তপাতে ভরা, ও নগরী উৎপীড়নে পরিপূর্ণ; কেননা তারা বলে: প্রভু দেশ পরিত্যাগ করেছেন, প্রভু দেখতে পাচ্ছেন না! সুতরাং আমার চোখও মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে পড়বে।' তখন ক্ষোমবস্ত্র পরা মানুষটি, যার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল, সে ফিরে এসে এই সংবাদ জানাল: 'আমি আপনার আজ্ঞামত কাজ করেছি।'

শ্লোক মথি ২৪:১৫,২১,২২; প্রত্যা ৭:৩ দ্রঃ

ℱ তোমরা যখন পবিত্রস্থানের দুর্দশা দেখবে, তখন মহাক্লেশ দেখা দেবে।

℟ কোন প্রাণী রক্ষা পাবে না; কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।
℣ পৃথিবী বা সমুদ্র বা গাছপালা কিছুই আঘাত করো না, যতক্ষণ না আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপাল সীলমোহরে চিহ্নিত করা না হয়।
℟ কোন প্রাণী রক্ষা পাবে না; কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকদের বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৪৬:৪-৫

ধন্য পলের দৃষ্টান্ত

একসময়ে পল সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ফলে বন্দি ও মহা অভাবের মধ্যে পড়লে ধর্মভাইয়েরা তাঁর অভাব ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য ব্যবস্থা করে পাঠাল। ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাদের একথা লিখলেন: *আমি প্রভুতে গভীর আনন্দ পেলাম, কারণ এত দিনের পর এখন তোমরা আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেছ; তেমন মনোভাব তোমাদের আগেও ছিল বটে, কিন্তু সুযোগটাই তোমরা পাচ্ছিলে না। আমার কোন অভাবের জন্য একথা বলছি এমন নয়, আমি তো যেই অবস্থায় থাকি না কেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি: অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; সবকিছুতে সব দিক দিয়ে আমি দীক্ষিত।*

কিন্তু তিনি দেখাতে চাইলেন, তারা যে উত্তম কাজ করেছিল, তার মধ্যে তিনি কীসের অন্বেষণ করছিলেন, যাতে যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই পালন করে, তাদের মধ্যে তিনি পরিগণিত না হন; আর এজন্য তারা যে তাঁর নিজের অভাবের সহভাগী হলেন তা নিয়ে শুধু নয়, বরং তাদের উর্বর দানশীলতা নিয়েই তিনি আনন্দ করেন। তবে তিনি কীসের অন্বেষণ করছিলেন? *তোমাদের দান যে আমার চেষ্টার লক্ষ্য তা নয়; আমার চেষ্টা হল ফলটা;* অর্থাৎ তিনি ঠিক যেন বলেন, আমার অভাব যেন মিটে যায় তা নয়, কিন্তু তোমরা যেন শূন্য হাতে না হয়ে থাক, তারই অন্বেষণ করছি। সুতরাং যে পালকেরা পলের মত হাতের কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন না, তাঁরা মেষগুলো থেকে দুধ গ্রহণ করুন, নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেও চেষ্টা করুন, কিন্তু তবু যেন মেষগুলোর দুর্বলতা অবহেলা না করেন। তাঁরা যেন নিজ নিজ স্বার্থের অন্বেষণ না করেন, পাছে মনে হতে পারে, আর্থিক অভাব মেটাবার জন্যই সুসমাচার প্রচার করেন; বরং যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা সত্য বাণীর আলোতে মানুষকে আলোকিত করতেই চিন্তিত; বাস্তবিকই তাঁরা প্রদীপেরই মত, যেভাবে লেখা আছে: *তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক।* আরও, *লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।*

তাই তোমার বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হলে, তা যেন নিভে না যায় এজন্য তুমি কি তেল দেবে না? কিন্তু তেল পেয়ে প্রদীপ যদি আলো না দিত, তবে তুমি তেমন প্রদীপ দীপাধারের উপরে থাকতে যোগ্য মনে না করে দ্বিধা না করেই তা ভেঙে দিতে। ফলে জীবিকা ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজনের চিহ্ন, সাহায্য দান করা ভালবাসার প্রমাণ। সুসমাচার ঠিক যেন এমন ব্যবসার বস্তু নয়, যার ফলে প্রচারকেরা জীবিকার জন্য যা পান তাই সুসমাচারের মূল্য! তাঁরা এভাবেই তা বিক্রি করলে তবে অমূল্য বস্তু অল্প দামেই বিক্রি করবেন। তাঁরা জনগণের কাছ থেকে জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করুন, প্রভুর কাছ থেকে বাণীপ্রচারের ন্যায্য মজুরি প্রত্যাশা করুন। কেননা যাঁরা সুসমাচারের খাতিরে জনগণের সেবা করেন, জনগণ তাঁদের উপযুক্ত মজুরি দিতে কখনও সক্ষম হবে না। তাঁরা কেবল তাঁরই কাছ থেকে নিজ মজুরি প্রত্যাশা করেন, জনগণ যাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করে।

তবে পালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ কেন? তার কারণ, দুধ নিতে নিতে ও পশম পরতে পরতে তারা মেষগুলোকে অবহেলা করছিল। তারা কেবল নিজের স্বার্থের অন্বেষণ করছিল, খ্রীষ্টের স্বার্থ নয়।

শ্লোক ২ করি ১২:১৪-১৫; ফিলি ২:১৭

℣ আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই কর্তব্য।

℟ আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।

℣ যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দিত।

℟ আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ মা ৬:১২-৩১

এলেয়াজারের সাক্ষ্যমরণ

যে কেউ এই পুস্তক পড়বেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করি, যেন তাঁরা এই সমস্ত দুর্বিপাকের জন্য নিরাশ হয়ে না পড়েন, বরং যেন একথা বিবেচনা করেন যে, শাস্তি আমাদের আপন জাতির বিনাশের জন্য নয়, তাদের সংশোধনের জন্যই আসে। আর আসলে, ভক্তিহীনেরা যে শুধু কিছুকালের মতই স্বাধীনতা পায় আর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তির পাত্র হয়, তা মহা প্রসন্নতার চিহ্ন। অন্য সকল জাতির বেলায় প্রভু তাদের শাস্তি দেবার আগে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের পাপের পূর্ণ মাত্রার জন্য অপেক্ষা করেন, কিন্তু আমাদের বিষয়ে তিনি অন্যভাবেই ব্যবহার করতে সঙ্কল্প করলেন, যেন তখনই আমাদের শাস্তি না দিতে হয়, যখন আমাদের পাপ পূর্ণ মাত্রায় এসে পৌঁছে। এজন্য তিনি আমাদের কাছ থেকে তাঁর দয়া কখনও সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে নেন না, কিন্তু দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে যদিও আমাদের সংশোধন করেন, তবু তিনি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেন না। স্মরণযোগ্য কথা হিসাবেই একথা বলা হয়েছে; কিন্তু এবার আসুন, আর দেরি না করে আমাদের বর্ণনায় ফিরে যাই।

এলেয়াজার ছিলেন সবচেয়ে গণ্যমান্য শাস্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম; তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল, ও তাঁর মুখের চেহারা খুবই সম্মাননীয় ছিল; এলেয়াজারের মুখ জোর করে খুলে তাঁকে শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি অসম্মানের জীবনের চেয়ে সম্মানপূর্ণ মৃত্যুকেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে পীড়ন-যন্ত্রের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেলেন; তিনি মাংসটা থুথু দিয়ে ফেলে দিলেন, ঠিক যেমন তাদেরই মানায়, প্রাণের মূল্যেও যা কিছু খাওয়া বিধেয় নয়, তেমন খাদ্য থেকে সরে যাওয়া যাদের সাহস আছে। বিধানবিরুদ্ধ তেমন আনুষ্ঠানিক ভোজের ভার যাদের হাতে ছিল, এই লোকটির সঙ্গে তাদের দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে তারা তাঁকে পাশে টেনে নিয়ে তাঁকে আবেদন জানাল, যেন এমন মাংস আনিয়ে দেন, যা তাঁর পক্ষে খাওয়া বিধেয়, এমনকি তাঁর নিজেরই রাঁধা মাংস, এবং রাজার আদিষ্ট সেই বলিদানের মাংস খেতে ভান করে আসলে নিজেরই প্রস্তুত করা সেই মাংস খান; তবেই, এভাবে ব্যবহার করলেই, প্রাচীন বন্ধুত্বের খাতিরে এই মমতাকে সুযোগ করে তিনি মৃত্যু এড়াতে পারবেন। কিন্তু এমন প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে যা তাঁর বয়সের উপযোগী, যা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের মর্যাদা ও সেইসঙ্গে তাঁর পাকা চুলেরও সম্মানের উপযোগী, এমনকি ছেলেবেলা থেকে তাঁর অনিন্দ্য ব্যবহারের উপযোগী, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট পবিত্র বিধিনিয়মের উপযোগী, সেই অনুসারে তিনি উত্তর দিলেন, যেন তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাতালে পাঠায়; তিনি বললেন, 'ভান করা আমাদের বয়সকে আদৌ মানায় না; পাছে অনেক যুবক একথা ভাবে যে, এলেয়াজার নব্বই বছর বয়সে বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে নিয়েছে, ফলে এই ক্ষণিকের জীবনায়ুর খাতিরে আমার এই ভানের দরুন পাছে তারাও আমার কারণে পথভ্রষ্ট হয় আর আমি আমার বৃদ্ধ বয়সকে অসম্মান ও কলঙ্কে চিহ্নিত করি। কেননা যদিও এখন মানুষের শাস্তি এড়াতে পারি, তবু জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন মতেই আমি সর্বশক্তিমানের হাত এড়াতে পারব না। সুতরাং, এখন বীরপুরুষ হয়েই এজীবন ত্যাগ করে আমি নিজেকে আমার বয়সের যোগ্য বলে দেখাব; এতে যুবকদের কাছে সুযোগ্যই একটা আদর্শ রেখে যাব, যেন পবিত্র ও পূজনীয় বিধিনিয়মের জন্য তারাও তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে!'

একথা বলে তিনি তৎপরতার সঙ্গে পীড়ন-যন্ত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। যারা সেদিকে তাঁকে টেনে নিচ্ছিল,

তারা তাদের কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহার বিরোধিতায় পরিণত করল, কারণ তিনি যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের মতে সেই সব কথা উন্মাদনার নামান্তর। কিন্তু তিনি আঘাতের পর আঘাত খেয়ে মরার সময়ে নিশ্বাস ফেলে একথা বললেন, 'পবিত্র জ্ঞান যাঁর অধিকার, সেই প্রভু ভালই জানেন যে, মৃত্যু এড়াতে পারলেও আমি কশাঘাতগ্রস্ত হয়ে দেহে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি, তবু তাঁর ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।'

তিনি এভাবেই প্রাণত্যাগ করলেন; এতে যুবকদের কাছে শুধু নয়, বেশির ভাগ লোকের কাছেও আপন মৃত্যুকে তৎপরতার দৃষ্টান্ত ও দৃঢ়তার স্মৃতি রূপে রেখে গেলেন।

শ্লোক ২ মা ৬:৩০,২৬ দ্রঃ

প্র আঘাতের পর আঘাত খেয়ে মরার সময়ে নিশ্বাস ফেলে এলেয়াজার বললেন: প্রভু, তুমি ভালই জান যে,
মৃত্যু এড়াতে পারলেও আমি কশাঘাতগ্রস্ত হয়ে দেহে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি,
উ তবু তোমার ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।
প্র কেননা যদিও এখন মানুষের শাস্তি এড়াতে পারি, তবু জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন মতেই আমি
সর্বশক্তিমানের হাত এড়াতে পারব না।
উ তবু তোমার ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য আব্বা আম্মোনের পত্রাবলি **পত্র ৯:২-৫**

ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে

তোমাদের আব্বা যে আমি, প্রকাশ্য ও গোপন মহা মহা পরীক্ষা সহ্য করেছি, তবু প্রত্যাশায় ও প্রার্থনায় নিজেকে বলবান দেখিয়েছি; আর আমার প্রভু আমাকে মুক্ত করলেন। এখন তোমরাও, হে প্রিয়জনেরা, যখন ঈশ্বরের উপকার গ্রহণ করেছ, তখন পরীক্ষাও গ্রহণ কর যতক্ষণ উত্তীর্ণ না হও; তবেই তোমাদের সিদ্ধতার বাড়তি পুরস্কার লাভ করবে ও স্বর্গ থেকে তোমাদের সেই মহা আনন্দ দান করা হবে যা এখন অনুভব করছ না।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ কী? আর পরীক্ষার সময়ে প্রতিকার কী? প্রথম কথা এ: নিরাশ হয়ো না, কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আস্থার সঙ্গে ঈশ্বরকে সনির্বন্ধ মিনতি জানাও, ও সবকিছুতে ধৈর্যশীল হও: তবেই পরীক্ষা দূরে চলে যাবে। ঠিক এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে আব্রাহাম মহাবীরের মত বিজয়ী হলেন। এজন্য লেখা আছে: *ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে, কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন।* নিজ পত্রে যাকোবও বলেন, *তোমাদের মধ্যে যে দুঃখভোগ করছে, সে প্রার্থনা করুক।* তাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সকল ধার্মিকজন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করলেন।

এ কথাও লেখা আছে: *ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না।* তোমাদের শোধন করার উদ্দেশ্যেই তিনি এখন তোমাদের প্রতি এভাবে ব্যবহার করছেন। তোমাদের ভাল না বাসলে তিনি তোমাদের পরীক্ষাও করতেন না; কেননা লেখা আছে: *প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে শাসন করেন, ও যাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেন তাকে কশাঘাত করেন।* সুতরাং ভক্তদের পক্ষে পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। যারা পরীক্ষার অভিজ্ঞতা করেনি, তারা সাধু নয়: চেহারায়ই সাধু হতে পারে, তবু সাধুর প্রকৃত গুণ তাদের নেই। এজন্য আব্বা আন্তনি আমাদের বলতেন, 'বিনা পরীক্ষায় মানুষ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।' আর নিজ পত্রে পিতর একই প্রকার কথা বলেন, *তোমরা তো আনন্দ কর, যদিও এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট পেতে হচ্ছে, কারণ তোমাদের বিশ্বাস আগুন দ্বারা পরীক্ষিত সোনার চেয়েও অনেক মূল্যবান।*

অতএব জেনে রেখ, পবিত্র আত্মা শুদ্ধহৃদয়দের অন্তরে নিজ আনন্দ সঞ্চার করায়ই কার্যকর হতে শুরু করেন। পরবর্তীতে, আনন্দ ও মাধুর্য দান করার পর তিনি তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে তাদের একা ফেলে রাখেন। আর এই তো তেমন অবস্থার চিহ্ন: যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে ও ঈশ্বরকে ভয় করে, তিনি কেবল তেমন প্রাণের সঙ্গেই এভাবে ব্যবহার করেন; অর্থাৎ তিনি মানুষকে একা ফেলে রেখে দূরে চলে যান যতক্ষণ মানুষ না দেখায়

সে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে কিনা। কেননা এমন লোক আছে, যারা একা হয়ে পড়লে বা তাদের দিকে বেশি না তাকালে একঘেয়েমিতে ভারাক্রান্ত হয়ে এমনি শুধু হাতে বসে থাকে; তারা তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি যেন সেই কষ্ট থেকে তাদের উদ্ধার করে আগের আনন্দ ও মাধুর্য ফিরিয়ে দেন; ফলে নিজেদের অবহেলার কারণে তারা ঈশ্বরের মাধুর্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে; এজন্য তারা দৈহিক হয়ে যায়, ও বাস্তব সদ্‌গুণের অধিকারী না হয়ে কেবল তার বাহ্যিক চেহারা দেখায়। তেমন লোকদের চোখ অন্ধ হওয়ায় তারা ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড দেখতে ও বুঝতে পারে না।

কিন্তু তারা যদি সেই কষ্ট অসাধারণ ব'লে, এমনকি আগের আনন্দের তুলনায় বেশ আলাদা ব'লে অনুভব করে, তবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ও উপবাস করতে করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, আর তখন তাদের সরলতা দে'খে ও তাও দে'খে যে, তারা নিজেদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ক'রে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে ডাকে, দয়াবান ঈশ্বর আগের চেয়ে গভীরতর আনন্দ তাদের প্রদান করেন ও আগের চেয়ে তাদের অধিক বলবান করে তোলেন। যে প্রাণ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, তার প্রতি ঈশ্বর এভাবেই ব্যবহার করেন।

শ্লোক আদি ৪৭:২৫ (লাতিন মূলপাঠ); সাম ৮০:৪ দ্রঃ

℟ প্রভু, তোমার হাতেই আমাদের পরিত্রাণ; তোমার করুণা আমাদের রক্ষা করুক,
℣ তবেই আমরা গভীর আস্থার সঙ্গে তোমার সেবা করব।
℟ হে পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা
পাব পরিত্রাণ।
℣ তবেই আমরা গভীর আস্থার সঙ্গে তোমার সেবা করব।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১০:১৮-২২; ১১:১৪-২৫

প্রভুর গৌরব অপরাধী নগরীকে ত্যাগ করে

প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গিয়ে খেরুবদের উপরে দাঁড়াল। তখন এরা ডানা বাড়াল ও আমার চোখের সামনে মাটি থেকে ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; খেরুবেরা প্রভুর গৃহের পুবদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়াল, এবং সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব, ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে ছিল।

তারা ছিল সেই একই প্রাণী, যাদের আমি কেবার নদীর ধারে দেখেছিলাম; তখন জানতে পারলাম, এরা খেরুব। প্রতিটি প্রাণীর চার চারটে মুখ ও চার চারটে ডানা, এবং তাদের ডানার নিচে মানুষের হাতের মত কোন কিছু ছিল। আমি কেবার নদীর ধারে যে যে চেহারা দেখেছিলাম, এদের চেহারা ঠিক সেই চেহারার মত। প্রত্যেক প্রাণী সোজা সামনের দিকেই যেত।

তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তোমার ভাইদের কাছে, তাদের সকলেরই কাছে, তোমার গোত্রের সকলের কাছে ও গোটা ইস্রায়েলকুলের কাছে যেরুসালেম-অধিবাসীরা নাকি বলে থাকে: প্রভু থেকে বেশ দূরেই থাক; এই দেশের অধিকার আমাদেরই হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে! তাই তুমি একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হ্যাঁ, আমিই জাতিসকলের মাঝে তাদের দূর করে দিয়েছি, আমিই দেশ-বিদেশে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, তবু তারা যে সকল দেশে গিয়েছে, সেখানে আমি নিজে কিছুকালের মত তাদের পবিত্রধাম হয়েছি! তাই তুমি বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমরা যে সকল দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছ, সেখান থেকে তোমাদের জড় করব, এবং ইস্রায়েল-দেশভূমি তোমাদেরই দেব। তারা ফিরে আসবে, ও সেখানকার যত ঘৃণ্য মূর্তি ও জঘন্য বস্তু সেখান থেকে দূর করে দেবে। আমি তাদের অখণ্ড এক হৃদয় দেব, তাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা, তাদের বুক

থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরের হৃদয়, রক্তমাংসেরই এক হৃদয় তাদের দেব, যেন তারা আমার বিধিপথে চলে ও আমার নিয়মনীতি পালনে নিষ্ঠাবান থাকে; তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। কিন্তু যাদের হৃদয় তাদের ঘৃণ্য মূর্তিগুলির পিছনে ও তাদের জঘন্য বস্তুর পিছনে যায়, আমি তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে নামিয়ে দেব। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

তখন খেরুবেরা ডানা ওঠাতে লাগল; তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও উঠতে লাগল; আর সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে, ছিল। পরে প্রভুর গৌরব নগরীর মধ্যস্থান থেকে ঊর্ধ্বে গিয়ে নগরীর পুবমুখী পর্বতের উপরে দাঁড়াল। তখন এক আত্মা আমাকে তুলে দর্শনযোগে, পরমেশ্বরের আত্মায়, কাল্‌দীয়দের দেশে নির্বাসিত লোকদের কাছে নিয়ে গেল; আর আমি যে দর্শন পেয়েছিলাম, তা আমার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। তখন, প্রভু আমাকে যা কিছু দেখিয়েছিলেন, আমি নির্বাসিত লোকদের কাছে তা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক এজে ১০:৪,১৮; মথি ২৩:২৭,৩৮ দ্রঃ

প্র গৃহ মেঘটিতে, ও প্রাঙ্গণ প্রভুর গৌরবের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হল।
উ প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গেল।
প্র যেরুসালেম, আমি কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না! দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে।
উ প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গেল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকদের বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৪৬:৬-৭

প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের নয়, যীশুখ্রীষ্টের স্বার্থেরই অন্বেষণ করুক

যেহেতু 'দুধ দাবি করা' বচনটি ব্যাখ্যা করেছি, সেজন্য এসো, এবার 'পশমের কাপড় পরার' অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। যে দুধ দান করে, সে খাদ্য দান করে, যে পশম দান করে, সে সম্মান দান করে: যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই পালন করে, তারা জনগণের কাছে এপ্রকার দুধ ও পশম দাবি করে, অর্থাৎ তারা এমন দাবি রাখে, যাতে জনগণ তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় ও তাদের সম্মান স্বীকার ক'রে তাদের প্রশংসাও করে।

আসলে সহজে বোঝা যায় কেমন করে পোশাক সম্মানের প্রতীক, কেননা পোশাক উলঙ্গতা আবৃত করে। বস্তুতপক্ষে প্রতিটি মানুষ দুর্বল; যিনি তোমাদের শাসন করেন, তিনি কি তোমাদের চেয়ে ভিন্ন? তিনিও দেহধারী ও মরণশীল, তিনিও খান, ঘুমান ও জেগে ওঠেন; তাঁরও জন্ম হয়েছে ও মৃত্যু হবে! তাই তুমি যদি তাঁর প্রকৃতির দিক দিয়ে তাঁর কথা ধর, তবে তিনি মানুষমাত্র। তথাপি তুমি যখন তাঁকে সম্মান আরোপ কর, তখন তাঁর দুর্বলতার উপর একপ্রকার কাপড় টান।

দেখ ঈশ্বরভক্তদের কাছ থেকে তেমন কাপড় পেয়ে পল কেমন কথা বলেন: *তোমরা আমাকে ঈশ্বরের এক দূতের মতই যেন সাদরে গ্রহণ করেছিলে। আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সম্ভব হলে তোমরা নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে আমাকে দিতে।* কিন্তু তিনি তাদের কাছ থেকে তেমন সম্মান পেলে তারা সেই সম্মান পাছে ফিরিয়ে নেয় ও তাঁর ভর্ৎসনার জন্য তাঁকে কম প্রশংসা করে, এ ভয়ে তিনি কি পথভ্রষ্টদের রেহাই দিলেন? করলে তিনিও তাদেরই একজন হতেন যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই পালন করে। তাহলে তিনি বলতে পারতেন, আমার কী! যে কেউ যা ইচ্ছা তাই করুক। আমার খাদ্য বাঁচল, আমার সম্মান বাঁচল: আছে দুধ, আছে পশম, তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। যে কেউ যেখানেই খুশি সেখানে যাক! কিন্তু তুমি কি সত্যি মনে কর যে, যে কেউ যেখানে ইচ্ছে গেলে তোমার পক্ষে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে? আমি তোমার পদমর্যাদার কথা না ধরে তোমাকে সাধারণ ভক্ত বলে গণ্য করে তোমাকে একথা শোনাই: *একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়।*

এজন্য যাতে মনে না হয় তিনি তাদের দেওয়া সম্মানের কথা ভুলে গেছেন, প্রেরিতদূত তাদের আচরণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বিষয়েও সাক্ষ্য দেন যে, তারা তাঁকে ঈশ্বরের এক দূতের মত গ্রহণ করেছিল ও সাধ্য থাকলে নিজ নিজ চোখ উৎপাটন করে তাঁকে দিত। কিন্তু তবুও তিনি অসুস্থ ও কলুষিত মেষের কাছে এগিয়ে যান ও কলুষের দিকে মায়া না দেখিয়ে ক্ষতস্থানে ছুরি ঢোকান। এজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *তবে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলায় আমি কি তোমাদের শত্রু হয়েছি?* দেখ, যেমন একটু আগে বলেছি, তিনি মেষগুলোর কাছ থেকে দুধও গ্রহণ করলেন, পশমের কাপড়ও পরলেন, তবু মেষগুলোকে অবহেলা করেননি। কেননা তিনি নিজের স্বার্থের নয়, খ্রীষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করছিলেন।

শ্লোক সিরা ৩২:১; মার্ক ৯:৩৫

℣ লোকে কি তোমাকে ভোজপতি করেছে? গর্বোদ্ধত হয়ো না;
℟ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।
℣ কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।
℟ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ মা ৭:১-১৯

সাত ভাইয়ের সাক্ষ্যমরণ

সেসময় এমনটি ঘটল যে, সাত ভাই ও তাদের মাকে গ্রেপ্তার করা হল; বেত ও কশাঘাতের জোরে রাজা বিধানবিরুদ্ধ সেই শূকরের মাংস তাদের খেতে বাধ্য করতে চেষ্টা করলেন। সকলের মুখপাত্র হয়ে তাদের একজন বলল, 'আমাদের কাছ থেকে আপনি কোন্ কথা বের করতে বা জানতে চেষ্টা করছেন? আমাদের পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করার চেয়ে আমরা বরং মৃত্যুবরণ করতেই প্রস্তুত!' রাজা রুষ্ট হয়ে উঠে চাটু ও কড়াইতে আগুন ধরাতে হুকুম দিলেন। পাত্রগুলো গরমে লাল হয়ে উঠলেই রাজা হুকুম দিলেন, যেন তাদের মুখপাত্র হয়ে যে কথা বলেছিল, তার অন্যান্য ভাই ও তার মায়ের চোখের সামনে তার জিহ্বা কেটে ফেলা হয়, তার মাথার চামড়া উঠিয়ে দেওয়া হয়, ও তার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। তেমন সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় সে তখনও শ্বাস নিচ্ছিল, এমন সময় রাজা তাকে আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে তাতে জিয়ন্তই ঝলসে দিতে হুকুম দিলেন। চাটুর ধূম চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে অন্যান্য ভাইয়েরা ও তার মা বীরের মত মৃত্যুবরণ করতে পরস্পরকে উৎসাহ দিতে লাগল; তারা বলছিল, 'প্রভু ঈশ্বর লক্ষ করছেন, আর তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সহবেদনশীল, যেমনটি মোশী তাঁর সেই গীতিকায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর আপন দাসদের প্রতি করুণা দেখাবেন।'

প্রথমজন এইভাবে ইহলোক ত্যাগ করলে পর তারা বিদ্রূপের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে পীড়ন করার জন্য টেনে নিল, এবং তার মাথার চামড়া-সমেত চুল ছিঁড়ে ফেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর অঙ্গে অঙ্গে নিপীড়িত হওয়ার আগে তুমি কি সেই মাংস খেতে রাজি?' মাতৃভাষায় উত্তর দিয়ে সে বলল, 'না!' তাই সেও প্রথমজনের সেই একই পীড়ন ভোগ করল। শেষ নিশ্বাস টানতে টানতে সে বলে উঠল, 'পাষণ্ড! আপনি বর্তমান জীবন থেকেই আমাদের মুছে দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁর বিধিনিয়মের জন্য মৃত্যুবরণ করছি বলে, বিশ্বরাজ যিনি, তিনি নবীন ও অনন্ত জীবনেই আমাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন।'

দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জনকে পীড়ন করা হল; তাদের হুকুমে সে সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা বের করে ও সাহসভরে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে সসম্মানে বলল, 'স্বর্গ থেকেই এই অঙ্গগুলো পেয়েছি; তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে এগুলোর প্রতি আমার কোন চিন্তা নেই; আশা রাখি, তাঁর কাছ থেকে এগুলো আবার পাব!' পীড়ন এতই তুচ্ছ করতে পারে, যুবকটির এমন তেজ দেখে রাজা নিজে ও তাঁর পরিষদেরা সকলেই অবাক হলেন। একেও মেরে ফেলে তারা একই পীড়ন দ্বারা চতুর্থজনকেও নিপীড়ন করতে লাগল। মৃত্যুক্ষণ কাছে এলে সে বলল, 'মানুষের কারণে মৃত্যুবরণ করা উত্তম, যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন আশা পূরণের প্রতীক্ষা করতে পারি যে, তিনি আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; কিন্তু আপনার পুনরুত্থান জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান হবে না।'

তারপর পঞ্চমজনকে আনা হল, তাকেও তারা পীড়ন করতে লাগল; কিন্তু রাজার দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'মানুষদের উপরে আপনার অধিকার আছে, এবং নিজে মরণশীল হয়েও আপনি যাই খুশি করতে পারেন; কিন্তু মনে করবেন না যে, আমাদের জনগণ ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। আপনি শুধু অপেক্ষা করুন, তবে নিজেই দেখতে পাবেন তাঁর প্রতাপের মহত্ত্ব আপনাকে ও আপনার বংশধরদের কেমন পীড়ন করবে।' এর পরে তারা ষষ্ঠজনকে নিল; মৃত্যুবরণ করতে করতে সে বলল, 'নির্বোধের মত নিজেকে ভোলাবেন না; আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি বলে আমরা আমাদের দোষের ফলেই এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করছি; আর সেজন্য আমাদের উপর তেমন মারাত্মক দশা এসে পড়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবার পর আপনি যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন, তা মনে করবেন না।'

শ্লোক প্রজ্ঞা ৩:৬,৯ দ্রঃ

প্ প্রভু হাপরে সোনার মতই তাদের যাচাই করলেন, যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন। যথাসময় তারা সান্ত্বনা পাবে।

উ কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

প্ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে; যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

উ কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ৪র্থ পুস্তক ৭

সুখী তারা, যারা ঈশ্বরের জন্য রক্তদান করে

যারা যে কোন কর্মে ত্রাণকর্তার আদেশগুলি পালন করে, তারা তাঁর সাক্ষী, কেননা তিনি যা দাবি করেন তারা তা বাস্তবেই সাধন করে, এবং এর ফলে তাঁকে প্রভু বলে ডাকতে ডাকতে সাক্ষ্যদান করে যে, তাঁকে প্রভু বলে বিশ্বাস করে; *তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে। আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।*

কিন্তু তবু, যেহেতু আমাদের এমনটি হতে দেওয়া হয় যে, রক্তমূল্যেই প্রভুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করব, এজন্য দুর্বল মানুষদের কাছে এপ্রকার মৃত্যু অধিক তীব্র মনে হয়, কারণ তারা জানে না যে, তেমন মৃত্যুই প্রকৃত জীবনের উদ্দেশে প্রবেশদ্বার। তারা সেই সম্মানের কথা চিন্তা করতে চায় না, যা মৃত্যুর পরে তাঁরাই পান যাঁরা পুণ্যজীবন যাপন করলেন; সেই যন্ত্রণার কথাও চিন্তা করতে চায় না, যা তারাই ভোগ করে যারা কেবল দেহলালসা ও অধর্মের পিছনেই জীবন যাপন করল; এমনকি তারা শাস্ত্রের বাণী শুধু নয়, তাদের নিজেদের ধর্মের লেখকদের কথাও শুনতে অসম্মত। বাস্তবিকই পিতাগরাস থেয়ানোসকে একথা লিখেছিলেন, 'আত্মা অমর না হলে, তবে যে সকল দুর্জন সব ধরনের দুষ্কর্ম সাধন করার পর মরে, তাদের পক্ষে জীবন আনন্দপূর্ণ মহাভোজ হত, ও মৃত্যুও তাদের পক্ষে লাভ হত।'

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন। লক্ষ কর কেমন করে সাক্ষ্যমরণ ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। অতএব, পুণ্যজনদের পুরস্কার লাভ করার জন্য যদি সাক্ষ্যমর হতে ইচ্ছা কর, এ কথাও শোন: *প্রত্যাশায় আমরা ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।*

আর পিতর একথা লেখেন: *যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী!* প্রজ্ঞাবান মানুষ পার্থিব জীবনকে কখনও জীবনের পরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করবে না, সে বরং এতেই লক্ষ রাখবে, যাতে ঈশ্বরের চিরধন্য ও সুখী রাজবন্ধু হতে পারে; আর যদিও কেউ তার দুর্নাম করে, তাকে প্রবাসের আঘাতে আঘাত করে, বাজেয়াপ্ত করে ও শেষে তার মৃত্যুও ঘটায়, তবু প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে ও বিশেষভাবে ঈশ্বরপ্রেম থেকে তাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না: ভালবাসা সবই বহন করে, সবই সহ্য করে, কারণ এবিষয়ে নিশ্চিত যে, ঐশতত্ত্বাবধান ধর্মময়তা অনুসারেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা দেহে জীবনযাপন করি বটে, কিন্তু দেহ অনুসারে সংগ্রাম করি না; কেননা আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি দেহ থেকে নয়, সেই ঈশ্বরের পরাক্রম থেকে আগত, যিনি যত বাধা উলটিয়ে দেন, ও তাঁকে জানবার জন্য বিঘ্ন ঘটায় এমন ধারণা ও দম্ভপূর্ণ মতলব ধ্বংস করেন। তেমন অস্ত্রে বলবান হয়ে উঠে প্রজ্ঞাবান মানুষ বলে: প্রভু, আমাকে সুযোগ দিয়ে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ কর; কষ্টকর ও তীব্রতম যাই কিছু ঘটুক না কেন, আমি কিন্তু সমস্ত সঙ্কট তুচ্ছ করি, কারণ আমার সমস্ত ভালবাসা তোমাতেই রেখেছি।

ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো। হ্যাঁ, কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো তোমরা সকলে, যারা এখনও এ দেহে রয়েছ, কেননা প্রাচীনকালের পবিত্রজনদের মত তোমরাও লাভ করতে যাচ্ছ আত্মার শান্তি ও বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে মুক্তি।

শ্লোক দা ৩:৯৫ দ্রঃ

℣ এরাই ঈশ্বরের সেই বিজয়ী বন্ধু, যারা রাজাদের আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে শাশ্বত পুরস্কার পাবার যোগ্য হয়ে উঠল:
℟ এখন মুকুট ও জয়মালা গ্রহণ করছে।
℣ প্রভুর জন্য তারা নিজ দেহকে নিপীড়নের হাতে সঁপে দিল;
℟ এখন মুকুট ও জয়মালা গ্রহণ করছে।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১২:১-১৬

জনগণের নির্বাসন প্রতীক-চিহ্নের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তুমি বিদ্রোহী বংশের মানুষদের মধ্যে বাস করছ; দেখবার চোখ থাকলেও তারা দেখে না, শুনবার কান থাকলেও তারা শোনে না, কারণ তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। তাই, হে আদমসন্তান, তুমি তোমার নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, এবং দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনে অন্য দেশে চলে যেতে প্রস্তুত হও; তুমি যেখানে থাক, সেখান থেকে তাদের চোখের সামনে অন্য জায়গায় চলে যাও; কি জানি, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। তুমি দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনে তোমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নাও; কিন্তু সূর্যাস্তের সময়েই তাদের চোখের সামনে এমনভাবেই বাইরে যাবে, ঠিক যেন নির্বাসিত এক মানুষ চলে যায়। তুমি তাদের উপস্থিতিতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে তা দিয়ে বাইরে চলে যাও। তাদের উপস্থিতিতে তোমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে চলে যাও। নিজের মুখ ঢেকে রাখবে, যেন দেশ দেখতে না পাও; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের জন্য লক্ষণস্বরূপ করেছি।' আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম: দিনের বেলায় আমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নিলাম,

এবং সূর্যাস্তের দিকে নিজেরই হাতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে গিয়ে তাদের চোখের সামনে আমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিলাম।

পরদিন সকালে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল—সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষেরা—কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, তুমি কী করছ? তাদের তুমি এই উত্তর দাও: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এই বাণী যেরুসালেমের রাজপুরুষের ও নগরবাসী সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে লক্ষ করে। তুমি বল: আমি তোমাদের পক্ষে লক্ষণস্বরূপ; কেননা আমি যেমন তোমার প্রতি করলাম, সেইমত তাদের প্রতি করতে যাচ্ছি; হ্যাঁ, তাদের দেশছাড়া করে নির্বাসন-দেশে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মধ্যে যে রাজপুরুষ আছে, সে অন্ধকার সময়ে নিজের বোঝা কাঁধে তুলে নেবে; এবং তার চলে যাওয়ার জন্য প্রাচীরে যে গর্ত করা হবে, সে সেই গর্তের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যাবে। সে মুখ ঢেকে রাখবে, যেন চোখে দেশ না দেখতে পায়। কিন্তু আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, তখন সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি কাল্‌দীয়দের দেশে, সেই বাবিলনে, তাকে নিয়ে যাব; তবু সে তা দেখতে পাবে না, আর সেখানে মরবে। তার পরিচর্যায় নিযুক্ত সকল লোক, তার প্রহরী দল, তার সমস্ত সৈন্যদল—তাদের সকলকেই আমি বাতাসে ছড়িয়ে দেব, ও তাদের পিছু পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব। আর তারা জানবে যে, আমিই প্রভু—যখন আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে তাদের ছড়িয়ে দেব। তবু তাদের একটা অংশ আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে অবশিষ্ট রাখব, তারা যে সকল জাতির মাঝে যাবে, তাদের কাছে যেন তাদের সমস্ত জঘন্য কর্মের কথা বর্ণনা করে; তারাও যেন জানতে পারে যে, আমিই প্রভু।'

শ্লোক এজে ১২:১৫; সাম ৮৯:৩১,৩৩

প্র যখন আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে তাদের ছড়িয়ে দেব,
উ তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।
প্র তার সন্তানেরা যদি ত্যাগ করে আমার বিধান, যদি না চলে আমার নির্দেশমতে, তাহলে বেতের আঘাতে আমি তাদের অন্যায়ের যোগ্য শাস্তি দেব:
উ তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকদের বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৪৬:৯

ভক্তজনদের আদর্শ হও

কোন্ কোন্ পালক কী কী ভালবাসে, একথা বলার পর প্রভু, তারা যা যা অবহেলা করে, তেমন কথাও বলে চলেন। বাস্তবিকই মেষগুলোর রিপু অত্যন্ত বিস্তৃত। সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট মেষ খুবই অল্প, অর্থাৎ কিনা যেগুলো সত্য খাদ্যে বলবান ও ঈশ্বরের দেওয়া চারণমাঠে উপযুক্ত উপকার লাভ করে, সেগুলো সংখ্যায় লঘু। অথচ সেই মন্দ পালক এগুলোকেও পালন করে না। তারা যে অসুস্থ, দুর্বল, পথভ্রষ্ট ও হারানো মেষগুলোর সেবাযত্ন করে না, তাও যথেষ্ট নয়। পারলে তারা তো এই বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট গুলোকেও মারত! কিন্তু তবুও এগুলো জীবিত; হ্যাঁ, এগুলো জীবিত বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায়ই জীবিত! কিন্তু তাদের দায়িত্বের কথা ধরলে মন্দ পালকেরা সেগুলোকে মারে। তুমি জিজ্ঞাসা করবে, তারা কেমন করে সেগুলোকে মারে? অসৎ জীবন যাপনে, কুদৃষ্টান্ত দানেই তারা সেগুলোকে মারে। যিনি সর্বোত্তম পালকের অঙ্গগুলোর মধ্যে উত্তম, ঈশ্বরের সেই সেবকের কাছে একথা কি বৃথাই বলা হয়েছিল: *তুমি সর্ববিষয়ে শুভকর্মের আদর্শ হও?* তাঁকে এ বাণীও দেওয়া হয়েছিল: *সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও।*

কেননা বলবান হয়েও মেষ তার অধ্যক্ষকে মন্দ জীবন যাপন করতে দে'খে যদি প্রভুর নিয়ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মানুষের দিকেই তাকিয়ে থাকে, তাহলে মনে মনে একথা বলতে লাগবে, 'যখন আমার অধ্যক্ষ এভাবে জীবনযাপন করেন, তখন আমি কে যে, তিনি যা করেন আমি তা করব না? এতেই পালক বলবান মেষ মারে। সুতরাং সে যখন বলবান মেষ মারে, তখন বাকিগুলোর প্রতি কী-না করবে? কেননা যে মেষ সে নিজে বলবান করেনি কিন্তু বলিষ্ঠ ও সুস্থ পেয়েছিল, মন্দ জীবন যাপন করায় সে তা মেরেইছে!

আমি তোমাদের বলছি, পুনরায়ই বলছি, এমন মেষগুলো রয়েছে যেগুলো জীবিত, প্রভুর বাণীতে বলবান ও

প্রভুর এ বাণী অনুসারে চলে, তথা *তারা তোমাদের যা কিছু বলে, তা পালন কর ও মেনে চল, কিন্তু নিজেরা যা করে তা তোমরা করো না।* তথাপি জনগণের সামনে যে মন্দ জীবন যাপন করে, নিজের পক্ষ থেকে সে তাকে মারে যে তার দিকে তাকায়! লোকটা যে আসলে মরেনি, একথা নিয়ে সে যেন নিজেকে প্রবঞ্চনা না করে। লোকটা জীবিত বটে, কিন্তু সেও নরঘাতক বটে!

একই প্রকারে কুপ্রবৃত্তির মানুষ যখন কামনার সঙ্গে স্ত্রীলোকের দিকে তাকায়, যদিও স্ত্রীলোকটা শুচি হয়ে থাকে, সে কিন্তু ব্যভিচারী হয়ে গেছে। আসলে প্রভুর উক্তি একেবারে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য: *যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে।* তার মিলনকক্ষের কাছে সে যায়নি বটে, কিন্তু মনে মনে সে সেই কক্ষে ব্যভিচার করল।

একই প্রকারে যে কেউ যাদের উপর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত, তাদের সামনে মন্দ জীবন যাপন করে, সে নিজের পক্ষ থেকে বলবান সকলকেও মেরে ফেলেছে। যে তার অনুকরণ করে, সে মরে; যে তার অনুকরণ করে না, সে বাঁচে। তথাপি তার পক্ষ থেকে উভয়ই মরল। *তোমরা তো হৃষ্টপুষ্ট মেষকে বধ কর, অথচ পালকে প্রতিপালন করছ না।*

শ্লোক লুক ১২:৪৮; প্রজ্ঞা ৬:৫

প্র যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে;
উ যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।
প্র যারা উচ্চতে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিচার কঠিন:
উ যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ মা ৭:২০-৪১

সাত ভাইয়ের সাক্ষ্যমরণ:
মাতা ও কনিষ্ঠ ভাইয়ের মৃত্যু

তবু মায়েরই আচরণ বিশেষ প্রশংসা ও সম্মানপূর্ণ স্মৃতির যোগ্য, কেননা সাত সন্তান সকলকেই একই দিনে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও তিনি প্রভুর উপরে তাঁর সমস্ত আশার খাতিরে এই সমস্ত কিছু সাহসভরে সহ্য করে নিলেন। উদার অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণা হয়ে ও আপন নারীসুলভ কোমলতাকে পুরুষযোগ্য সাহস দিয়ে দৃঢ়তর করে তুলে তিনি মাতৃভাষায় সন্তানদের প্রত্যেকজনকে এই কথা বলে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, 'তোমরা কীভাবে আমার গর্ভে স্থান পেয়েছিলে, আমি তা জানি না; আত্মা ও জীবন, তা আমি তোমাদের দিইনি, তোমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গও আমি গড়িনি। সুতরাং আদিতে যিনি মানুষকে গড়লেন ও সবকিছুর উৎপত্তি নির্ধারণ করলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা তাঁর দয়াগুণে তোমাদের পুনরায় আত্মা ও জীবন ফিরিয়ে দেবেন, কেননা তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে তোমরা এখন নিজেদের কথা চিন্তা কর না।'

আন্তিওখস মনে করছিলেন, নারীটি নাকি তাঁকে অবজ্ঞা করছেন, নারীর গলায় তিনি যেন ঠাট্টার সুর ধরতে পারছেন; আর যেহেতু কনিষ্ঠজন তখনও বেঁচে ছিল, সেজন্য রাজা তাকে যুক্তি দেখাচ্ছিলেন, আর শুধু কথা দিয়ে নয়, দিব্যি দিয়ে এমন প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছিলেন যে, সে যদি তার পিতৃপুরুষদের প্রথা ত্যাগ করে, তাহলে তিনি তাকে ধনবান করবেন, বড় সুখীও করবেন, এমনকি তাকে তাঁর আপন বন্ধু-পদে উন্নীত করবেন ও তাকে কতগুলো সরকারী দায়িত্ব দেবেন। ছেলেটি তেমন কথায় আদৌ কান দিচ্ছিল না বিধায় রাজা তার মাকে ডেকে বারবার বললেন, তিনিই যেন ছেলেটিকে সদুপদেশ দেন সে যেন নিজেকে বাঁচাতে পারে। রাজা একথা বারবার বলার পর তিনি সন্তানকে সদুপদেশ দিতে রাজি হলেন; তখন তার দিকে ঝুঁকে তিনি নিষ্ঠুর সেই অত্যাচারীকে ভুলিয়ে মাতৃভাষায় ছেলেটিকে বললেন, 'সন্তান, আমাকে দয়া কর! আমি তোমাকে ন'মাস ধরে গর্ভে বহন করেছি, তিন বছর ধরে তোমাকে দুধ দিয়েছি, তোমাকে লালন-পালন করেছি, এই বয়স পর্যন্ত তোমাকে চালনা করেছি, তোমার জন্য সবই ব্যবস্থা করেছি। সন্তান, দোহাই তোমার! আকাশ ও পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে

দেখ, সেখানে যা কিছু রয়েছে, তা লক্ষ কর, আর একথা জেনে নিও যে, ঈশ্বর এমন কোন কিছু থেকে সেইসব গড়েননি, যা আগে থেকেই ছিল; আর মানবজাতির উৎপত্তিও সেইরূপ। তুমি এই ঘাতকটাকে ভয় পেয়ো না; কিন্তু তোমার ভাইদের যোগ্য ভাই বলে নিজেকে দেখিয়ে মৃত্যু গ্রহণ করে নাও, যেন দয়ার দিনে আমি তোমার ভাইদের সঙ্গে তোমাকেও ফিরে পেতে পারি।'

তিনি কথা বলা শেষ করছেন, এমন সময় যুবকটি বলল, 'তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? আমি তো রাজার আদেশ মেনে নিতে যাচ্ছি না, সেই বিধানেরই আদেশের প্রতি বরং বশ্যতা স্বীকার করি, যা মোশীর মধ্য দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি, আপনি যিনি হিব্রুদের সমস্ত অমঙ্গলের সাধক, আপনি তো ঈশ্বরের হাত এড়াতে পারবেন না। আমরা আমাদের পাপের জন্য যন্ত্রণাভোগ করছি; আর আমাদের শাস্তি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদিও জীবনময় প্রভু ক্ষণিকের মত আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ, তবুও তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু আপনি, হে ধূর্ত, সকল মানুষের মধ্যে আপনিই, হে সবচেয়ে ভক্তিহীন, আপনি যে স্বর্গের সন্তানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াচ্ছেন, গুপ্ত যত আশা পোষণ করে নিজেকে অযথা বড় করবেন না, কারণ সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচার থেকে এখনও রেহাই পাননি। আমাদের ভাইয়েরা, ক্ষণিকের নিপীড়ন সহ্য করে অমর জীবনের উদ্দেশে ঈশ্বরের সন্ধির জন্য মারা পড়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারমঞ্চে আপনি আপনার স্পর্ধার যোগ্য শাস্তি ভোগ করবেন। আমার ভাইয়েরা যেমন করেছে, তেমনি আমিও পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়মের জন্য দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করছি; এতে ঈশ্বরকে মিনতি জানাই, যেন তিনি তাঁর আপন জনগণের প্রতি শীঘ্রই দয়া দেখান, আর তীব্র আঘাত ও দুর্বিপাকের মধ্যে যেন আপনাকে স্বীকার করতে হয় যে, একমাত্র তিনিই ঈশ্বর, যাতে করে, আমাদের সমস্ত জাতির উপরে সর্বশক্তিমানের যে ক্রোধ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই নেমে পড়েছে, আমার ও আমার ভাইদের নিয়েই যেন সেই ক্রোধ ক্ষান্ত হয়ে পড়ে।'

রাজা, যিনি ইতিমধ্যে তেমন ঠাট্টা-তামাশার জন্য অধিক রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তিনি আরও রেগে উঠে অন্যান্য ভাইদের চেয়ে এই ছেলেটির প্রতি আরও নিষ্ঠুরতা দেখালেন। তাই এও প্রভুতে সম্পূর্ণ ভরসা রেখে অকলুষিত অবস্থায় পরজীবনে পার হল। সন্তানদের পরে মাও অবশেষে মরলেন।

শ্লোক সাম ১৩৩:১

℟ প্রভুর সন্ধি ও পিতৃপুরুষদের বিধানের খাতিরে ঈশ্বরের পবিত্রজনেরা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকলেন,
℣ কারণ তাঁদের এক আত্মা ছিল, ছিল এক বিশ্বাস।
℟ দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!
℣ কারণ তাঁদের এক আত্মা ছিল, ছিল এক বিশ্বাস।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **মৃত্যুর সান্ত্বনা, উপদেশ ২:৪-৫**

খ্রীষ্টই ভাবী পুনরুত্থানের সাক্ষী, ও তাঁর সঙ্গে সকল সাক্ষ্যমরও সাক্ষী

তুমি কেবল এ জিজ্ঞাসা কর, খ্রীষ্ট পুনরুত্থান ঘটাবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন কিনা; আর যখন বহু সাক্ষ্যদান দ্বারা তুমি এ প্রতিশ্রুতির কথা জানবে, তখন স্বয়ং খ্রীষ্ট প্রভুর সাক্ষ্যদানে নিশ্চিত হয়ে ও বিশ্বাসে স্থিতমূল হয়ে মৃত্যুকে আর ভয় করো না। কেননা সে-ই মাত্র ভয় করে, যে অবিশ্বাসী; আর যে অবিশ্বাসী, সে এমন পাপ করে যা ক্ষমার যোগ্য নয়, কারণ নিজ অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে দুঃসাহসের সঙ্গে ঘোষণা করে যে, ঈশ্বর হয় অক্ষম, না হয় মিথ্যাবাদী। কিন্তু ধন্য প্রেরিতদূত ও পুণ্যবান সাক্ষ্যমরেরা তেমন কথা সমর্থন করেন না: প্রেরিতদূতেরা ঠিক এ পুনরুত্থানের কথা প্রচার করার জন্য মৃত্যু কিবা নির্যাতন কিবা ক্রুশমৃত্যুও বরণ করতে অস্বীকার না করে প্রচার করেন খ্রীষ্ট পুনরুত্থান করেছেন, ও ঘোষণা করেন যে, তাঁর মধ্যে মৃতেরা পুনরুত্থান করবেন। সুতরাং যদি *দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়,* তাহলে যখন এত সংখ্যক ও মহান নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রয়েছেন যাঁরা রক্তদানের মধ্য দিয়েই সাক্ষ্য বহন করেন, তখন মৃতদের পুনরুত্থান কেমন করে সন্দেহের বিষয় হতে পারে? আর সাক্ষ্যমরেরা কী বলেছিলেন? পুনরুত্থান বিষয়ে তাঁদের কি নিশ্চিত প্রত্যাশা ছিল, না ছিল না? তাঁদের যদি নিশ্চয়তা না থাকত, তবে তেমন তীব্র নিপীড়ন ও যন্ত্রণায় পূর্ণ মৃত্যুকে লাভ বলে গ্রহণ করতেন না:

তাঁরা বর্তমান নিপীড়ন নয়, ভাবী পুরস্কারেরই কথা ভাবছিলেন! কেননা তাঁরা জানতেন যে, *যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।*

ভাইবোনেরা, সদ্‌গুণের এ আদর্শের কথাও শোন। মাতা সাত সন্তানকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, তিনি বিলাপ করছিলেন না, বরং আনন্দই বোধ করছিলেন; তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর সন্তানদের নখ ছিঁড়ে নেওয়া হচ্ছে, খড়্গের আঘাতে তাদের বধ করা হচ্ছে, আগুনের উপরে তাদের পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—তবু তিনি চোখের জল ফেলছিলেন না, চিৎকারও করছিলেন না, বরং তৎপরতার সঙ্গে সন্তানদের সহিষ্ণু হতে প্রেরণা দিচ্ছিলেন। সেই মাতা মোটেই নির্মম ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বস্তা; তিনি সন্তানদের নরম ভালবাসায় নয়, শক্ত ভালবাসায়ই ভালবাসতেন। তিনি সেই যন্ত্রণাভোগের দিকে তাদের উৎসাহিত করছিলেন, আর কতই না আনন্দিতা হলেন যখন সেই যন্ত্রণা তিনি নিজেও ভোগ করলেন। বাস্তবিকই তিনি নিজের ও তাদেরও পুনরুত্থান বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন।

আর সেই অসংখ্য নর-নারী ও বালক-বালিকাদের বিষয়ে আর কী বলব? তারা অধিক দ্রুতপদে স্বর্গীয় সেনাদলে উত্তীর্ণ হল, ঠিক যেন এপ্রকার মৃত্যুর সঙ্গে খেলাই করছিল। ইচ্ছা করলে তারা তো জীবিতও থাকতে পারত, কারণ তাদের উপরেই নির্ভর করত তারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে বাঁচবে, না তাঁকে স্বীকার করে মরবে; কিন্তু তারা এতেই প্রীত হল যে, তারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ত্যাগ করবে ও চিরস্থায়ী জীবন ধারণ করবে, পৃথিবী থেকে বঞ্চিত হবে ও স্বর্গের নাগরিক হবে।

ভাইবোনেরা, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রয়েছে? মৃত্যুর ভয় আর কিসের উপর দাঁড়াতে পারে? আমরা যদি সাক্ষ্যমরদের সন্তান, আমরা যদি তাঁদের সঙ্গী বলে পরিগণিত হতে চাই, তবে মৃত্যুর কথা যেন আমাদের শোকাচ্ছন্ন না করে, ও যাঁরা আমাদের আগে প্রভুর কাছে এসে পৌঁছেছেন, আমাদের সেই প্রিয়জনদের জন্য যেন চোখের জল না ফেলি; কেননা আমরা যদি কাঁদতে চাই, তাহলে সাক্ষ্যমরেরা নিজেরাই আমাদের পিছনে হেসে বলবেন, কী বিশ্বাস! ঐশরাজ্যের জন্য কী আকাঙ্ক্ষা! তোমরা যখন এত শোক প্রকাশ করে তোমাদের সেই প্রিয়জনদের জন্য কাঁদছ যারা সুন্দরভাবে নরম বিছানায় শুয়ে মরল, তখন কীবা করতে যদি দেখতে তারা প্রভুর নামের খাতিরে বিধর্মীদের হাতে নির্যাতিত ও নিহত হচ্ছে?

শ্লোক ইসা ২৫:৮; ১ করি ১৫:২৪,২৬

℣ ঈশ্বর মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন;
℟ প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল।
℣ খ্রীষ্ট সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করবেন; সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।
℟ প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১৩:১-১৬

নকল নবীদের বিরুদ্ধে বাণী

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েলের যে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; যারা নিজেদের মনোমত ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তাদের তুমি বল: তোমরা প্রভুর বাণী শোন! প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ধিক্ সেই নির্বোধ নবীদের, যারা কোন দর্শন না পেয়ে নিজ নিজ আত্মা অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়। হে ইস্রায়েল, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিয়ালদের মতই তোমার নবীরা! তোমরা প্রাচীরের ফাটলগুলির মধ্যে কখনও যাওনি, এবং ইস্রায়েলকুল যেন প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে, এর জন্যও তোমরা তাদের রক্ষায় কোন প্রাকারও তৈরি করনি। যারা বলে: “প্রভুর উক্তি!” অথচ যাদের প্রভু পাঠাননি, সেই নবীরা মায়া-দর্শন পেয়েছে, মিথ্যা মন্ত্রও পড়েছে। আর এখন নাকি তারা আশা রাখছে যে,

তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধিলাভ করবে! যখন তোমরা বল: “প্রভুর উক্তি!” অথচ আমি তোমাদের পাঠাইনি, তখন কি তোমরা যে দর্শন পেয়েছ, তা কি মায়া নয়? আর তোমরা যে মন্ত্র পড়েছ, তাও কি মিথ্যা নয়? এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা মিথ্যাকথা বলেছ ও মায়া-দর্শন পেয়েছ বিধায়, দেখ, আমি এখন তোমাদের বিপক্ষে!—প্রভুর উক্তি। সত্যিই আমার হাত সেই নবীদের বিরুদ্ধ হবে, যারা মায়া-দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; তারা আমার জনগণের সভায় স্থান পাবে না, তাদের নাম ইস্রায়েলের বংশাবলি-পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবে না, এবং ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর; কেননা শান্তি না থাকলেও তারা “শান্তি” বলে আমার জনগণকে ভোলায়; এবং কেউ দেওয়াল সংস্কার করলে, দেখ, তারা চুনবালির লেপন দেয়। তাই এরা যারা চুনবালির লেপন দেয়, তাদের তুমি বল: তা পড়ে যাবেই! মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, তখন শিলাবৃষ্টির কচি যে তোমরা, তোমরাই পড়বে; প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বইবে, আর দেওয়ালটা হঠাৎ পড়ে গেল! তখন লোকে কি তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে না: তোমাদের সেই চুনবালির লেপন কোথায়? সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমিই আমার রোষে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস ডেকে আনব, আমার ক্রোধে মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, আমার বিনাশী আক্রোশে বিশাল পাথরের মত শিলাবৃষ্টি হবে; তোমরা যে দেওয়ালে চুনবালির লেপন দিয়েছ, তা আমি ভেঙে ফেলব, তা ভূমিসাৎ করব, তখন তার ভিত্তিমূল অনাবৃত হবে; সেই দেওয়াল পড়বেই, আর তার মধ্যে তোমাদেরও বিনাশ হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু! আর সেই দেওয়ালের বিরুদ্ধে, ও যারা তাতে চুনবালির লেপন দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার রোষ নিঃশেষে ঝেড়ে যাওয়ার পর আমি তোমাদের বলব: দেওয়ালও গেল, আর যারা চুনবালির লেপন দিয়েছিল, তারাও গেল, অর্থাৎ যারা যেরুসালেমের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেয় ও শান্তি না থাকলেও তার জন্য শান্তির দর্শন পায়, সেই নবীরাও গেল! প্রভুর উক্তি।

শ্লোক মথি ৭:১৫; ২৪:১১

প্র নকল নবীদের বিষয়ে সাবধান! তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে,
উ কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-ললুপ নেকড়ে।
প্র তখন বহু নকল নবী উঠে অনেককে ভোলাবে।
উ কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-ললুপ নেকড়ে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘পালকদের বিষয়ক উপদেশ’ — উপদেশ ৪৬:১০-১১

প্রলোভনের জন্য প্রাণ প্রস্তুত কর

তোমরা ইতিমধ্যে শুনেছ সেই মন্দ পালকেরা কী ভালবাসে। এবার দেখ তারা কী অবহেলা করে। *যে মেষগুলি দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের যত্ন করনি, যেগুলি ক্ষত-বিক্ষত, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি, আর যেগুলো বলবান, সেগুলোকে তোমরা বধ করেছ,* হত্যা করেছ, বিক্ষিপ্ত করেছ। মেষ তো দুর্বল হয়, অর্থাৎ তার হৃদয় এমন দুর্বল যে, পরীক্ষা অপ্রত্যাশিত ভাবে ও তার অজান্তে এসে পড়লে, পরীক্ষায় মেষের সহজেই পতন হয়।

তেমন দুর্বল মেষ দে’খে মন্দ পালক তাকে বলে না, *বৎস, ঈশ্বরসেবায় এগিয়ে এসে ধর্মময়তা ও ভয়ে স্থিতমূল থাক, ও পরীক্ষার জন্য প্রাণ প্রস্তুত কর।* যে একথা বলে, সে দুর্বলকে উৎসাহ দেয় ও দুর্বলকে সবল করে, যাতে বিশ্বাস করে সে এ যুগের অনুকূল বিষয়ের উপর প্রত্যাশা না রাখে। কেননা যদি তাকে এ যুগের অনুকূল বিষয়ে প্রত্যাশা রাখতে শেখানো হয়, সে সেই অনুকূলতা দ্বারাই বিকৃত হয়; প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিলেই সে আঘাতগ্রস্ত হয়, এমনকি হয় তো বিলুপ্ত হয়।

যে কেউ এভাবে নির্মাণ করে, সে তো শৈলের উপরে নির্মাণ করে না, বালুর উপরেই নির্মাণ করে, *আর সেই শৈল স্বয়ং খ্রীষ্ট।* খ্রীষ্টভক্তদের উচিত খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার অনুকরণ করা, আমোদ-প্রমোদের অন্বেষণ করা নয়। দুর্বলকে তখনই সবল করা হয়, যখন তাকে বলা হয়, তুমি এ যুগের পরীক্ষার অপেক্ষায় থাক, কিন্তু তোমার হৃদয় যদি প্রভুকে ছেড়ে পিছিয়ে না যায়, তবে প্রভু সেই সমস্ত থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন। কেননা তিনি তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে এলেন, মরতেই এলেন, থুথুতে নিমজ্জিত হতে এলেন, কাঁটার মুকুটে পরিবৃত

হতে এলেন, দুর্নাম শুনতে এলেন, এবং অবশেষে ক্রুশে বিদ্ধ হতে এলেন। এ সমস্ত কিছু তিনিই বরণ করলেন তোমার জন্য, তুমি তাঁর জন্য, এমন নয়! নিজের জন্যও তিনি তা বরণ করলেন না, কিন্তু তোমারই জন্য।

কিন্তু কেমন পালকই বা তারা, যারা শ্রোতাদের দুঃখ দেওয়ার ভয়ে অবশ্যম্ভাবী পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত করে না, এমনকি ঈশ্বর এ যুগের কাছে যে সুখ প্রতিশ্রুত হননি তারা এ যুগের সেই সুখ প্রতিশ্রুত হয়? তিনি এ যুগের উপরে শেষ দিন পর্যন্ত যন্ত্রণার পর যন্ত্রণার ভবিষ্যদ্বাণী বলেন, আর তুমি কি চাও খ্রীষ্টভক্তই এ সমস্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে? খ্রীষ্টভক্ত বলেই সে এ যুগে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করবে!

প্রেরিতদূত নিজে একথা সপ্রমাণ করে বলেন, *যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে।* এখন তুমি, হে পালক যে যীশুখ্রীষ্টের স্বার্থ নয়, তোমার নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ কর, প্রসন্ন হয়ে খ্রীষ্টকেই এবার একটু কথা বলতে দাও: *যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে,* অথচ তুমি ভক্তদের বল: তুমি খ্রীষ্টে ধর্মময় জীবন যাপন করলে তোমার অশেষ মঙ্গল হবে: সন্তান না থাকলে তুমি বহু সন্তান পাবে, তাদের সকলকে লালন-পালন করবে আর তাদের কেউই মরবে না। এ কী তোমার নির্মাণকাজ? দেখ কী করছ, দেখ কোথায় ভিত্তি স্থাপন করছ। তুমি তো বালুর উপরেই ভিত্তি স্থাপন করছ। বর্ষা আসবে, বন্যা হবে, বাতাস জোরে বইবে, তোমার এ বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এতে বাড়িটা পড়ে যাবে ও তার বিনাশ বড়ই হবে।

তাকে বালু থেকে সরিয়ে নাও, শৈলের উপরেই তাকে স্থাপন কর: যে খ্রীষ্টপন্থী হতে চায়, তার ভিত খ্রীষ্টের উপরেই স্থাপিত হোক। সে খ্রীষ্টের অযোগ্য যন্ত্রণার দিকে দৃষ্টি রাখুক; তাঁরই দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখুক যিনি নিষ্পাপ হয়ে এমন ঋণ শোধ করছেন যা তাঁর নয়; সে সেই শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখুক যে শাস্ত্র বলে: *ঈশ্বর যাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেন তাকে কশাঘাত করেন।* হয় সে কশাঘাত পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুক, না হয় সন্তানরূপে গৃহীত হবার জন্য চেষ্টা না করুক।

শ্লোক ১ থে ২:৪,৩

℣ ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি।
℟ মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।
℣ আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়,
℟ মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ মা ২:১,১৫-২৮,৪২-৫০,৬৫-৭০

মাত্তাথিয়াসের বিপ্লব ও তাঁর মৃত্যু

মাত্তাথিয়াস নামে যোয়ারিব বংশের একজন যাজক ছিলেন; মাত্তাথিয়াসের পিতা যোহন, যোহনের পিতা সিমেয়োন। সেসময় তিনি যেরুসালেম ছেড়ে মদীনে বাস করতে এলেন।

রাজার যে কর্মচারীরা লোকদের ধর্মত্যাগ করাতে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা বলি উৎসর্গ করাবার জন্য একদিন মদীনে এল। ইস্রায়েলীয়দের অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল; কিন্তু মাত্তাথিয়াস ও তাঁর সন্তানেরা আলাদা দল হয়ে রইলেন। রাজকর্মচারীরা মাত্তাথিয়াসকে উদ্দেশ করে বলল, 'এই শহরে আপনি গণ্যমান্য জননেতা ও মহা ব্যক্তিত্ব; তাছাড়া আপনার ছেলেদের ও ভাইদের সমর্থনও আপনার আছে; তবে আসুন, অন্য সকল জাতি, যুদার সমাজনেতারা, ও যেরুসালেমে যারা রেহাই পেয়েছে, তারা সকলে যেমন করেছে, আপনিও প্রথম এগিয়ে এসে রাজার আদেশ মেনে চলুন; এইভাবে আপনি ও আপনার ছেলেরা রাজবন্ধুদের মধ্যে স্থান পাবেন; আপনি ও আপনার ছেলেরা সোনা, রুপো ও প্রচুর উপহার লাভে সম্মানিত হবেন।' কিন্তু মাত্তাথিয়াস উত্তরে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'রাজার অধীনে যত জাতি আছে, তারা সকলেও যদি তাঁর কথায় বাধ্য হয়, প্রত্যেকেও যদি তার পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে, সকলেও যদি রাজার আদেশ-নির্দেশ মেনে নেয়, তবুও আমি, আমার ছেলেরা ও

আমার ভাইয়েরা আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধি-পথে চলব! আমরা বিধান ও তার যত বিধিনিয়ম পরিত্যাগ করব, আমাদের প্রতি করুণা দেখিয়ে স্বর্গ যেন তেমন কাজ থেকে আমাদের রক্ষা করে। না! রাজার এই সমস্ত আদেশ আমরা কখনও মানব না; আমাদের ধর্ম থেকে ডানে বা বামে কোথাও সরব না।'

তাঁর এই কথা শেষে একজন ইহুদী রাজাজ্ঞা অনুসারে মদীনের যজ্ঞবেদিতে বলি দেবার জন্য সকলের চোখের সামনে এগিয়ে এল। তা দেখে মাত্তাথিয়াস ধর্মাগ্রহে আগুন হয়ে গেলেন, তাঁর অন্তর কেঁপে উঠল, ধর্মসম্মত ক্রোধে উত্তপ্ত হলেন, এবং দৌড়ে এসে সেই যজ্ঞবেদির উপরেই তাকে মেরে ফেললেন; একই সময়ে তিনি সেই রাজকর্মচারীকেও মেরে ফেললেন যে লোকদের বলি দিতে বাধ্য করছিল, শেষে বেদিটাও ধ্বংস করে দিলেন। তিনি তো বিধানের প্রতি ধর্মাগ্রহে চালিত হয়েই তেমন কাজ করলেন, ঠিক যেমন সালুর সন্তান জিম্রির বিরুদ্ধে ফিনেয়াস করেছিলেন। তারপর মাত্তাথিয়াস শহরের ভিতর দিয়ে গেলেন, জোর গলায় চিৎকার করে বলছিলেন, 'বিধানের প্রতি যার ধর্মাগ্রহ আছে, যে কেউ সন্ধি রক্ষা করতে ইচ্ছুক, সে আমার অনুসরণ করুক!' আর তাঁদের যা কিছু ছিল তা শহরে ছেড়ে তিনি ও তাঁর সন্তানেরা পার্বত্য প্রান্তরে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিলেন।

সেসময়ে হাসিদীয়দের এক দল তাদের সঙ্গে যোগ দিল—তারা ছিল ইস্রায়েলের বীরপুরুষ, তাদের এক একজন বিধানের পক্ষে দাঁড়াতে ইচ্ছুক; তাছাড়া নির্যাতনের হাত থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, তারা তাদের দলে যোগ দিয়ে তাদের আরও শক্তিশালী করে তুলল। সামরিক বাহিনীরূপে নিজেদের গঠন করে তারা যত পাপীকে ও ধর্মত্যাগী মানুষকে রোষভরে আঘাত করল; তাদের হাত থেকে যারা রেহাই পেল, তারা রক্ষা পেতে বিজাতীয়দের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাছাড়া মাত্তাথিয়াস ও তাঁর বন্ধুরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যত বেদি ধ্বংস করছিলেন, ইস্রায়েল দেশে অপরিচ্ছেদিত যত ছেলেকে পাচ্ছিলেন, তাদের সকলকে জোর করে পরিচ্ছেদিত করাচ্ছিলেন; তাঁরা গর্বোদ্ধতদের রেহাই দিচ্ছিলেন না; হ্যাঁ, তাঁদের সেই অভিযান তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে চালালেন; বিজাতীয়দের ও রাজাদের অত্যাচার থেকে বিধান রক্ষা করলেন, পাপীদের মাথা উচ্চ করতে দিলেন না।

মাত্তাথিয়াসের মৃত্যুকাল এগিয়ে এলে তিনি নিজের ছেলেদের বললেন, 'এখন গর্ব ও অধর্মের কর্তৃত্ব-কাল, এখন ধ্বংস ও তিক্ত ক্রোধের কাল। সন্তান আমার, এই তো বিধানের প্রতি তোমাদের ধর্মাগ্রহ দেখাবার ক্ষণ, এই তো আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধির জন্য তোমাদের প্রাণ দেওয়ার ক্ষণ! এই যে তোমাদের ভাই সিমেয়োন; আমি জানি, সে সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ: তোমরা সবসময় তার কথা শোন; সে হবে তোমাদের পিতা। নিজের যৌবনকাল থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা এই মাকাবীয় যুদাই তোমাদের সৈন্যদলের নেতা হবে; সে বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে। সুতরাং, যারা বিধান পালন করে, তাদের তোমাদের সঙ্গে জড় করে তোমাদের আপন জাতির পূর্ণ প্রতিশোধ সাধন কর; বিজাতীয়দের তাদের যোগ্য শাস্তি দাও; বিধানের বিধিনিয়ম আঁকড়ে ধর।' এবং তাঁদের আশীর্বাদ করে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। একশ' ছেচল্লিশ সালে তাঁর মৃত্যু হল; তাঁকে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। তাঁর মৃত্যুর জন্য গোটা ইস্রায়েল মহাশোক পালন করল।

শ্লোক ১ মা ২:৫১,৬৪

℣ তাঁদের দিনগুলিতে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে কর্মকীর্তি সাধন করলেন, তা স্মরণ কর,

℟ তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।

℣ সন্তানেরা, বিধানের পক্ষে বীর্য ও সাহস দেখাও, কেননা বিধানই তোমাদের গৌরবে ভূষিত করবে!

℟ তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৮৮-৯০

শান্তি প্রতিষ্ঠাকাজে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ভূমিকা

বৈধ স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত বাধ্যতা ও সকলের প্রতি বন্ধুসুলভ ভ্রাতৃত্ব দেখিয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা আন্তর্জাতিক সুব্যবস্থা গঠনের ব্যাপারে স্বচ্ছন্দে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সহযোগিতা দান করুন, বিশেষভাবে এই কারণে যে,

বেশির ভাগ লোক এখনও এত নিদারুণ দীনাবস্থায় ভুগছে যে, গরিবদের হয়ে খ্রীষ্ট নিজেই যেন উচ্চকণ্ঠে আপন শিষ্যদের ভ্রাতৃপ্রেম দাবি করছেন। লোকদের কাছে এমন কলঙ্কপূর্ণ দৃষ্টান্ত যেন না দেওয়া হয় যে, কয়েকটি দেশ, প্রায়ই যেগুলোর অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টনামে ভূষিত, অধিক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে ও একই সময়ে অন্য দেশগুলো জীবনের প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত, ও ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি ও সবধরনের অভাবে আক্রান্ত। কেননা দরিদ্রতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের মনোভাবই হল খ্রীষ্টমণ্ডলীর গৌরব ও তার সাক্ষ্যদান।

এজন্য যে সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসী, বিশেষ করে যে যুবক-যুবতীরা অন্য মানুষদের ও জাতিগুলোর কাছে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে নিজেদের নিবেদন করে, তারা প্রশংসা ও সহযোগিতার যোগ্য। এমনকি, ধর্মপালদের বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করে প্রাচীনকালের মণ্ডলীর রীতি অনুযায়ী সম্পদের বাড়তি দানে শুধু নয়, কিন্তু আসল সম্পদ দানেও এ যুগের হীনাবস্থা সাধ্যমত নিবারণ করাই ঈশ্বরের গোটা জনগণেরই কর্তব্য।

কঠোর ও একরূপ নিয়ম অনুবর্তী না হয়েও তথাপি সাহায্যদান সংগ্রহ ও বণ্টন করার পদ্ধতি যেন ধর্মপ্রদেশ, দেশ ও সারা বিশ্বে এবং যেখানে এ উপযুক্ত মনে হয়, সেখানে কাথলিকদের ও অন্য খ্রীষ্টভ্রাতাদের যৌথ প্রচেষ্টায় যেন রীতিমত সুবিন্যস্ত হয়। কেননা ভ্রাতৃপ্রেমের প্রেরণা সামাজিক ও সাহায্যকারী কর্মকাণ্ডের তৎপর ও সুচিন্তিত অনুশীলনকে বাধা দেয় না, বরং তা দাবিই করে। এজন্য যারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সেবায় আত্মনিবেদন করবে বলে মনস্থ করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে তাদের দক্ষতার সঙ্গে গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রেরণা ও উৎসাহ দেবার জন্য মণ্ডলীর পক্ষে জাতিগুলোর ব্যাপক সমাজের মধ্যে উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক; মণ্ডলী তার নিজের নানা জনসংস্থার মধ্য দিয়ে ও সকল ভক্তজনের এমন পূর্ণ ও অকপট সহযোগিতার মধ্য দিয়েও নিজ উপস্থিতি বাস্তবায়িত করবে, যে সহযোগিতা সকলের সেবা করার একমাত্র বাসনা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

তেমন লক্ষ্য অধিক কার্যকর ভাবে বাস্তবায়িত হবে যদি খ্রীষ্টভক্তরা নিজেরাই নিজেদের মানব ও ধর্মীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজ নিজ জীবনাশ্রমেও আন্তর্জাতিক জনসমাজের সঙ্গে তৎপর সহযোগিতা দানের ইচ্ছা পোষণ করেন। ধর্ম ক্ষেত্রে ও পৌরনীতি ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে যুবক-যুবতীদের গঠনের ব্যাপারে এ বিষয়টা যেন বিশেষ অধিকার লাভ করে। অবশেষে এও বাঞ্ছনীয় যে, আন্তর্জাতিক সমাজে নিজেদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে কাথলিক ভক্তজন বিচ্ছিন্ন ভাইবোনদের সঙ্গে বাস্তব ও সক্রিয় সহযোগিতা দান করতে সচেষ্ট থাকবেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে তাঁরাও সুসমাচারের ভ্রাতৃপ্রেম স্বীকার করেন; তেমন সহযোগিতা সেই সকল ব্যক্তিরও সঙ্গে কাম্য, যাঁরা প্রকৃত শান্তির জন্য পিপাসিত।

শ্লোক হাবা ৩:৩; লেবীয় ২৬:১,৬,৯ দ্রঃ

প্র দেখ, আমি আসছি—সর্বশক্তিমানের উক্তি!
উ আমি তোমাদের ঈশ্বর প্রভু শান্তি মঞ্জুর করব।
প্র আমি তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইব, তোমাদের ফলবান করব, তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, ও তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি স্থির করব।
উ আমি তোমাদের ঈশ্বর প্রভু শান্তি মঞ্জুর করব।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১৪:১২-২৩

ধার্মিকদের পরিত্রাণ ও পাপীদের বিনাশ

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘আদমসন্তান, কোন দেশ আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে আমার বিরুদ্ধে পাপ করলে আমি যখন তার বিরুদ্ধে হাত বাড়াই, তার অন্নভাণ্ডার বিধ্বস্ত করি ও তার মধ্যে দুর্ভিক্ষ পাঠিয়ে সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, তখন তার মধ্যে যদিও নোয়া, দানেল ও যোব, এই

তিনজনে থাকে, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল নিজেদেরই প্রাণ রক্ষা করবে—প্রভুর উক্তি।

কিংবা, আমি যদি সেই দেশের সর্বস্থানেই এমন হিংস্র পশু পাঠাই, যেগুলো লোকদের নিঃসন্তান করে, এবং দেশকে এমন প্রান্তর করে তোলে যা দিয়ে হিংস্র পশুর ভয়ে কোন পথিক যেতে পারে না, সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমার জীবনেরই দিব্যি, তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে, কিন্তু সেই দেশ প্রান্তর হয়ে যাবে।

কিংবা, আমি যদি সেই দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ এনে বলি: "দেশের সর্বস্থানেই খড়্গ এগিয়ে যাক!" এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে।

কিংবা, আমি যদি সেই দেশে মহামারী পাঠাই, এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য তার উপরে আমার রোষ বর্ষণ করে হত্যাকাণ্ড ঘটাই, সেই দেশে নোয়া, দানেল ও যোব থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল নিজেদেরই প্রাণ উদ্ধার করবে।

কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য যখন যেরুসালেমের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র পশু ও মহামারী—আমার এই চারটে মহাদণ্ড পাঠাব, তখন, দেখ, তার মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক লোক অবশিষ্ট থাকবে, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রেহাই পাবে; দেখ, তারা তোমাদের কাছে আসবে, যেন তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখতে পাও এবং আমি যেরুসালেমের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল এনে দিয়েছি, সেই সম্বন্ধে যেন তোমরা সান্ত্বনা পাও। তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখলে তারা তোমাদের সান্ত্বনা দেবে; এবং তখন তোমরা জানবে যে, আমি তার মধ্যে যা কিছু ঘটিয়েছি, তার কিছুই অকারণে ঘটাইনি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

শ্লোক গা ৬:৪-৫; এজে ১৮:২০

℟ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের পরীক্ষা করুক, তাহলে সে কেবল নিজের কাছে গর্ব করার কারণ পাবে, অপরের কাছে নয়;
℣ কেননা প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।
℟ পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে; পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না।
℣ কেননা প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকদের বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৪৬:১১-১২

সান্ত্বনা-বাঁধনে ক্ষত বেঁধে দাও

শাস্ত্রে বলে, *ঈশ্বর যাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেন তাকে কশাঘাত করেন;* আর তুমি বলছ, আমি হয় তো রেহাই পাব কি? যে কেউ কশার শাস্তি থেকে রেহাই পায়, সে সন্তানদের সংখ্যা থেকে বঞ্চিত। তাই—তুমি বলবে—তিনি কি সকল সন্তানকে কশাঘাত করেন? নিশ্চয়, তিনি সকল সন্তানকে কশাঘাত করেন আপন একমাত্র পুত্রকেও যেভাবে কশাঘাত করেছিলেন। সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার স্বরূপ থেকে জাত, যিনি ঐশস্বভাবে পিতার সমতুল্য, যিনি সেই বাণী যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে, কশাঘাতে দণ্ডিত হওয়ার মত কোন অপরাধ তাঁর ছিল না, তবু এজন্যই দেহ ধারণ করলেন যাতে কশাঘাত থেকে রেহাই না পেতে পারেন। তাহলে যিনি আপন নিষ্পাপ একমাত্র পুত্রকে কশাঘাত করেন, তিনি কি পাপী দত্তকপুত্রকে রেহাই দেবেন? প্রেরিতদূত বলেন, আমরা দত্তকপুত্রত্বে আহূত হয়েছি। আমরা দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করেছি যাতে একমাত্র পুত্রের সহউত্তরাধিকারী হতে পারি ও তাঁর নিজের উত্তরাধিকারও যেন হতে পারি: *আমার কাছে যাচ্‌না কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার।* তিনি নিজ দুঃখ-যন্ত্রণায় আমাদের একটা আদর্শ দিলেন।

কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, পাছে ভাবী পরীক্ষায় তার পতন হয়, দুর্বলকে মিথ্যা প্রত্যাশায় প্রবঞ্চনা করতে নেই,

ভয়-বিভীষিকায় তাকে ভাঙতে নেই। তাকে বল, *পরীক্ষার জন্য প্রাণ প্রস্তুত কর।* আর সে হয় তো টলমল ও কম্পান্বিত হতে লাগবে, আর এগিয়ে যেতে সম্মত হবে না। কিন্তু তুমি তাকে এ বাণীও শোনাও, *ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না।* ভাবী দুঃখ-যন্ত্রণার কথা প্রতিশ্রুত হওয়া ও প্রচার করাই দুর্বলকে সবল করা! কিন্তু অধিক অভিভূত হওয়ায় সন্ত্রাসিত এমন ব্যক্তির কাছে তুমি যখন ঈশ্বরের করুণার কথা প্রতিশ্রুত হও—এই অর্থে নয় যে, যত পরীক্ষা ঘুচে যাবে, কিন্তু এ অর্থে যে, তিনি কারও প্রতি তার শক্তির ঊর্ধ্বে পরীক্ষা ঘটতে দেন না—তখন তুমি ঠিক যেন বিক্ষতের ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছ।

এমন মানুষ আছে, যারা অবশ্যম্ভাবী কষ্টের কথা শুনে নিজেদের অধিক অস্ত্রে সজ্জিত করে ও কেমন যেন তেমন পানপাত্রের জন্য পিপাসিত। এরা তো ভক্তজনদের ঔষধ নিজেদের জন্য সামান্য বলে মনে করে, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের গৌরবের অন্বেষণ করে। আবার অন্য কেউ আছে, যারা আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী সেই পরীক্ষাগুলোরই কথা শুনে যা খ্রীষ্টভক্তের কাছে আসা স্বাভাবিক ও তারাই মাত্র যা ভোগ করে যারা প্রকৃত খ্রীষ্টভক্ত হতে ইচ্ছা করে, অস্থির হয়ে উঠে হোঁচট খায়।

তুমি সান্ত্বনা-বাঁধনে ক্ষত বেঁধে দাও, যা ভেঙেছে তা বেঁধে দাও। একথা বল: 'ভয় করো না, তুমি যাঁর উপরে বিশ্বাস রেখেছ, পরীক্ষার দিনে তিনি তোমাকে একা ফেলে রাখবেন না। ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তিনি তোমার প্রতি তোমার শক্তির ঊর্ধ্বে পরীক্ষা ঘটতে দেবেন না। একথা তুমি আমার কাছ থেকে নয়, সেই প্রেরিতদূতেরই মুখ থেকে শুনছ যিনি এও বলছেন, *তোমরা কি একটা প্রমাণ চাও যে, খ্রীষ্ট আমার মধ্যে কথা বলেন?* তাই তুমি যখন এ বাণী শোন, তখন স্বয়ং খ্রীষ্টের কাছ থেকেই শোন; যিনি ইস্রায়েলকে পালন করেন, তাঁরই কাছ থেকে শোন। সেই ইস্রায়েলীয়দের বলা হয়েছিল, *তুমি আমাদের অশ্রুজল পান করাবে, কিন্তু সীমিত মাত্রায়।* বাস্তবিকই প্রেরিতদূতের এ বাণী, *তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না,* ও নবীর এ বাণী, *কিন্তু সীমিত মাত্রায়,* একই অর্থ বহন করে। তুমি কেবল এতে সাবধান থাক: যিনি তোমাকে শাস্তি দেন ও উৎসাহ দান করেন, তোমাকে সন্ত্রাসিত করেন ও সান্ত্বনা দেন, তোমাকে আঘাত করেন ও নিরাময় করেন, তাঁকে তুমি ত্যাগ করো না।'

শ্লোক সাম ৪৪:২৩; রো ৮:৩৭; সাম ৪৪:১১,১২

প্র তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য।
উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।
প্র তুমি বিপক্ষদের সামনে পিছিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করলে, আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছ বিজাতিদের মাঝে।
উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ মা ৩:১-২৬

মাকাবীয় যুদা

[মাত্তাথিয়াসের মৃত্যুর পরে, একশ' ছেচল্লিশ সালে,] তাঁর সন্তান যুদা—যিনি মাকাবীয় বলে অভিহিত—তাঁর পদ নিলেন। তাঁর সকল ভাই ও সেই সকলে যারা তাঁর পিতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাঁকে সহায়তা দিলেন; আর তাঁরা ইস্রায়েলের জন্য উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন।

তিনি তাঁর আপন জাতির গৌরব আরও বৃদ্ধিশীল করলেন,
  মহাবীরের মতই বক্ষস্ত্রাণ ধারণ করলেন,
  কোমরে অস্ত্রসজ্জা বেঁধে নিলেন,
  খড়্গ দ্বারা সৈন্যশ্রেণী রক্ষা করে বহু যুদ্ধে নামলেন।
তাঁর কর্মকীর্তিতে তিনি হলেন সিংহের মত,
  শিকারের উপরে গর্জনকারী যুবসিংহেরই মত।
ধর্মত্যাগীদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের ধরলেন;

যারা জনগণকে কষ্ট দিত, তাদের তিনি আগুনে বিনাশ করলেন।
তাঁর ভয়ে ধর্মত্যাগীরা আতঙ্কিত হল,
সকল দুষ্কর্মাদের লজ্জা ভোগ করতে হল ;
তাঁর নেতৃত্বে পরিত্রাণ এগিয়ে গেল।
তিনি বহু রাজাকে তিক্ততা ভোগ করালেন,
আপন কর্মকীর্তিতে যাকোবকে আনন্দিত করে তুললেন ;
তাঁর স্মৃতি ধন্য হবে চিরকাল ধরে।
তিনি যুদার শহরে শহরে গেলেন,
সেখান থেকে যত ধর্মত্যাগীকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
এভাবে ইস্রায়েল থেকে প্রতিশোধ দূর করে দিলেন।
তাঁর নাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হল,
যারা মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিল, তাদের তিনি সম্মিলিত করলেন।

পরে আপোল্লনিওস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিজাতীয়দের এবং সামারিয়া থেকে শক্তিশালী এক সৈন্যদল জড় করল। কথাটা জানতে পেরে যুদা তার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে তাকে পরাজিত করে হত্যাও করলেন; অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ল, এবং যারা নিজেদের বাঁচাতে পারল, তারা পালিয়ে গেল। তারা তাদের সম্পদ লুট করল ; যুদা নিজের জন্য আপোল্লনিওসের খড়্গা রাখলেন, এবং তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধ-সংগ্রামে সেই খড়্গা ব্যবহার করলেন। সিরিয়ার সৈন্যদলের সেনাপতি সেরোন যখন খবর পেল যে, যুদা বহু ভক্তজন ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে নিয়ে একটা সৈন্যদল গড়েছেন, তখন বলল, ‘এবার আমার সুনাম হবে! সেই যুদা ও তার লোকেরা যারা রাজার আদেশ অবজ্ঞা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি রাজ্যের মধ্যে গৌরব অর্জন করব।’ তাই সবকিছু প্রস্তুত করে সে রণ-অভিযান চালাল; ইস্রায়েলীয়দের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সহকারী বাহিনী হিসাবে ছিল ধর্মত্যাগীদের একটা বিপুল দল। সে বেথ্-হরোনের চড়াই পথে প্রায় এসে পৌঁছেছিল, এমন সময় যুদা সঙ্কীর্ণ একটা দলের সঙ্গে তার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু নিজেদের বিরুদ্ধে সেই সৈন্যদল এগিয়ে আসতে দেখেই এরা যুদাকে বলল, ‘এত স্বল্পসংখ্যক মানুষ হয়ে আমরা কেমন করে তেমন বিপুল দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারব? তাছাড়া, আমরা আজ না খেয়ে আছি!’ যুদা উত্তর দিলেন, ‘অনেকে স্বল্পজনের হাতে পড়বে, এমনটি অসাধ্য নয়; এমনকি, অনেকের দ্বারা বা অল্পজনের দ্বারাই ত্রাণকর্ম সাধন করা স্বর্গের পক্ষে কোন ব্যবধান নেই; কারণ যুদ্ধে জয়লাভ সৈন্যদলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে। ওরা আমাদের নিজেদের, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের ছেলেদের বিনাশ করার জন্য ও আমাদের সম্পদ লুট করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অভক্তিভরেই এগিয়ে আসছে; কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিবিধানের জন্যই সংগ্রাম করছি। তিনিই আমাদের চোখের সামনে ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করবেন; তোমরা ওদের ভয় করো না।’

একথা বলা শেষ করে তিনি হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সেরোনকে ও তার সৈন্যদলকে তাঁর চোখের সামনে পরাস্ত করা হল, আর তারা তাকে বেথ্-হরোনের নিম্নগামী পথ দিয়ে সমতল ভূমি পর্যন্ত ধাওয়া করল। ওদের মধ্যে প্রায় আটশ’জন মারা পড়ল, বাকি সকলে ফিলিস্তীনিদের দেশে পালিয়ে গেল। এইভাবে যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা ভয়ের কারণ হতে লাগলেন, এবং আশেপাশের জাতিগুলি সন্ত্রাসে আক্রান্ত হল। তাঁর সুনাম রাজার কানে পর্যন্তও গেল, এবং জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদার কর্মকীর্তি আলাপের বিষয় হল।

শ্লোক ১ মা ৩:২০,২২,১৯,২১ দ্রঃ

প্র ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অভক্তিভরেই এগিয়ে আসছে, তোমরা কিন্তু ওদের ভয় করো না, কারণ যুদ্ধে জয়লাভ সৈন্যদলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না,
উ স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে।
প্র আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিবিধানের জন্যই সংগ্রাম করছি। তিনিই আমাদের

চোখের সামনে ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করবেন:
ℛ স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের ধর্মপাল সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা **৫ম ধর্মশিক্ষা ১০-১১**

বিশ্বাসের গুণ মানব-শক্তির ঊর্ধ্বেই কার্যকর

শব্দ হিসাবে বিশ্বাস-নামটি এক, তবু বিশ্বাস দ্বিমুখী। একপ্রকার বিশ্বাস রয়েছে যা ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত: এ বিশ্বাস তত্ত্বের প্রতি আত্মার উপলব্ধি ও সম্মতিতে ব্যক্ত, ও আত্মার উপযোগিতা সাধনে ব্যস্ত, যেভাবে প্রভু বলেন: *যে আমার কথা শোনে, ও যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, সে বিচারের সম্মুখীন হয় না*; আরও, *পুত্রতে যে বিশ্বাস রাখে, সে বিচারাধীন হয় না, মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়।*

আহা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কী মহান মঙ্গলভাব! ধার্মিকেরা সুদীর্ঘ বছরগুলির পরিশ্রমে ঈশ্বরের গ্রহণীয় হলেন। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য ও পরিশ্রমের সঙ্গে ঈশ্বরের গ্রহণীয় সেবা করায় যা লাভ করেছিলেন, তা যীশু তোমাকে এক মুহূর্তেই মঞ্জুর করছেন। কেননা তুমি যদি বিশ্বাস কর যে যীশুখ্রীষ্ট হলেন প্রভু, ও ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবে পরিত্রাণ পাবে, ও তাঁরই দ্বারা পরমদেশে স্থানান্তরিত হবে যিনি সেই দস্যুকে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এবং তা সম্ভব হবে কিনা, এ বিষয়ে তোমার যেন সন্দেহের লেশমাত্র না থাকে, কেননা যিনি এই পবিত্র গল্‌গথায় এক মুহূর্তেরই বিশ্বাসের মাধ্যমে দস্যুকে পরিত্রাণ করলেন, তুমি বিশ্বাস করলে তিনি তোমাকেও পরিত্রাণ করবেন।

তবু আর একপ্রকার বিশ্বাস আছে, যা অনুগ্রহের খাতিরেই খ্রীষ্ট দ্বারা দান করা হয়। বস্তুত লেখা আছে: *সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা।* সুতরাং পবিত্র আত্মা দ্বারা দান হিসাবে মঞ্জুর করা এই বিশ্বাস কেবল ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত নয়, কিন্তু তার গুণ এমন কার্যকর যা মানব-শক্তির ঊর্ধ্বে। কেননা তেমন বিশ্বাসের অধিকারী এই পর্বতকে বলে, *এখান থেকে ওখানেই সরে যাও, আর তা সরে যাবেই।* যখন এক ব্যক্তি একথা বলবে ও মনে সন্দেহমাত্র না করে বিশ্বাস করবে যে তা ঘটবেই, তখন সে-ই সেই অনুগ্রহ লাভ করে। ঠিক এপ্রকার বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: *যদি তোমাদের একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস থাকে …* ; দানা হিসাবে সর্ষে-দানা ছোট্ট, তবু অগ্নিময় প্রভাবের অধিকারী; সঙ্কুচিত স্থানে বোনা হয়ে দানাটা লম্বা লম্বা শাখা চারদিকে ছড়ায়, ও একবার পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে আকাশের পাখিদের জন্যও ছায়া দিতে পারে: ঠিক এভাবেই বিশ্বাস এক নিমেষেই আত্মায় অসাধারণ কিছু সাধন করতে সক্ষম।

যখন মন ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবে, তখন বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে তা তার সাধ্যমত ঈশ্বর-দর্শনে নিবদ্ধ। বিশ্বাস পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করে, ও এ বর্তমান যুগের শেষের আগেও ইতিমধ্যেই শেষবিচার দেখতে পায়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারও ইতিমধ্যে ভোগ করে। তাই তোমার মধ্যে যে বিশ্বাস রয়েছে, তা ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত হোক, যাতে তাঁর কাছ থেকে সেই বিশ্বাসও পেতে পার, যা মানব-শক্তির ঊর্ধ্বে কার্যকর।

শ্লোক গা ২:১৬; রো ৩:২৫

℣ বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়।
ℛ আমরাও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।
℣ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।
ℛ আমরাও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।